Contents

দ্বিতীয় বর্ষ

১ম ও ২য় সংখ্যা

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্যালয়

পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।।০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

দ্বিতীয় বর্ষ—১৩৭০ হিজরী, ১৩৫৭-৫৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক—মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী

বর্ণানুক্রমিক সূচী

	বিষয়—	লেখক—	পৃষ্ঠা
	অ		
১।	অপূর্ব্ব ক্ষমা (কবিতা)	আবদুর রশিদ ওয়াছেকপুরী	১৯৯
	আ		
২।	আগমন (কবিতা)	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	৯৭
৩।	আধুনিক নারী-স্বাধীনতার স্বরূপ	মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি	৩৩৭, ৪৬৩
৪।	আমাদের কর্ত্তব্য	রশীদুল হাছান এম, এ, বি, এল	২৫
	ই		
৫।	ইকবালের জীবন দর্শন	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	৩৬০
৬।	ইছলামে সহনশীলতার আদর্শ ...	জামিলা খাতুন	৯৪
	ঈ		
৭।	ঈরাণী তৈলের পটভূমিকা ...	সম্পাদক—	৩৬৪
	উ		
৮।	উমর স্মরণে (কবিতা) ...	আবুল হাশেম	১৮
	এ		
৯।	একখানা শিলালিপি	সৈয়েদ মুর্ত্তযা আলী	৬৩
	ক		
১০।	কোরবানী (কবিতা)	মুফাখ্‌খারুল ইছলাম	৪৬২
	খ		
১১।	খলিফা হারুণর রশীদের নামে পত্র (মূল) ইমাম আবুইউছুফ (রঃ) (অনুবাদ)	সম্পাদক—	১৬৩
	চ		
১২।	চিরঞ্জীব (কবিতা)	আতাউল হক তালুকদার	৪৭০
	ছ		
১৩।	ছুরত্‌ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর ...	সম্পাদক— ৭, ৮১, ১২৯, ১৮১, ২২৯ ৩১৩, ৩৫৩, ৪০৫, ৪৫৫, ৫০৩	
	জ		
১৪।	জাগো মুস্‌লিম (কবিতা) ...	মোহাম্মদ আবদুল গফুর	৬০
১৫।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর	সম্পাদক—	১২০, ২১৭ ৪০২, ৪৯৩
১৬।	জিহাদের আহ্বান	ঐ	৪৪৬
১৭।	জিন্দাজাত— (কবিতা) ...	কাজী গোলাম আহ্‌মদ	৪১৫
১৮।	জীবন দিশারী (গদ্য কবিতা) ...	আশ্‌রাফ ফারুকী	২৪১
১৯।	জীবন নদীর তীরে তীরে ...	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	৩৮
	ত		
২০।	তক্‌বীর (কবিতা)	আবুল হাশেম	৩২২
	দ		
২১।	দ্বিতীয় বর্ষের উপক্রমণিকা (আরাবী)	সম্পাদক—	১
	ঐ (অনুবাদ)	ঐ	৩

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২২। নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান আলমোহাম্মদী— ৬৫, ১১৬, ১৬৭, ২১৩, ৫৩০
২৩। নারী-স্বাধীনতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি ১৮৯
২৪। নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের প্রস্তাবাবলী ১১৪
২৫। নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের বার্ষিক অধিবেশন ... ২৯৩
২৬। নিখিল বিশ্বের বেহেশ্‌ত (কবিতা) আতাউল হক তালুকদার ১৩৫
২৭। নিয়তির পরিহাস (কবিতা) মির্জ্জা আঃ নঃ মুঃ শামছুল হুদা ১৩৬

প

২৮। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ... কে, এম, আবুবকর ২৪৪
২৯। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান (রাষ্ট্রনীতি) সম্পাদক— ৯৮, ১৩৭, ২০১, ২৭৩, ৩৪১, ৩৮৫, ৪৩৬, ৪৭১
৩০। পিয়াসা— (কবিতা) ... করিমুন্নেছা ১৬১

ফ

৩১। ফুলের আঘাত (কবিতা) অধ্যাপক—মুফাখ্‌খরুল ইস্‌লাম এম, এ, ২৭০

ব

৩২। বসন্তের অবদান ... ... মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার ১৯৫
৩৩। বাংলা ভাষার সংস্কার ... আবুল কাছেম কেশরী ২৯
৩৪। বাংলার বর্ণমালা ও উচ্চারণ সম্পাদক— ৩২
৩৫। বিষবৃক্ষের বিষফল ... মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি, ৯০
৩৬। বিশ্ব-সাহিত্য ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা অধ্যাপক মুহাম্মদ মনছুরুদ্দীন এম, এ ২৫৩, ৩৭১, ৪৩১, ৪৯০
৩৭। বিশ্বের প্রচলিত শাসনব্যবস্থা মোহাম্মদ আবদুল গণী ৪১৬

ভ

৩৮। ভারতে মোগল শাসনের এক অধ্যায় (ইতিহাস) সগির এম, এ ৪২

ম

৩৯। মুর্গী আগে জন্মেছে না ডিম? সম্পাদক— ৪৮
৪০। মুনাজাত (কবিতা) ... অধ্যাপক মুফাখ্‌খরুল ইস্‌লাম এম, এ ৪৭
৪১। মোছলেম জগতে ইছলামের স্বরূপ মোহাম্মদ মওলাবখ্‌শ নদভী ৬১, ১৫৯
৪২। মোহন লেবাছ (কবিতা) আতাউল হক তালুকদার ৩৫৯

য

৪৩। যিক্‌রে ইকবাল ... ... সম্পাদক— ২৫৮

র

৪৪। রাজধানীতে আড়াই দিবস ইবনুল ইস্‌কিন্দর— ১৫৩
৪৫। রোজার চাঁদ (কবিতা) ... আতাউল হক তালুকদার ৩৫৯

শ

৪৬। শহীদ লিয়াকৎ আলী প্রয়াণে মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী ৫১২
৪৭। শাসন-সংবিধানের ভূমিকা— সম্পাদক— ৫২৪
স ৫১২
৪৮। সভ্যতার অভিশাপ ... ... মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি, ২০
৪৯। সমাজ (গল্প) ... ... আশরাফ ফারুকী ৪২৯
৫০। সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়) সম্পাদক— ৭৩, ১২৪, ১৭৯, ২২২, ৩০৪, ৩৫৯, ৩৯৮, ৪৪৯, ৪৯৮, ৫৩৯
৫১। সিল্‌হেটের পীর হযরত শাহজলাল ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম, এ, বি, এল, ডি, লিট. ৫০১
৫২। সোভিয়েট রাশিয়ার নব নৈতিকতা ও নারী-স্বাধীনতা মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি, ৫১৬
৫৩। সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী এম, সিরাজুল হক তাড়াশী ২৫১

হ

৫৪। হে রছুল এস ফিরে— ... মির্জ্জা আঃ নঃ মুঃ শামছুল হুদা ২৭২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

(দ্বিতীয় বর্ষ)

মুহার্‌রম ও ছফর—১৩৭০ হিঃ।

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ—১৩৫৭ বাং।

বিষয়সূচী

	বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা ঃ—
১।	দ্বিতীয় বর্ষের উপক্রমণিকা (আরাবী)	... ...	... ১
২।	ঐ (অনুবাদ)	... ...	... ৩
৩।	ছুরত্‌ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছির ...	... ...	... ৭
৪।	উমর স্মরণে (কবিতা) ...	আবুল হাশেম ...	... ১৮
৫।	সভ্যতার অভিশাপ ...	মোহাম্মদ আব্‌দুর রহমান, বি, এ, বি, টি, ...	... ২০
৬।	আমাদের কর্ত্তব্য ...	রশীদুল হাসান, এম, এ, বি, এল, ...	... ২৫
৭।	বাংলা ভাষার সংস্কার ...	আবুল কাছেম কেশরী	... ২৯
৮।	বাংলার বর্ণমালা ও উচ্চারণ ...	... ...	... ৩২
৯।	জীবন নদীর তীরে তীরে ...	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	... ৩৮
১০।	ভারতে মোগল শাসনের এক অধ্যায় ...	—সগির এম, এ, ...	... ৪২
১১।	মুনাজাত (কবিতা) ...	অধ্যাপক মুফাখ্‌খারুল ইস্‌লাম, এম, এ, ...	... ৪৭
১২।	মুর্গী আগে জন্‌মেছে না ডিম? ...	... ...	... ৪৮
১৩।	জাগো মুস্‌লিম (কবিতা) ...	মোঃ আবদুল গফুর	... ৬০
১৪।	মুছ্‌লিম জগতে ইছ্‌লামের স্বরূপ ...	মোহাম্মদ মওলাবখ্‌শ নদ্‌ভী	... ৬১
১৫।	একখানি শিলালিপি ...	সৈয়েদ মুর্ত্তযা আলী	... ৬৩
১৬।	নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান— ...	আল্‌মোহাম্মদী	... ৬৫
১৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ ...	... ...	... ৭৩

গ্রাহকগণের খেদমতে একটি আরজ

পত্রিকা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ জানাইতে হইলে মেহেরবানী পূর্ব্বক **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিবেন। চিঠির জওয়াব চাহিলে রিপ্লাই কার্ড পাঠাইবেন। অন্যথায় অভিযোগের প্রতিকার কিম্বা জওয়াব প্রদান করা সম্ভব নহে।

ম্যানেজার,
তর্জুমানুল হাদীছ।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

প্রকৃত ইছলামি ভাবধারার সাহিত্যিকগণের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ।

সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী

নিয়মাবলী—

১। তর্জুমানুল হাদীছ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

২। বার্ষিক মূল্য সডাক ছয় টাকা আট আনা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য আট আনা।

৩। ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে চারিআনা অতিরিক্ত লাগিবে।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

লেখকগণের জ্ঞাতব্য—

৫। তর্জুমানুল হাদীছের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।

৬। তর্জুমানে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হইবে।

৭। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

৮। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ লইতে হইলে রেজষ্টরী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

৯। প্রবন্ধ ও রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী—

১০। শরিঅৎ বিগর্হিত কোন বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না।

১১। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

১২। কভারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৃষ্ঠা·········মাসিক— ৬০৲

„ „ „ পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক	„	৩৫৲
„ „ „ „ চতুর্থাংশ	„	১৮৲
„ চতুর্থ পৃষ্ঠা—	মাসিক	৮০৲
„ „ পৃষ্ঠার— অর্দ্ধেক	„	৪৫৲
„ „ „ চতুর্থাংশ	„	২৪৲
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা—	মাসিক—	৪০৲
„ এক কলাম—	„	২২৲
„ অর্দ্ধ „	„	১২৲
„ প্রতি বর্গ ইঞ্চি—	„	২৲

১৩। মণি অর্ডার, ভি, পি ও বিজ্ঞাপনের অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার,— "তর্জুমানুল হাদীছ," পোঃ ও জিলা পাবনা, পাক বাঙ্গালা।

আসুন পরীক্ষা করুন

মোগাল্লেজ ঃ— তরল শুক্রগাঢ় করিতে ও মেহ দোষ নাশ করিয়া অল্প সময়ে রেতঃপাত বন্ধ করিতে অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২॥০ টাকা।

নিমক সোলেমানি ঃ— অম্ল, পিত্ত, উদরাময়, পেট ফাঁপা প্রভৃতি যাবতীয় পেটের অসুখের শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। মূল্য ২৲ টাকা

হালুয়া বায়জায়ে মরগ ঃ— দারুণ শীতে পোষ্টাই গরম দাওয়া। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ২৲ টাকা।

গোপন ব্যাধিতে হাকিমী ঔষধের ব্যবস্থা লউন। অর্ডার কালে অগ্রিম টাকা পাঠাইলে অর্দ্ধেক ডাক খরচ বাদ পাইবেন। এজেন্ট চাই।

হাকিম আবুল বাশার, পাবনা বাজার, (পাবনা)।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

প্রকৃত ইছলামি ভাবধারার সাহিত্যিকগণের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ।

সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী

নিয়মাবলী—

১। তর্জুমানুল হাদীছ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
২। বার্ষিক মূল্য সডাক ছয় টাকা আট আনা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য আট আনা।
৩। ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে চারিআনা অতিরিক্ত লাগিবে।
৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

লেখকগণের জ্ঞাতব্য—

৫। তর্জুমানুল হাদীছের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।
৬। তর্জুমানে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হইবে।
৭। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।
৮। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ লইতে হইলে রেজষ্ট্রী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।
৯। প্রবন্ধ ও রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী—

১০। শরিঅৎ বিগর্হিত কোন বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না।
১১। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে।
১২।

কভারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৃষ্ঠা………		মাসিক—	৬০৲
„ „ „	পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক	„	৩৫৲
„ „ „	„ চতুর্থাংশ	„	১৮৲
„ চতুর্থ পৃষ্ঠা—		মাসিক	৮০৲
„ „ পৃষ্ঠার—	অর্দ্ধেক	„	৪৫৲
„ „ „	চতুর্থাংশ	„	২৪৲
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা—		মাসিক—	৪০৲
„ এক কলাম—		„	২২৲
„ অর্দ্ধ „		„	১২৲
„ প্রতি বর্গ ইঞ্চি—		„	২৲

১৩। মণি অর্ডার, ভি, পি ও বিজ্ঞাপনের অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার,— "তর্জুমানুল হাদীছ," পোঃ ও জিলা পাবনা, পাক বাঙ্গালা।

আসুন পরীক্ষা করুন

মোগাল্লেজ ঃ— তরল শুক্রগাঢ় করিতে ও মেহ দোষ নাশ করিয়া অল্প সময়ে রেতঃপাত বন্ধ করিতে অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২॥০ টাকা।

নিমক সোলেমানি ঃ— অম্ল, পিত্ত, উদরাময়, পেট ফাঁপা প্রভৃতি যাবতীয় পেটের অসুখের শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। মূল্য ২৲ টাকা

হালুয়া বায়জায়ে মরগ ঃ— দারুণ শীতে পোষ্টাই গরম দাওয়া। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ২৲ টাকা। গোপন ব্যাধিতে হাকিমী ঔষধের ব্যবস্থা লউন। অর্ডার কালে অগ্রিম টাকা পাঠাইলে অর্দ্ধেক ডাক খরচ বাদ পাইবেন। এজেন্ট চাই।

হাকিম [illegible], [illegible], পাবনা বাজার, (পাবনা)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ | মুহার্‌রামুল হারাম ও ছফরুল মুযাফ্‌ফর ১৩৭০ হিঃ। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ বাং। | ১ম ও ২য় সংখ্যা।

بسم الله الرحمن الرحيم

فاتحة السنة الثانية

الحمد لله الذى رضى لنا الاسلام دينا' ونصب لنا الدلالة على صحته برهانا مبينا' وافترض علينا الانقياد له ولاحكامه والتمسك بدعائمه' والاعتصام بعراه — فهو دينه الذى ارتضاه للانبياء والصديقين' والشهداء والصالحين' وللناس كلهم من الاقاليم سواء كان من العرب او من الاعجميين — فبالاسلام اهتدى المهتدون واليه دعا النبيون والمرسلون' افغير دين الله يبغون ؟ وله اسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها واليه ترجعون ! فلا يقبل من احد دينا سواه من امم الاولين او الاخرين ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين —

فسبحان من جعل دين الاسلام عصمة لمن لجاء اليه' وعزة لمن استمسك به وعض بالنواجذ عليه ومن دخله كان من الامنين' ومن لاذ اليه كان من الفائزين ومن اعرض عنه وانقطع دونه كان من الهالكين —

فسبحان من ارسل سيدنا محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى' ان هو الا وحى يوحى ؛ ارسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا — ارسله على فترة من الرسل وطموس السبل — ونظر الله سبحانه الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم' فاستند كل امة الى مظالم الاراء وحكموا على الله بأباطيل الاهواء' وملأت الارض بشرك المشركين' وضلالة المضلين' وظلم الظالمين' وهداية الضالين' وسيادة المستبدين' واصبحت الدماء مسفوكة' والاعراض مهتوكة' والقرى منهوكة والاموال

www.ahlehadeethbd.org

مسلوبة و منهوبة، والعدل ممقوتا والعدوان مرموقا - فخلق الله سبحانه بمحمد صبح الايمان وطلعت شمس الهداية من مشارق العرفان، وملاء الافاق نورا و ابتهاجا و دخل الناس فى دين الله افواجا - فصلوة الله عليه و سلامه كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه المهتدين واتباعه الصادقين بدوام السموات والارضين -

انزل الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرءانا عربيا غير ذى عوج وانزل معه مثل القرآن عليه السنة البيضاء بلاحرج - فبلغ الرسالة و ادى الامانة و جاهد فى الله حق الجهاد حتى اتاه اليقين، فقال لامته المرحومة حين ودعها : تركت فيكم امرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتى ! فاحتج بهما على صحة العقائد فى الانفس والافاق، و بين فوائد ما دعا اليهما من العبادة ومكارم الاخلاق، و وضح فيهما مصالح الناس من احكام السياسة والمعيشات والمدن، و نبه على مفاسد ما حرم الله تعالى على الناس من المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن - و جعل النظر والفكر اساس الدين و قضى على الشرك الذى اذل البشر واستعبدهم الملوك والسلاطين والامراء المستبدين ومشائخ المتعبدين الروحانيين والقواد الظالمين و قرر حرية الفكر و الاجتهاد فى جميع النظريات والاعتقاد وجاء بالبينات و الهدى، فنهى عن التقليد واتباع الهوى، وعظم شان الافكار والعقول و جعلها وسائط لفهم النقول - فامتاز دين الاسلام على سائر الاديان و بطلت دعوة الشيطان وتلاشت عبادة الاوثان، وذلت الدهرية والوجودية والثنوية والمثلثة عباد الاهوء والاصنام والصلبان، وتقطعت الامة الظالمة فى الارض كقطع السراب فى القيعان، حتى ارتفع دين الله غاية الارتفاع والاعتلاء بحيث صار اصلها ثابت وفرعها فى السماء، ونادى المنادى بشعارها فى جوالسماء بين الخافقين : اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدا عبده و رسوله صارخا بالشهادتين -

فهذا دين الاسلام يدعو كافة الانام الى الدعوة المحمدية التى تشتمل بالكتاب والسنة لان الحديث كما يدل على تفصيل الكتاب و هو يطلق ايضاً على اصل الخطاب، و هذه الدعوة المحمدية التى دعانا اليها المصلحون المرشدون و هى التى يدعو اليها ترجمان الحديث من اول يومه و لوكره الجامدون و المتفرنجون البطالون -

اللهم ايد الاسلام و المسلمين بالعلماء الراسخين و بالقسط القائمين واكشف ببركتهم غطاء الملحدين و المتفرنجين المارقين و هب لنا من لدنك قلبا سليما، و علما نافعا، و فهما مستقيما، و لسانا بالحق ناطقا، و وفقنا ان نجاهد فى سبيلك ولا نخاف لومة لائم انك سميع مجيب، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين -

www.ahlehadeethbd.org

অনুবাদ

দ্বিতীয় বর্ষের উপক্রমণিকা

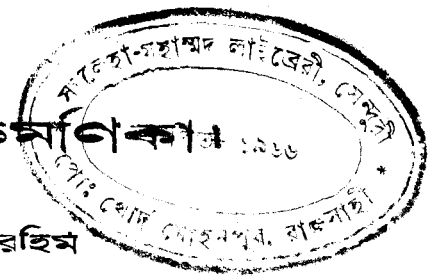

বিছ্‌মিল্লাহির্ রহমানির রহিম

সর্ববিধ উত্তম প্রশস্তি আল্লাহর জন্য, যিনি ইছলামকে আমাদের দীন মনোনীত করিয়াছেন এবং উহার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ অকাট্য নিদর্শনসমূহ আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইছ্‌লামের এবং উহার নির্দেশ সমূহের আনুগত্য, উহার স্তম্ভগুলিকে ধারণ করা এবং উহার আশ্রয়কে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করার কার্য্য আমাদের জন্য ফরয করিয়াছেন। নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং সাধুগণের জন্য এবং আরব হউক আর আজম পৃথিবীর সকল মহাদেশের সমুদয় মানবের জন্য এই দীনে তুষ্ট হইয়াছেন। সঠিক পথের যাত্রীগণ ইছলামের সাহায্যেই তাঁহাদের পরিগৃহীত পথের সন্ধান লাভ করিয়াছেন এবং নবী ও রছুলগণ এই পথেই জগদ্‌বাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। "আল্লাহর দীন ছাড়া মানুষেরা কি অন্য-পথ ধরিতে চায়? অথচ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর সমস্তই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আল্লাহর কাছেই নতি স্বীকার করিয়াছে——সকলেই ইছলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে!" অতএব পূর্ব ও পরবর্তী জাতি-বর্গের মধ্যে কাহারো নিকট হইতে ইছলাম ছাড়া অপর কোন জীবন-পদ্ধতি গ্রাহ্য হইবে না "এবং ইছলাম ব্যতীত যে ব্যক্তি অপর দীনের অনুসরণ করিবে, তাহার নিকট হইতে উহা গ্রাহ্য করা হইবেনা এবং পরিণামে সে ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তরভুক্ত হইবে।"

মহিমান্বিত তিনি, যিনি দীনে-ইছলামকে তাহার অবলম্বনকারীগণের জন্য সুরক্ষিত আশ্রয়ে পরিণত করিয়াছেন এবং যাহারা উহাকে বরণ এবং হস্তে ও দন্তে উহাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছে তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং ইছলামী জীবনের গণ্ডীর ভিতর প্রবেশকারীদিগকে নিরাপত্তা দিয়াছেন এবং উহার প্রতি নির্ভরশীলদিগকে জয়যুক্ত করিয়াছেন এবং যাহারা ইছলামকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং অন্য পথে সরিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন।

মহিমান্বিত তিনি, যিনি আমাদের অধিনায়ক আল্লাহর নির্বাচিত দাস এবং তাঁহার প্রীতিসিক্ত নবী মোহাম্মদ (দঃ), যিনি সত্যপরায়ণ ও সত্যজীবী ছিলেন, "যিনি স্বীয় মানস-কল্পিত কোন উক্তি উচ্চারণ করিতেন না, যাহা বলিতেন ওয়াহীর দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই বলিতেন," তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে সমগ্র মানবের জন্য সুসংবাদবাহী, সতর্ককারী এবং আল্লাহর পথে তাঁহার অনুমতিক্রমে আহ্বানকারী এবং প্রদীপ্ত বর্ত্তিকা রূপে প্রেরণ করিয়াছেন। রছুলগণের আবির্ভাব সংবৃত এবং—আল্লাহর দিকে অগ্রসর হইবার সকল পথ নিশ্চিহ্ন হওয়ার সময়ে তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আরব ও যাহারা আরব নয়, সকলের প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন, কারণ সকল জাতি অন্ধপরিকল্পনাসমূহকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং প্রবৃত্তির প্ররোচনায় আল্লাহর সংবিধানের প্রতিকূল শাসনপদ্ধতী রচনা করিয়াছিল। মুশ্‌রিকগণের শিরুকে, পথহারাদের গোম্‌রাহীতে, অত্যাচারীগণের নিষ্পেষণে, পথভ্রষ্টকারীদলের পৌরহিত্যে, লুণ্ঠনকারীদের নেতৃত্বে এবং স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠির শাসনে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মানুষের রক্তে জগতের বক্ষ প্লাবিত, মানবত্বের মর্য্যাদা বিলুপ্ত, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাঞ্ছিত, মানব সমাজের বিত্ত ও সম্পদ শোষিত ও লুণ্ঠিত

www.ahlehadeethbd.org

হইতেছিল, ন্যায় বিচার নির্বাসিত ও অত্যাচার অবারিত হইয়া পড়িয়াছিল——সেই সময়ে আল্লাহ মোহম্মদ (দঃ) দ্বারা জ্ঞানের উদয়াচল হইতে ঈমানের ঊষাকে প্রস্ফুটিত এবং হিদায়তের সূর্য্যকে উদিত করিলেন। দশদিশি আলোক ও আনন্দে আপ্লুত হইল এবং আল্লাহর দীনে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। যতবার মোহাম্মদের (দঃ) নাম স্মরণকারীগণ স্মরণ করিবেন এবং যতবার বিস্মরণকারীগণ তাঁহার স্মরণ বিস্মৃত হইবে এবং যতদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন ততবার আল্লাহর ছালাৎ ও ছালাম তাঁহার উপর এবং তাঁহার বিশুদ্ধ ও পবিত্র পরিবারবর্গ এবং—তদীয় হিদায়ৎপ্রাপ্ত সহচরবৃন্দ এবং সত্যপরায়ণ অনুসরণকারীগণের প্রতিও বর্ষিত হইতে থাকুক।

... ...

মহিমান্বিত ও মহান আল্লাহ আমাদের অধিনায়ক মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) উপর আরাবী কোর্আন, যাহার মধ্যে কোনরূপ বক্রতা নাই এবং উহার সঙ্গে কোর্আনেরই অনুরূপ উজ্জ্বল ছুন্নৎ, যাহার মধ্যে সংকীর্ণতা নাই, অবতীর্ণ করিয়াছেন। তিনি রিছালতের পয়গাম যথাযথভাবে পৌছাইয়াদিয়াছেন এবং যাহা তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল, অধিকারীদিগকে তাহা পরম বিশ্বস্ততার সহিত ঠিক ঠিক ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে জাতির কল্যাণ কামনা করিয়াছেন এবং তাঁহার শেষশক্তি প্রয়োগ করিয়া অবধারিত মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত আল্লাহর পথে সংগ্রাম চালাইয়াছেন। চিরবিদায়ের প্রাক্কালে তিনি জাতিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তোমাদের কাছে দুইটী জিনিষ ছাড়িয়া যাইতেছি, তোমরা যতদিন উহাদিগকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত গৌরবের জীবন হইতে তোমাদের বিচ্যুতি ঘটিবেনা, প্রথমটী আল্লাহর গ্রন্থ, দ্বিতীয়টী আমার পদ্ধতী।" অন্তরজগত ও বহির্জগতের সমুদয় মতবাদের বিশুদ্ধতার এই দুইটী বস্তুই হইতেছে কষ্টিপাথর, ইবাদৎ ও উন্নতজীবনের যে আদর্শেরদিকে রছুলুল্লাহ (দঃ) বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়াছেন, এই দুইটীর ভিতরেই তার ব্যাখ্যা রহিয়াছে। রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও তমদ্দুনী নীতিসমূহের মধ্যে মানুষের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, এই দুইটীর মধ্যেই রছুলুল্লাহ (দঃ) তার সন্ধান দিয়াছেন। যেসকল অবৈধ, প্রকাশ্য ও গোপন লজ্জাকর আচরণকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন তিনি তাহাদের অকল্যাণ বিশ্ববাসীর সম্মুখে বিঘোষিত করিয়াছেন। কিতাব ও ছুন্নতের বিচার ও গবেষণার কার্য্যকে দীনের ভিত্তিরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। যে শির্কের মহাব্যাধি মানুষকে তাহার সৌন্দর্য্যের প্রকৃত গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যাহার সাহায্যে রাজাবাদশাহগণ, স্বৈরাচারী ডিক্টেটর দল এবং কৃত্রিম ছুফী ও অধ্যাত্ম প্রেমের দাবীদারগণ এবং অত্যাচারী নেতার দল জনগণকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করিয়াছেন। সকল পরিকল্পনা ও মতবাদে চিন্তা ও গবেষণার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) জলন্ত প্রমাণ ও স্পষ্ট হিদায়ৎ সহকারে আগমন করিয়াছিলেন তাই গতানুগতিকতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণকে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বিচারবুদ্ধি ও যৌক্তিকতার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং কোর্আন ও হাদীছকে বুঝিবার জন্য ঐ দুইটীকে মধ্যস্থ স্থির করিয়াছেন।———

এইভাবে দীনে-ইছলাম সকল ধর্মের উপর বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, শয়তানের প্রচারণা বাতিল হইয়াগিয়াছে, ঠাকুর পূজা লাঞ্ছিত, জড়বাদী, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী ও ত্রিত্ববাদী প্রবৃত্তি, প্রতিমা ও ক্রুশের পূজারীরা অবজ্ঞাত হইয়াছে। কোমল নিম্নভূমিতে যেরূপ মায়ামরীচিকার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, তেমনি অত্যাচারী জাতিসমূহের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে মুছিয়া গিয়াছে। আল্লাহর দীন গৌরব ও মহিমার এমন উচ্চতম আসন অধিকার করিয়াছে যে তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় এবং শাখা প্রশাখাগুলি গগণস্পর্শী হইয়াছে, তাহার আহ্বান উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষে উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত—

www.ahlehadeethbd.org

হইতেছে,—

আশ্‌হাদো আন্‌লাইলাহা ইল্‌লাল্‌লাহ ও আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রছুলুহু।

এই দীনে ইছলাম সমগ্র মানব জাতিকে 'দা'ওয়াতে হাদীছ' আর্থাৎ আহলেহাদীছ আন্দোলনের দিকে আমন্ত্রিত করিতেছে। 'দা'ওয়াতে হাদীছ' কোর্‌আন ও ছুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ—কোর্‌আনের ব্যাখ্যা যেরূপ হাদীছ নামে অভিহিত, মূল কোরআনও সেইরূপ হাদীছ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং প্রজ্ঞাবান সংস্কারকের দল আমাদিগকে এই 'মোহাম্মদী দা'ওয়াতে'র দিকেই আহ্বান করিয়াছেন এবং **তর্জুমানুল হাদীছ** তার প্রথম জন্মদিন হইতে এই পথেই সকলকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে, যদিও গোঁড়া অন্ধভক্ত এবং প্রতিক্রিয়াশীল ফিরিঙ্গীপন্থীর দল ইহাতে বিশেষ অস্বস্তি—বোধ করিতেছেন।

হে আমাদের আল্লাহ, আপনি সত্যপরায়ণ দূরদর্শী বিদ্বানগণের সাহায্যে, যাহারা ন্যায়পথে অবিচল থাকেন. ইছলাম ও মুছলিম জাতিকে শক্তিমান করুন এবং তাঁহাদের কল্যাণে নিরীশ্বরবাদী ও বিভেদ সৃষ্টিকারী ফিরিঙ্গীপন্থীদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করিয়া দিন এবং আমরা যে আপনার অযোগ্য দাসানুদাস, আমাদিগকে সুস্থ মন, উপকারী বিদ্যা, সরল ও দৃঢ় প্রজ্ঞা এবং সত্যভাষী রসনা দান করুন এবং আমাদিগকে আপনার পথে জিহাদ করার শক্তি ভিক্ষা দিন, আমরা আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করিতে কোন ভ্রুকুটিকারীর রক্ত চক্ষু এবং নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করি, আমাদিগকে সেই অভয় দান করুন এবং আমাদের শেষ প্রার্থনা হউক- ——

আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে রব্বিল আলামীন।

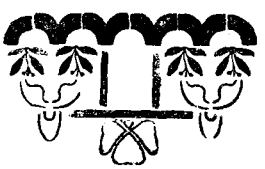

www.ahlehadeethbd.org

تفسیرالقرآن العظیم –

কোর্‌আন-মজিদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فی تفسیرام الکتاب

(৯)

আল্‌লাহ ব্যতীত পৃথিবীতে যাহাদের রবুবীয়ৎ লোকেরা মান্য করিয়াছে তার কোনটাই সম্পূর্ণ রূপে আধিবিদ্যক (Metaphysical) নয়। ফির্‌আওন কদাচ এরূপ দাবী করে নাই যে, আকাশ, পাতাল, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি সকল সৃষ্ট বস্তুর সে প্রভু ও প্রতিপালক, তাহার রবুবীয়তের দাবী সে যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল, কোরআনে তাহার মুখ হইতেই তাহা উদ্‌ধৃত হইয়াছে। কোর্‌আনের ঘোষণা এই যে, ফির্‌আওন তাহার স্বজাতির মধ্যে ঘোষণা করিয়া বলিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ আমি কি মিছর—সাম্রাজ্যের এবং আমার নীচ দিয়া প্রবাহিত এই স্রোতস্বিনীগুলির অধিপতি নই ? তোমরা কি দেখিতে পাওনা ?—আয্‌যুখরুফ : ৫১ আয়ৎ।

ونادی فرعون فی قومه
قال : یا قوم الیس لی
ملک مصر و هذه الانهار
تجری من تحتی ؟
افلا تبصرون ؟

ফির্‌আওনের এই ঘোষণা নিম্‌রোদের দাবীরই প্রতিধ্বনি মাত্র, কারণ নিম্‌রোদের রবুবীয়তের দাবীর বুনয়াদও ছিল তাহার সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য মদে মত্ত হইয়াই সে ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহর প্রচারিত তওহীদের প্রতিবাদ কল্পে বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ফল কথা এই যে যিনি রব্বুল আলামীন, প্রকৃত পক্ষে তিনিই মালেকুল মুল্‌ক——সকল সাম্রাজ্যের বাস্তব অধিপতি, কোন সম্রাট শাসনকর্ত্তা বা নাগরিক সমাজ কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের [Sovereign power] অধিকারী হইতে পারে না, রাষ্ট্রের নাগরিকগণের বা রাজার অধিকার রব্বুলআলামীনের হস্তান্তরিত [Delegated] অধিকার মাত্র। যদি কেহ রাজ্যপাল বা জনগণকে রাষ্ট্রের সার্বভৌম—অধিপতি মনে করে, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে সে আল্‌লাহকে 'রব্বুল আলামীন' স্বীকার করে নাই।—

ফির্‌আওনের রবুবীয়তের দাবীর আর একটী তাৎপর্য্য এই যে, সে তাহার স্বেচ্ছাচার ও মানসকল্পিত সিদ্ধান্তগুলিকেই জনগণের জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় মনে করিত, অথচ আদেশ ও নিষেধের—মৌলিক অধিকার 'রব্বুল আলামীন' ব্যতীত আর কাহারো নাই। মূছা কলীমুল্লাহর (দঃ) দা'ওয়াতে মিছরের যে সকল জাদুকর সাড়া দিয়াছিলেন এবং বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আল্লাহর বিশ্বজনীন—রবুবীয়ৎকে স্বীকার করিয়াছিলেন, ফির্‌আওন তাঁহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ফির্‌আওনেব অভিযোগ ছিল এই যে, আমার অনুমতি গ্রহণ করার পূর্বেই তোমরা মূছার দা'ওয়াৎ কেন স্বীকার করিলে ? তা-হা : ৭১ আয়ৎ।

قال : آمنتم له قبل ان
اذن لکم ؟

অথচ যিনি রব্বুল আলামীন তিনিই চরম অনুমতির প্রকৃত অধিকারী। সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা, সংবিধান, আদেশ ও নিষেধ তাঁহারই অনুমতিক্রমে প্রদত্ত হইবে। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আদেশ ও নিষেধের চরম অধিকার (Final authority) কোন রাজা, বাদশাহ, শাসনকর্ত্তা, পুরোহিত, ইমাম, মুহাদ্দিছ, ফকিহ, ওলী দরবেশ, গওছ, কুতবকে ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে

www.ahlehadeethbd.org

প্রদান করা হয় নাই। নির্দিষ্ট দল বা ব্যক্তি বিশেষকে যাহারা স্বাধীন আদেশের অধিকারী মনে করে, তাহারা আল্লাহকে রব্বুল আলামীন মান্য করে নাই। এ সম্পর্কে কোর্‌আনের স্পষ্ট ঘোষণা এই যে—— তাহাদের জন্য কি— অংশীদার নিযুক্ত— করিয়া দেওয়া হই- য়াছে, যাহারা তাহাদের জন্য আল্লাহ যাহার অনুমতি প্রদান করেননাই, দীনের সেইরূপ সংবিধান—— প্রস্তুত করিয়াছে?—আশ্‌শুরা : ২১ আয়ৎ।

ام لهم شركاؤ شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله —

আদেশ করার চরম অধিকার যেরূপ রব্বুলআলামীনের জন্য নির্দিষ্ট, এই অধিকারকে মান্য করিয়া লওয়াও তেমনি দাসত্বের স্বীকৃতি মাত্র। মানুষকে এই দাসত্ব-পাশে শৃঙ্খলিত করার অনুমতি আল্লাহ কোন বিদ্বান, রাজশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এমনকি রছুলদিগকেও প্রদান করেন নাই। কোর্‌আন কঠোর ভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে, কোন মানুষ-কে এ অধিকার— দেওয়া হয় নাই যে, যেহেতু আল্লাহ তাহাকে গ্রন্থ, রাজত্ব ও নবুওৎ প্রদান করিয়াছেন, সেই ওজুহাতে সে জনমণ্ডলীকে আদেশ করিবে যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া আমার আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হও। পক্ষান্তরে তাহাকে ইহাই বলিতে হইবে যে, তোমরা রব্বের পক্ষভুক্ত হইয়া পড়, কারণ তোমরা গ্রন্থের শিক্ষাদাতা ও পাঠক মাত্র। এবং তোমাদিগকে এরূপ আদেশ করারও তাহার অধিকার নাই যে, তোমরা ফেরেশ্‌তা এবং নবীদিগকে রব্ব রূপে গ্রহন কর। তোমাদের মুছলিম হইবার পরও সে কি তোমাদিগকে কুফ্‌রের জন্য আদেশ করিবে? ——আলে-ইম্‌রান : ৭৯ ও ৮০ আয়ৎ।

ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون — ولا يامركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ؟

বর্ণিত আয়তের সাহায্যে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, কোর্‌আনী বিধানে থিওক্রেসীর (Theocracy স্থান নাই, কোন মানুষকে তার জ্ঞানগরিমা, সাধুতা ও রাজকীয় শক্তির জন্য কোর্‌আনে তাহাকে আদেশ ও নিষেধ, নজাত ও আযাব তথা বেহেশ্‌ত ও দোযখের ঠিকাদারী প্রদান করা হয়নাই! শাসনকর্ত্তাগণ বা ধর্মপ্রচারকমণ্ডলী যদি আল্‌লাহর নির্দেশ প্রতিপালন করার জন্য আহ্বান করেন তবেই ঐশী-বিধানের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষকরূপে তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করা হইবে। এই জন্য ইছ্‌লাম শাহান্‌শাহ, রাজাধিরাজ, ধর্মাবতার হিয্‌ ম্যাজেস্টি, হিয্‌হোলীনেস, হিয্‌ এক্‌সেলেন্‌সী বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করেনাই। মানুষকে অতিমানবীয় আসন প্রদান করা ইছ্‌লামে তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। আল্‌লাহকে রব্বুল আলামীনরূপে স্বীকার করার ভিতর যে সর্বমানবীয় সাম্য, একত্ব ও ভাতৃত্বের ভাব এবং সার্বজনীন দৃষ্টি-ভঙ্গী বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা একেবারে অন্ধছাড়া কেহই উপেক্ষা করিতে পারেনা।

মুছা ও হারুন আলাইহিমাছ্‌ছালাম মিছরের দেবদেবী ও রাজবংশের রবুবীয়তের বিরুদ্ধে উত্থান করিলে ফির্‌আওন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ছিল যে, প্রাকৃতিক কোন শক্তিকেই যখন তোমরা রব্ব স্বীকার করিতেছ-না তখন তোমাদের রব্ব কে? মুছা বলি-লেন, আমাদের রব্ব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার নির্দিষ্ট রূপ প্রদান করিয়াছেন, অতঃপর তাহাকে তাহার কর্মপদ্ধতীর সন্ধান দিয়াছেন,— তা-হা : ৫০। হয্‌রত মুছা স্বীয় উত্তরে রবুবীয়তের এমন দুইটী অকাট্য নিদর্শন বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, ফির্‌আওনের পক্ষে হতবাক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা আর আজও যাহারা প্রভুত্ব ও স্বামীত্বের [redacted] আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে, তাহাদের পক্ষেও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করার উপায় নাই। সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ও চরম কর্তৃত্বের (Final authority) দাবী করা সহজ, কিন্তু

قال فمن ربكما يا موسى ؟

قال : ربنا الذى اعطى كل شئ ثم هدى —

www.ahlehadeethbd.org

যাহারা বস্তুর রূপ ও আকৃতি গঠন করিতে সক্ষম নয়, তাদের পক্ষে সার্ব্বভৌম অধিকার দাবীকরা কি হাস্যকর নয়? যাহাদের কল্পিত ও বিরচিত ব্যবস্থা একটী যুগও জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে—সহায়ক হয়নাই, তাহাদের কল্পনাবিলাসকে একান্ত গোমূর্খ ছাড়া কে চরম ব্যবস্থা বলিয়া মান্যকরিতে পারে? রব্বুল আলামীন সম্পর্কে মূছা ও ফির্আওনের বিতর্ক অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। ফির্আওন বলিল

قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : رب السموات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ! قال لمن حوله الاتستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولين ! قال ان رسولكم الذى ارسل اليكم لمجنون ! قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون ! قال : لئن اتخذت الهاغيرى لاجعلنك من المسجونين !

রব্বুল আলামীন—আবার কে? মূছা বলিলেন, যিনি আকাশ-সমূহের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্য-বর্তী সকল বস্তুর রব্ব, যদি তোমরা বিশ্বাসী হইতে পার! ফির্আওন সভাসদদের দিকে তাকাইয়া বলিল, তোমরা শুনিলে মূছা কি বলিতেছে? মূছা বলিলেন, তিনি——তোমাদের এবং—তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেরও রব্ব! ফির্আওন বলিল, তোমাদের এই রছুল যে তোমাদের কাছে প্রেরিত হইয়াছে একেবারেই বিকৃত মস্তিষ্ক! মূছা বলিলেন, যদি তোমাদের বিচারবুদ্ধি থাকে তাহা হইলে শুন: তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলেরও রব্ব! ফির্আওন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল আমাকে ছাড়া যদি অন্য কাহাকেও তুমি প্রভু মান্যকর তাহা হইলে আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিব!——আশ্‌শুআরা: ২৩—২৯।

আল্লাহর রবুবীয়তের যে কয়েকটী পরিচয় ফির্আওনের বাধা ও ভয়প্রদর্শনকে উপেক্ষা করিয়া মূছা আলায়হিছ্ছালাম বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সে গুলির সন্ধান এরূপ অব্যর্থ হইয়াছিল যে, ফির্আওন প্রথমতঃ উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেও একটীরও প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হয়—নাই এবং অবশেষে নিজের প্রভুত্বের অলীক জাল ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া মূছাকে তাহার শেষ অস্ত্র কারাগারের ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল।

ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের পতন।

খৃষ্টধর্ম প্রকৃতপক্ষে মূছা আলায়হিছ্ছালামের—প্রচারিত ধর্ম্মের পরিশিষ্ট মাত্র! মূছা ইছ্রাঈলের বংশধরদিগকে শেষ পর্য্যন্ত ফির্আওনের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং মিছরের ইছ্রাঈলী শাসনকর্ত্তা ইউছুফ নবীর শবাধার সহ ২০ লক্ষ ইছ্রাঈলী ধর্ম্মের অনুসরণকারীগণ সমভিব্যবহারে লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া—তাহাদের প্রতিশ্রুত ও পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকৃত ভূভাগের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ মিছরের মুশ্রিকদের সংস্পর্শে থাকিতে থাকিতে এবং পরাধীন জীবনের অভিশাপ বহন করিতে করিতে ইয়াহুদরা তাহাদের পিতৃপিতামহদের ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা এবং বিশিষ্ট মনোবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।—লোহিত সাগর অতিক্রম করিতে না করিতে তাহাদের বিকৃত স্বভাবের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াগেল, তাহারা মূছা আলায়হিছ্ছালামকে ফরমায়েশ করিতে লাগিল যে, মিছরীয়দের যেমন অনেক ঠাকুর দেবতা আছে, আমাদের জন্যও يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة . তেমনি একটী ঠাকুর আপনি ঠিক করিয়া দিন—আলআ'রাফ: ১০৮

শুধু ইহাই নয়, মূছা যখন বনিইছ্রাঈলদিগকে হয্রত হারূনের নেতৃত্বে রাখিয়া ইছ্রাঈলী সংবিধানের অনুসন্ধানে আল্লাহর নির্দ্দেশক্রমে তোরা পর্ব্বতের উপত্যকায় গমন করিলেন তখন পুনরায় মিছরীয়দের গোবৎস পূজার অনুকরণে ইছরাঈলীরাও গোবৎসের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তাহার পূজা আরম্ভ করিয়াদিল,—আলআ'রাফ: ১৪৮।

উপরিউক্ত ঘটনা দুইটীকে সরাসরিভাবে পড়িয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অগ্রসর হওয়া উচিত হইবেনা। ইহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, ইছরাঈলীরা জড় চৈতন্যবাদী, জীবাত্মার পূজারী বা নিছক জড়োপাসক জাতি—ছিল না, তাহারা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর দীনের উত্তরাধিকারী, ইয়াকুব আলায়হিছ্ছালামের বংশধর এবং হয্রত মুছার উম্মৎ ছিল, তাহারা যে আল্লাহকে চিনিতনা বা মানিতনা, তাঁহার উলুহীয়ৎকে স্বীকার করিতনা, তাহা নয়, কিন্তু এসব সত্ত্বেও—তাহাদের মধ্যে ঠাকুর পূজা এবং গোবৎস পূজার আকাংখা জাগ্রত হইল কেন? উলুহীয়তের মোটামুটি বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেও রব্বুলআলামীনরূপে একমাত্র আল্লাহই যে নিখিলবিশ্বের সর্বরূপী ইবাদৎ, উপাসনা, প্রণতি এবং পূজার একমাত্র অধিকারী, তিনি ছাড়া বিশ্বচরাচরের যে আর কাহারো দাসত্ব স্বীকার করা যাইতে পারেনা, কোন বাস্তব বা রূপক শক্তিকে বিপদহন্তা, ত্রাণকর্ত্তা, অন্নদাতা রূপে ভক্তিঅর্ঘ নিবেদন করা যাইতে পারে না, ইছরাঈলীরা আল্লাহর রবুবীয়তের এই বৈশিষ্টকে বিস্মৃত হইয়াছিল।

খৃষ্টানদের ভ্রান্তি

ঈছা রুহুল্লাহর বাস্তব পরিচয় তাঁহার মুখেই কোর্আনে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ইয়াহুদদের—প্রশ্নের জওয়াবে মাতৃক্রোড়েই বলিয়াছিলেন.—আমি আললাহর দাস, তিনি আমাকে গ্রন্থ দিয়াছেন এবং আমাকে নবী বানাইয়াছেন এবং আমি যেখানেই থাকিনা কেন আমাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছেন। আমাকে নমায ও যকাতের জন্য এবং আমার জননীর সহিত সদ্ব্যবহার করার জন্য যত দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, আমাকে আদেশ করিয়াছেন। যে দিন আমি ভূমিষ্ঠহইয়াছি এবং যেদিন আমার মৃত্যু হইবে আমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আল্লাহ বলেন, মর্য়মের পুত্র ঈছার ইহাই সঠিক পরিচয় যে বিষয়ে উহারা সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে। ——মর্য়ম : ৩১—৩৪ আয়ৎ।

قال : انی عبد الله‘ اتني الکتاب وجعلنی نبیا‘ و جعلنی مبارکا ایـن ماکنت و اوصانی بالصلوۃ والزکوۃ مادمت حیا و برا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا‘ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ـ ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترو ن ـ

কিন্তু খৃষ্টান জগতের অধিকাংশ অধিবাসী হয্রত ঈছাকে ঈশ্বরের পুত্র, সাক্ষাৎ অবতার, রক্ষাকারী [Saviour], ত্রাণকর্ত্তা, [Deliverer] আরোগ্যকারী [Healer] ও মধ্যস্থ [mediator] মান্য করিয়া থাকেন এবং ঈছা আলায়হিছ্ছালাম সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিশ্বাস যাহাতে জগদ্বাসী সকলেই পোষণ করে, সেই রূপ আশাকরিয়া থাকেন। সত্যদীনের অনুসারী এবং গৌরবান্বিত রছুলের উম্মৎগণের এ শোচনীয় পদ খলন ঘটিল কেন যদি তাহা অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে আল্লাহর রবুবীয়ৎ সম্বন্ধে খৃষ্টান জগতের ধারণার অস্পষ্টতা অথবা বিস্মৃতিকেই এই ভ্রান্তির প্রধানতম কারণ বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে।

ঈছা নবীর আগমনের প্রাক্কালে সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই সূর্য্যকে প্রধানতম দেবতারূপে পূজা করা—হইত। গ্রীকরা অ্যাপোলো বা দিওনিসস্কে, রোমকরা হারকিউলস্কে, পারসীকগণ মিছরাকে, সিরীয় ও ফ্রিজীয়রা এটিস্কে, মিছরীয়রা অসিরিস ও হোরাসকে এবং বাবিলিনিয় ও কার্থেজীয়রা বাআল ও অ্যাস্ট্রেটকে সূর্য্য দেবতার পুত্র রূপে পূজা করিত। এড্ওয়ার্ড কার্পেণ্টার [Edward Carpenter] বলেন—যে, এই সকল দেবতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ধারণাগুলি পোষণ করা হইত :—

(১) ইহারা সকলেই ২৫শে ডিসেম্বরে (বড় দিন—Christmas Day) বা তাহার দুই, এক দিন অগ্রপশ্চাত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) ইহারা সকলেই কুমারী মাতার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন।

(৩) ইহারা সকলেই ভূগর্ভস্থ গুহায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

(৪) ইহারা সকলেই মানব সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

(৫) ইহারা সকলেই আলোকদাতা, আরোগ্যকারী, মধ্যস্থ, রক্ষাকারী এবং ত্রাণকর্ত্তা নামে অভিহিত হইতেন।

(৬) ইহারা সকলেই অন্ধকারের শক্তি কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন।

(৭) ইহারা সকলেই ভূগর্ভে বা নরকরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

(৮) ইহারা সকলেই মৃতদের রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মানুষের জন্য স্বর্গরাজ্যের দ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন।

[৯] ইহারা সকলেই সাধুগণের এবং মন্দির সমূহের [পুরোহিত বা পাদ্রী দলের] সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং এই সমাজ জনসাধারণকে পানীর ছিটা দিয়া বা পানীতে নিমজ্জিত করিয়া দীক্ষা—দিতেন।

[১০] ইহাদের সকলের জন্য নৈশ ভোজের [Eucharistice meals] সাহায্যে বার্ষিক স্মৃতি পূজার আয়োজন করা হইত এবং উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রুটি ও সুরাকে তাঁহাদের গোশ্‌ত ও রক্ত রূপে আহার করা হইত।

পারসীক সূর্য্যপুত্র মিছরার পূজা হযরত ঈছার জন্মের ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রোমে প্রবেশ করে এবং গ্রেট ব্রিটেন পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। ইয়র্ক, চেস্টর প্রভৃতি স্থানে মিছরার স্তম্ভ সমূহের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেণ্ট জেরোম স্বীকার করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ৩য় শতকে মিছরা পূজা এরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, রোমান চার্চ্চ বলপূর্ব্বক উহা নিশ্চিহ্ন করিয়া না দিলে পৃথিবীতে খৃষ্ট ধর্ম্মের কোন অস্তিত্বই দেখিতে পাওয়া যাইতনা। *

কোর্‌আনের সুস্পষ্ট সাক্ষ বিদ্যমান না থাকিলে যীশু খৃষ্টের অস্তিত্বই হয়তো উপাখ্যানে পর্য্যবসিত হইত, কিন্তু পাদ্রীসমাজ ইছা নবীকে ঈশ্বর পুত্র রূপে যে আসন দান করিতে চান, তার সমস্তটাই যে সূর্য্যোপাসক pagan মতবাদ হইতে পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যীশু খৃষ্টকে আলোকদাতা, আরোগ্যকারী, মধ্যস্থ, রক্ষাকারী ও ত্রাণকর্ত্তা প্রভৃতি যে সকল গুণে গুণান্বিত করা হইয়াছে, সমস্তই আল্লাহর রবূবীয়তের নিদর্শন। খৃষ্টান জগত যদি আল্লাহকে রব্বুলআলামীন রূপে কল্পনা করিতে শিখিতেন, তাহা হইলে—ঈছানবীকে তাঁহার পরম বিশুদ্ধতা ও সমৃদ্ধতা সত্ত্বেও সূর্য্য দেবতাগণের অনুকরণে ঈশ্বর পুত্র রূপে গ্রহণ করার তাঁহাদের কোনই প্রয়োজন হইতনা।

কোর্‌আনে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে দুইটী সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে: ইয়াহুদরা বলে যে, উযায়র নবী (Ezra) আল্‌লাহর পুত্র! আর খৃষ্টানরা বলে যে, মছীহ আল্‌লাহর পুত্র! এসব তাহাদের মুখের রচা কথা! পূর্ববর্তী কাফেরদের কথার তাহারা অনুকরণ করিতেছে মাত্র!—আত্‌তওবা : ৩০।

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل !

ইয়াহুদ ও খৃষ্টানগণের নবীগণ সম্বন্ধে আল্লাহর পুত্র হইবার সংস্কার যে গ্রীক, রোমক, পারসীক, হিন্দী, মিছরীয় ও বাবিলনীয় প্রতিমাপূজকদের নিকট হইতে ধারকরা হইয়াছে, কোর্‌আন তাহার জলন্ত-সাক্ষী। স্বয়ং ঈছানবী এসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, কোরআন তাহাও স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছে। আল্‌লাহ বলিতেছেন, যাহারা বলিয়া থাকে যে, মরঈয়মের পুত্র মছীহ আল্‌লাহ, তাহারা নিশ্চয় কাফের—অথচ মছীহ বলিয়াছিলেন, হে ইছরাঈলের পুত্রগণ, তোমরা আল্‌লাহর দাসত্ব কর,—তিনিই আমার রব্ব এবং তোমাদের রব্ব!—আল্‌মায়েদাহ : ৭২।

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم !

ঈয়াহুদ ও খৃষ্টানরা শুধু নবীদিগকেই আল্লাহর অথবা তাঁহার পুত্রের আসন দিয়া ক্ষান্ত হয়নাই, নবী, ওলী, ফেরেশতা এমনকি তাহাদের বিদ্বান ও

* Robertson. Pagan Christs, P. P. 338—350

www.ahlehadeethbd.org

সাধুপুরুষদিগকেও রবুবীয়তের আসনে উন্নীত করিয়া ছাড়িয়াছে, তাঁহাদিগকে ইলাহী মনছবের ভাগীদার ঠাওরাইয়াছে, তাঁহাদিগকে প্রার্থনা, যাচ্‌ঞা ও মানতের অধিকারী স্থির করিয়াছে। তাঁহারাও যে অপরাধ মার্জনা এবং মনোবাসনা চরিতার্থ করিতে পারেন এই অলীক ধারণা পোষণ করিতেছে। কোরআনে তাহাদের বিরুদ্ধে এককথায় এই অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে তাহাদের বিদ্বান ও সাধুদিগকে রব্ব বানাইয়া লইয়াছে, — اتخذوا احبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله ! আত্তওবা : ৩১ আয়ৎ।

আলেম ও দর্‌বেশদিগকে রব্ব বানাইয়া লওয়ার তাৎপর্য্য ত্রিবিধ। প্রথমতঃ রব্বুলআলামীনরূপে আল্লাহ্ যে সার্বভৌমত্বের অধিকারী, বিদ্বান ও সাধুদিগকে সেইরূপ সীমাহীন প্রভুত্বের অধিকারী মনেকরা। অর্থাৎ এরূপ ধারণা পোষণকরা যে, বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও শৃঙ্খলার মধ্যে ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহাদের অধিকার রহিয়াছে, তাঁহারা নিঃসন্তানকে সন্তানদান করিতে, কাঙ্গালকে রাজ-রাজেশ্বর করিতে, দুঃখী, অভাজন ও দুঃস্থকে সুখী, সৌভাগ্যশালী, সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে সক্ষম, তাঁহারা ব্যথিতের ব্যথা এবং আর্তের করুণ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়াথাকেন। জন্ম, মৃত্যু ও অন্নদানের কার্য্য তাঁহাদেরই নির্দেশ ও ইঙ্গিতে সম্পন্ন হইয়াথাকে, মানুষের সর্ববিধ পাপতাপকে হরণকরিয়া তাহাকে স্বর্গরাজ্যে পৌছাইয়া দেওয়া তাঁহাদেরই শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে —ইত্যাদি।

রব্ব বানাইবার দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এইযে, রব্বুল-আলামীনরূপে আল্লাহ্ যে গৌরব, ইবাদৎ, অনুরাগ ও ভয়ের অধিকারী, আলেম ও দরবেশগণেরও সেই অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে প্রণত হওয়া, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা ও যাচ্ঞা করা, তাঁহাদের জন্য নযর বা মান্নৎ করা, তাঁহাদের সমাধি, দরগাহ ও বৈঠককে শোধিত হইবার এবং পুণ্য অর্জন করার জন্য দূরদূরান্তর হইতে তীর্থযাত্রা করা। যে অনুরাগ ও অকুণ্ঠ প্রেম শুধু রব্বুলআলামীনের প্রাপ্য, উলামা ও দর্‌বেশগণের জন্য সেই অনুরাগ ও প্রেম মানসলোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাধনা করা, তাঁহাদের ভয়ে সর্বদা—সশংক ও আতংকগ্রস্ত হইয়াথাকা ——ইত্যাদি।

রব্ব বানাইবার তৃতীয় তাৎপর্য্য এইযে, বিদ্বান ও সাধুদিগকে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ও অর্থনৈতিক জীবনের বিধিনিষেধ রচনা করার অবারিত অধিকার দানকরা, তাঁহাদের আদেশ ও নিষেধকে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণকরা। উল্লিখিত আয়ত সম্পর্কে তির্‌মিযি ও ইব্‌নেজরীর''প্রভৃতি ইয়ামানের খৃষ্টান দলপতি সুপ্রসিদ্ধ দানশীল হাতিম-তাইয়ের পুত্র হযরত আদীর বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে একদা আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট

اتيت النبى صلى الله عليه وسلم و فى عنقى صليب من ذهب، فقال يا عدى اطرح عنك هذا الوثن فطرحته و انتهيت اليه، و هو يقرأ فى سورة براءة، فقرأ هذه الاية : اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله – قال : قلت يا رسول الله انا لسنا نعبدهم، (وفى رواية) اما انهم لم يكونوا يصلون لهم (وفى رواية لحذيفة) اما انهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم – فقال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحرمونه ؟ قال قلت بلى، قال فتلك عبادتهم !

গমন করি, আমার স্কন্ধে তখন সোনার ক্রুস ঝুলিতেছিল, রছুলুল্লাহ্ (দঃ] আমাকে বলিলেন হে আদী, তোমার দেহ হইতে এই——প্রতিমা দূর কর। আদী বলিতেছেন, আমি দেহ হইতে ক্রুস বিদূরিত করিয়া তাঁহার নিকটবর্তী হইলাম, তিনি তখন ছুরত-বারাআত—পাঠ করিতেছিলেন, যখন তিনি এই আয়ৎটী পড়িলেন, "তাহারা তাহাদের বিদ্বান ও সাধুদিগকে রব্ব বানাইয়া লইয়াছে" ——আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রছুল, আমরা তো তাঁহাদের ইবাদৎ করিনা (অন্য রেওয়ায়ৎ অনু-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সারে আদী বলিলেন) তাহারা তো বিদ্বান ও সাধুদের উদ্দেশ্যে নমায পড়েনা। (হয্রত হুযায়ফা বলেন, আদী বলিলেন) তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যে ছিয়ামও পালন করেনা, নমাযও পড়েনা? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাহা আল্লাহ হালাল (বৈধ) করিয়াছেন, তাহাদের উলামা ও মোহন্তরা তাহা কি হারাম (নিষিদ্ধ) করিয়া দেয়নাই? আর তাহাদের এই নিষেধ কি ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা মানিয়া লয়নাই? আবার আললাহ যাহা হারাম করিয়াছেন তাহাদের পণ্ডিত ও সাধুরা তাহা কি হালাল করিয়া দেয়নাই? আর তাহাদের সেই অনুমতি কি ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা মানিয়া লয়নাই? হয্রত আদী তখন বলিলেন, জী হাঁ! রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন এই আচরণকেই উলামা ও দর্বেশগণের ইবাদৎ বলে। *

ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী বলেন যে, অধিকাংশ ভাষ্যকারগণের মত অনুসারে আয়তের অন্তর্গত আরবাব (রব্বের বহুবচন) এর অর্থ ইহা নয় যে, তাহারা তাহাদের উলামা ও ছুফিয়াকে জগতস্বামী বলিয়া বিশ্বাস করিত, রব্ব বানাইবার তাৎপর্য্য এইযে, তাহাদের আদেশ ও নিষেধ তাহারা অনুসরণ করিয়া চলিত। †

এই আয়তের সাহায্যে কয়েকটী বিষয় প্রমাণিত হইতেছে। প্রথম, খৃষ্টানদের ক্রুসও একটী প্রতিমা। কোন প্রতীকের (Emblem) মধ্যে যদি কোনরূপ মূর্ত্তি নাও থাকে, তথাপি বিশুদ্ধতা ও সমৃদ্ধির জন্য উহাকে ধারণ করা প্রতিমা পূজার নামান্তর মাত্র। দ্বিতীয়, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মুখে মা'বূদ—উপাস্য স্বীকার না করিয়া এবং তাহাদের জন্য—ছালাৎ ও ছিয়াম পালন নাকরিয়াও আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতিকূল তাহাদের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বিবেচনা করিলে প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে রব্ব মান্যকরা হইবে। তৃতীয় কোন মানুষ বা প্রতিষ্ঠানকে তাহার ঐহিক শক্তি (temporal power) বা অধ্যাত্ম শক্তির (Sanctity) জন্য চরম প্রভুত্ব (Supreme lordship) এবং চরম নির্দেশের (Final authority) অধিকার দানকরার নাম সেই মানুষ বা প্রতিষ্ঠানকে রব্ব স্বীকার করা। ইছ্লাম ঐহিক শক্তির এই রূপগুলিকে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া ইছ্লামী জীবনে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং ইউরোপীয় গণতন্ত্রের যেমন স্থান নাই, তেমনি অধ্যাত্মশক্তির বর্ণিত রূপগুলিকে অমান্য করার দরুণ মার্টিন লুথারের বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই ইছ্লাম অধ্যাত্মশক্তির শাসন তন্ত্র (Theocracy) কে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছে। লুথার ইছ্লামের আলোকবর্ত্তিকার সাহায্যেই পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য খৃষ্টান থিওক্রেসী তাঁহার বিরুদ্ধে মুছলমান হইবার যে অভিযোগ আরোপ করিয়াছিল, চার্চ্চের ইতিহাস পাঠকের কাছে তাহা অবিদিত নাই। ইছ্লামে বিদ্বান-উলামা সাধু ও দরবেশদিগকে স্বতন্ত্র আনুগত্যের অধিকার দেওয়া হয়নাই। ইছ্লামে পীরগিরি বনাম পুরোহিত-তন্ত্র বা পাদ্রীতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নাই। সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রবিধান রচনা করার অধিকার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হস্তে অর্পিত হয়নাই। অনুশাসন বা সংবিধানকেই কোর্আনে শরীআৎ বলা হইয়াছে। উলামা ও দর্বেশ দূরে থাক, সংবিধান ও অনুশাসন রচনা করার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অধিকার স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্যও স্বীকৃত হয়নাই বরং তাঁহাকে আল্লাহর শরীআতের আনুগত্যের জন্যই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ আদেশ করিতেছেন——অতঃপর হে রছুল (দঃ) আমি আপনাকে শরীআতের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; অতএব আপনি উহার অনুসরণ করিতে—থাকুন এবং শরীআৎ অনভিজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুগামী হইবেন না—আল জাছিয়া : ১৮।

ثم جعلناك على شريعة
من الامر فاتبعها ولا تتبع
اهواء الذين لا يعلمون -

আল্লাহর গ্রন্থসমূহের ধারক হইয়াও যাহারা রব্বুল আলামীনের পরিবর্তে ফেরেশতা, জিন অথবা জীবিত বা মৃত কোন একক বা দলগত মানুষকে রবু-

* তফ্ছীর তাবারী (১০) ৮০ পৃঃ।
† তফ্ছীর কবীর (৪) ৬২৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বীয়তের আসন দান করে, তাহাদের ভয়াবহ পরি-ণতি সম্বন্ধে কোর্‌আনে সতর্ক করা হইয়াছে। আল্-লাহ বলেন, হে রছুল (দঃ) আপনি তাহা-দিগকে দেখিয়াছেন কি, যাহাদিগকে গ্রন্থের কতকাংশ প্রদান করা সত্ত্বেও তাহারা 'জিব্ত' ও 'তাগুতে'র উপর ঈমান স্থাপন করিতেছে?—তাহারা কাফেরেদের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে, উহারা মুছলমানদের চাইতে অধিকতর হিদায়ৎ প্রাপ্ত,—আন্‌নিছা : ৫১ আয়ৎ।

الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت و يقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا ـ

ইমাম রাগিব কোরআনের অভিধানে লিখিয়াছেন : আল্লাহ ব্যতীত যে সকল বস্তুর পূজা করা হইয়া থাকে, সমস্তই জিব্ত। জাদুকর এবং গণকরাও জিব্‌ত নামে অভিহিত। * এই ব্যাখ্যা সূত্রে যাবতীয় কু-সংস্কার, শুভাশুভ লক্ষণ—শগুন ও অলীক ধারণাসমূহ জিব্‌তের অন্তরভুক্ত। জাদু, টোনা, টোট্‌কা, দৈবক গিরী, ভবিষ্যৎ কথা, অদৃষ্টগণনা অস্বাভাবিক প্রতি-ক্রিয়া ও প্রভাব প্রভৃতি কুসংস্কারকে জিব্‌ত বলা—হইবে। আর যাহারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে এবং ইলাহীবিধানের আনুগত্যের পরিবর্তে নিজেরাই সার্বভৌমত্বের দাবীদার হইয়া বসিয়াছে—এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাগুৎ বলে †

ويقال لكل ما عبد من دون الله جبت وسمى الساحر والكاهن جبتا ـ

আল্লাহর রবুবীয়তের বিশ্বাসকে হারাইবার ফলে প্রথমতঃ বহুরূপী কুসংস্কার ঐশী গ্রন্থের ধারক-গণের মন ও মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে, তারপর বিদ্বান ও সাধুগণের পূজা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে নিরীশ্বরবাদী, পরাক্রান্ত ও অত্যা-চারীদের দাসত্ব পাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। —তাহাদের আত্মবিস্মৃতি এবং মানসিক দীনতার এরূপ চরম দুর্দশা ঘটে যে, তাহারা মুশ্‌রিক ও কাফের দিগকে বিশ্বাসীগণের তুলনায় ধর্মপরায়ণ ও সাধু এবং তাহাদের জীবন পদ্ধতীকে ঐশীবিধান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া ধরিয়া লয়।

অপরিসীম লজ্জা ও গভীর দুঃখের সঙ্গে লিখিতে হইতেছে যে, ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা তাহাদের উলামা ও দরবেশদিগকে রব্ব বানাইবার যে অপরাধ করি-য়াছিল, স্বয়ং কোর্‌আনের পাঠক ও ধারকগণ আজ সে পাপ হইতে মুক্ত নয়। আল্লাহকে দৈনিক অন্ততঃ ১৭ বার রব্বুলআলামীন বলিয়া স্বীকার—করিয়া লইয়াও তাহাদের বিরাট অংশ আপন—বিদ্বান ও সাধুদিগকে রবুবীয়তের আসন দিয়া—ফেলিয়াছে। রব্ব মান্য করার যে তাৎপর্য্য উল্লি-খিত হইয়াছে, তার কোনটাই তারা নিজেদের উলামা ও দরবেশদের বেলায় বাদ দিতেছেনা। মুছলমান-দের সমাজ ব্যবস্থা, তাহাদের বুযর্গানের দরগাহ ও সমাধির পূজা ও জন্ম-মৃত্যুর তিথি পালন এবং তাহাদের কুসংস্কার ও আযগৈবী ধ্যান ধারণাগুলি লক্ষ করার পর আজ ইয়াহুদ ও নাছারাদের বিদ্বান ও পুরোহিতগণের পূজাকে কটাক্ষ করার আমাদের কোন অধিকার থাকে কি?

রবুবীয়তের নিদর্শন

রবুবীয়তের যে তাৎপর্য্য রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতি-পালন, তার আংশিক নিদর্শন জননীর লালনপাল-নের প্রকৃতিদত্ত উন্মাদনার ভিতর আমরা দেখিতে পাই। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন গোশ্‌ত ও হাড়ের একটা অস্থির পিণ্ড ছাড়া তার অন্য কোন অস্তিত্ব থাকেনা। তার জীবন ও পরিপুষ্টি সর্বতোভাবে নির্ভর করে লালনপালনের উপর। দীর্ঘকাল ব্যাপী ও অবিশ্রান্ত স্নেহ, মমতা, রক্ষণাবেক্ষণ, যত্ন, সহায়তা এবং দানের দ্বারা এই লালনপালন চলিতে থাকে।—যত দিন সম্পূর্ণরূপে শিশুর মন গঠিত ও দেহ পরি-পুষ্ট হইয়া নাউঠে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে এই ভাবে প্রতিপালন করিয়া যাইতে হয়। আবার—প্রতিপালনের পথে যেসকল প্রয়োজনের সম্মুখীন হইতে হয়, সেগুলি যেমন অফুরন্ত তেমনি বহু বিচিত্র। বয়স এবং অবস্থাভেদে স্নেহ মমতার দৃষ্টি,

* মুফ্‌রদাতুল কোর্‌আন, ৮৩ পৃঃ।
† ঐ ৩০৭ পৃঃ।

রক্ষণাবেক্ষণের রূপ আর প্রয়োজনের আকৃতি ও—প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতে থাকে। ফলকথা মাতৃস্নেহের অভিব্যক্তির ভিতর রবুবীয়তের নিদর্শনসমূহের সংকেত বিদ্যমান রহিয়াছে।

শিশুর পাকস্থলীর উপযোগী যতদিন দুধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্য ছিল না, ততদিন পর্য্যন্ত জননী—তাহাকে কেবল দুগ্ধই দান করিয়াছেন। দুধ অপেক্ষা শক্ত খাদ্যের প্রয়োজন দেখা দিলে শিশুকে সেই রূপ খাদ্যই দেওয়া হইয়াছে। যত দিন শিশুর পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না, মায়ের কোল তাহাকে বহন করিয়াছে, দাঁড়াইবার মত সামর্থ ঘটিলে শিশুর আঙুল ধরিয়া জননী তাহাকে এক পা, দু পা করিয়া—চলাইয়াছেন।

অবস্থা ও প্রয়োজন ভেদে যাহা আবশ্যক তাহার ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণের নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন রবুবীয়তের নিদর্শন। জননীর সীমাবদ্ধ এবং অসম্পূর্ণ রবুবীয়তের উল্লিখিত নিদর্শনগুলি লক্ষ করিয়া আল্লাহর সীমাহীন রবুবীয়তের ধারণা মানসলোকে জাগ্রত করা উচিত। তাঁহার রব্বুলআলামীন হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁহার সৃষ্টিগুণ যেরূপ বিশ্বচরাচর এবং উহার যাবতীয় সামগ্রীকে সৃজন করিয়াছে তেমনি তাঁহার রবুবীয়ৎ প্রত্যেকটী সৃষ্টিকে প্রতিপালন করার ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছে। প্রতিপালনের এই ব্যবস্থা এমন বিচিত্র ও বিস্ময়কর শৃংখলার সঙ্গে সম্পন্ন করা হইতেছে যে, প্রত্যেক বস্তুর জীবন ও সংরক্ষণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা মিলিতেছে। আর মিলিতেছে কেমন ভাবে? প্রত্যেক অবস্থাকে লক্ষকরা হইতেছে, পরিবর্তনের প্রত্যেক স্তর ও পর্য্যায়ের তদারক করা হইতেছে পরিমাণের অল্পতা ও আধিক্যের দিকে নযর রাখা হইতেছে। পিপীলিকা তার গর্তে বিচরণ করিতেছে, পোকা মাকড় ঘাসে, পাতায় খড়কুটায় মিশিয়া রহিয়াছে, মাছ নদীতে সাঁতার কাটিতেছে, পাখী শূন্যে উড়িতেছে, বাগীচায় ফুল ফুটিতেছে, জংগলে হস্তী দৌড়াইতেছে নক্ষত্রমালা আকাশে ভ্রমণ করিতেছে—কিন্তু সকলের জন্য সমান ভাবে লালন ও প্রতিপালনের ক্রোড় মুক্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণের দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে, রবুবীয়তের ফয়েয হইতে কেহই বঞ্চিত নাই। এরূপ শ্রেণীর বহু জীব ও জীবাণু রহিয়াছে যেগুলি এতই অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে ওগুলি নিরীক্ষণ করার উপায় নাই, তথাপি আল্লাহর রবুবীয়ৎ তাহাদের জীবন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একই ভাবে সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। যেভাবে আল্লাহ সমুদ্রে স্তন্যপায়ী তিমি এবং স্থলে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার এবং মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, উল্লিখিত ক্ষুদ্রতম ও নগণ্য জীবগুলির জন্যও সেই ব্যবস্থা অবলম্বিত—হইয়াছে।

এ গেল বহির্জগতের কথা, কিন্তু মানুষ যদি একবার নিজের দিকে আর তার অন্তর-জগতের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করে, তাহা হইলে স্বয়ং তাহার—জীবনে এবং জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তের ভিতর সে আল্লাহর রবুবীয়তের জলন্ত নিদর্শন সমূহের এক বিরাট দুনিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

وفى الارض آيات للموقنين وفى انفسكم افلا تبصرون ؟

"যাহারা সত্যকে বিশ্বাস করিতে চায়, তাহাদের জন্য পৃথিবীতে আল্লাহর মহিমার কত নিদর্শনই না বিদ্যমান রহিয়াছে এবং স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বের মধ্যেও! তথাপি কি তোমরা দেখিতে পাওনা?

* * * * *

কিন্তু জীবনধারণের উপকরণ সমূহের ভাণ্ডার মুক্ত করা আর রবুবীয়তের ব্যাপার সমাধা—করিয়া যাওয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্মপার্থক্য আছে, তাহা উপেক্ষা করা উচিত নয়। যদি সৃষ্টির এমন উপকরণ এবং উপকরণের এরূপ সুবিন্যাস এবং বস্তুর এমন আকৃতি আমরা পৃথিবীতে অবলোকন করি, যাহা জীবনের সংরক্ষণ এবং উহার বিকাশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহাহইলে ওগুলির বিদ্যমানতাকে আমরা আল্লাহর দান এবং কৃপার ফল বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, কিন্তু রবুবীয়ৎ বলিতে যাহা বুঝায়, ওগুলিকে তাহা বলা চলেনা। রবুবীয়তের

www.ahlehadeethbd.org

নিদর্শন এইযে, পৃথিবীর প্রতিপ্রান্তে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের কেবল ভাণ্ডার সুসজ্জিত করিয়া—রাখা হয়নাই, সঙ্গে সঙ্গে দান ও বিতরণের সুশৃংখল নিয়মও বলবৎ রহিয়াছে। আল্‌লাহর বিধান কেবল দান করিয়াই ক্ষান্ত হয়না, অধিকন্তু যাহা দান করে, তাহা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত বিতরণ করিয়াথাকে। আমরা প্রত্যক্ষ করিযে, জীবনধারণ ও অস্তিত্বরক্ষার জন্য যাহার যে বস্তুর প্রয়োজন আর যে সময়ে, যে পরিমাণে প্রয়োজন, ঠিক সেইভাবে, সেই সময়ে আর ততটুকু পরিমাণেই তাহাকে—উহা প্রদান করা হইতেছে। বিশ্বচরাচরের জীবন-কারখানা এইভাবেই পরিচালিত হইতেছে।

পানীর দান এবং বিতরণ ব্যবস্থা।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ পানীকে ধরা হউক। জীবনের জন্য পানী এবং আর্দ্রতা অপরিহার্য্য, সুতরাং পানীর পর্য্যাপ্ত ভাণ্ডার সকল স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু জীবন-ধারণের জন্য পানী বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট নয়, নির্ধারিত নিয়মে, নির্দিষ্ট শৃংখলার সঙ্গে নিরূপিত পরিমাণে উহা বিদ্যমান থাকা চাই। অতএব পৃথিবীতে পানী প্রস্তুত এবং বণ্টন করার আমরা একটা বিশেষ ব্যবস্থা দেখিতে পাই। আল্‌লাহর বিধানে পানী শুধু প্রস্তুত হয়না, নির্দিষ্ট নিয়ম ও ব্যবস্থা সহকারে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং নির্ধারিত পরিমাণ অনুসারে উহা বণ্টন করা হয়। আল্‌লাহর এই বিধানের নাম রবুবীয়ৎ! আল্‌লাহ তদীয় সৃষ্টি মহিমায় পানীর ন্যায় জীবনের অমূল্য উপাদান সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর রবুবীয়তের মহিমায় পানীকে বিন্দু বিন্দু করিয়া বর্ষণ করিয়া থাকেন, মৃত্তিকার প্রত্যেক প্রান্তে—উহাকে সম্প্রসারিত করেন, নির্দিষ্ট পরিমাণে এবং অবস্থানুসারে বণ্টন করেন। নির্ধারিত মওছুম ও স্থান অনুযায়ী বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূভাগের প্রত্যেক তৃষিত কণাকে সিক্ত ও সরস করিয়া তোলেন। আল্‌লাহ বলেন,—আর দেখ, আমরা

وانزلنا من السماء ماء بقدر فا سكناه فى الارض وانا على ذهاب به لقادرون ، فانشانا لكم به جنات ونخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة و منها تاكلون -

আকাশ হইতে—নির্দিষ্ট পরিমাণে পানী বর্ষণ করি, অতঃপর উহাকে মাটির উপর স্থির করিয়া রাখি—অথচ যেভাবে উহা বর্ষণ করিয়াছিলাম সেই ভাবেই উহাকে আমরা আকর্ষণ করিয়া ফিরাইয়া লওয়ারও ক্ষমতা রাখি! অতঃপর পানীর—দ্বারা আমরা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি, যাহাতে বহু মেওয়া ধারণ করে আর তোমরা উহা ভক্ষণ করিয়া থাক,——আল্-মুমেনুন : ১৮ ও ১৯। পুনশ্চ ছুরত আর্‌রাআদে বলিয়াছেন,——

انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدارابيا ..... الى قوله : فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض -

তিনিই আকাশ হইতে পানী বর্ষণ করেন এবং উহা নির্ধারিত পারিমাণে নিম্নভূমি সমূহে প্রবাহিত হয়। বৃষ্টির—প্রবাহ বহুল পরিমাণে ক্লেদাক্ত ফেন বহন করিয়া আনে, ·····নিরর্থক ফেন পুঞ্জ অবশেষে নিঃশেষিত হয় এবং মানুষের পক্ষে যাহা উপকারী তাহা মাটিতে থাকিয়া যায়——১৭ আয়ৎ।

বস্তুর পরিমাপ ও পরিমাণ

আর শুধু পানীই, যে নির্দিষ্ট পরিমাপে বর্ষিত এবং নির্ধারিত পরিমাণে প্রবাহিত হয়, তাহা নয়, সৃষ্টি ও স্থিতির এই বিপুল কারখানার সর্বত্রই সকল বস্তুর পরিমাপ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার—তাৎপর্য্য এই যে, আল্‌লাহর বিধান অনুসারে আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, সমস্তই নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারেই প্রদত্ত হইয়াছে, আবার এই পরিমাণকেও অবধারিত বিধানের আয়ত্তাধীনে রাখা হইয়াছে! আল্‌লাহর নির্দেশ যে, এমন কোন—

وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم -

বস্তুই নাই যাহার—ভাণ্ডার [Stock]—আমাদের কাছে বিদ্যমান নাই কিন্তু আমরা উহা নির্দিষ্ট পরিমাপ ছাড়া

Contents

অবতীর্ণ করিনা,——আল্‌হিজ্‌র : ২১। ছুরত আর্‌-রা'আদে আল্‌লাহ বলেন, এবং আল্‌লাহর নিকট প্রত্যেক বস্তুর পরি- و كل شيء عنده بمقدار – মাণ নির্দিষ্ট রহিয়াছে। পুনশ্চ ছুরত আল্‌কমরে কথিত হইয়াছে, আমরা – انا كل شيء خلقناه بقدر সমুদয় বস্তুকে পরিমাপ মত সৃজন করিয়াছি,——৪৯ আয়ৎ।

বস্তুর পরিমাপ ও পরিমাণ প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ রাখা আবশ্যক যে, জীবনরক্ষার জন্য যে বস্তুর প্রয়োজন যত অধিক, তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং ব্যাপকতমভাবে দানকরা হইয়াছে আর যেগুলির প্রয়োজন স্থান বা অবস্থা ভেদে সীমাবদ্ধ, সেসমস্ত বিতরণ করার কার্য্যে নির্দিষ্টতা ও আঞ্চলিকতাকে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। বায়ু জীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যক, পানী ও আহার্য্যের অভাবে কতকটা সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর কিন্তু বায়ুর অভাবে এক মুহূর্ত ও টিকিয়া থাকা সম্ভবপর নয়। ফলে উহার ভাণ্ডার এত পর্য্যাপ্ত ও ব্যাপক যে, কোন স্থানকে কোন সময়ের জন্যও বায়ুহীন রাখা হয়নাই। শূন্যে বায়ুর মহাসমুদ্র প্রসারিত রহিয়াছে, যখন যেস্থানে নিশ্বাস গ্রহণ করা হইবে, সেইস্থানে সেসময়ে জীবনের এই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অমূল্য উপ-করণকে মওজুদ পাওয়া যাইবে।

বায়ুর পরবর্তী স্থান পানীর। আল্‌লাহর নির্দেশ :— এবং আমরা সমু- و جعلنا من الماء كل দয় জীবিত বস্তুকে شيء حي – পানী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি (আল্‌আম্‌বিয়া : ৩০) এবং আল্‌লাহ সমুদয় و الله خلق كل دابة من সচল জীবকে পানী ماء فمنهم من يمشي হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, على بطنه و منهم من তন্মধ্যে কতক পেটে يمشي على رجلين و ভর করিয়া চলে আর منهم من يمشي على তাহাদের কতক দুই اربع – পায়ে চলে আর কতক চারি পায়ে চলে,—(আন্‌নূর : ৪৫) ইত্যাদি কোর্‌আনী উক্তি অনুসারে পানীকে জীব জগতের জীবন বলিলে অত্যুক্তি হয় না সুতরাং বায়ুর তুলনায় কম হইলেও অন্যসমুদয় বস্তু অপেক্ষা ইহার প্রাচুর্য্যকে অধিক করা হইয়াছে। মাটির নীচ দিয়া সুমিষ্ট পানীর ধারা এবং উপর দিয়া চারিদিকে নদীর স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে। এই দুইভাণ্ডার ছাড়া আকাশ মণ্ডলেও পানীর কারখানা দিবা নিশি চলিতেছে। এই কারখানায় সূর্য্যের হিরণময় কিরণ-ডোলের সাহায্যে সমুদ্রের লবণাক্ত পানী অহরহ আকর্ষিত হইয়া শোধিত হইতেছে, পরিষ্কার করিয়া সুমিষ্ট বানাইয়া উহাকে আকাশের ভাণ্ডারে জমা করা হইতেছে। শূন্যে পানীর চাদর মেঘের আকারে থাকে থাকে বিছাইয়া দেওয়া হইতেছে, আর বায়ুর তরংগাঘাতে সেগুলিকে দ্রবীভূত করিয়া বিন্দুতে—পরিণত করা হইতেছে, তারপর নির্দিষ্ট সময়ে এবং অবধারিত স্থানে এই পানী বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হইতেছে। বৃষ্টি যখন নামে নির্দিষ্ট নিয়ম এবং পরিমাণ মতই নামিয়া আসে আর এমন ভাবে বর্ষিত হয় যে, মাটির উপরি ভাগে উহা নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ মত মাটির অভ্যন্তর ভাগকে সিক্ত করিয়া তোলে। পর্বত চূড়ায় প্রথমে বরফের স্তূপ জমে, ঋতুর পরিবর্তনে উহা বিগলিত হইতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে পানীর উৎসগুলি বলক মারিয়া উঠে। উৎসগুলি হইতে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয় এবং আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরদূরান্তর পর্য্যন্ত—দৌড়াইয়া যায়, শত শহস্র মাইল পর্য্যন্ত উপকূল ভাগকে উর্বর ও শস্য শ্যামলা করিয়া তোলে। কোর্‌-আন বলে,——ইহা الله الذي يرسل الرياح আল্‌লাহরই মহিমা فتثير سحابا فيبسطه যে, তিনি প্রথমতঃ في السماء كيف يشاء বায়ু প্রবাহিত করেন ويجعله كسفا فترى এবং উহা মেঘমালাকে الودق يخرج من خلاله আঘাত হানিয়া ইত- فاذا اصاب به من يشاء স্ততঃ সঞ্চালিত করিয়া من عباده اذاهم يستبشرون দেয়। অতঃপর আল্‌-লাহ ইচ্ছামত মেঘকে আকাশমণ্ডলে সম্প্রসারিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করেন, তখন তুমি দেখিতে পাও যে, আকাশের ফাঁক দিয়া বৃষ্টি ঝরি-

www.ahlehadeethbd.org

তেছে। আল্‌লাহর দাসগণের মধ্যে, যাহাদের প্রতি তিনি ইচ্ছা করেন, তাহারা বৃষ্টিলাভ করে এবং তখন তাহারা আহ্লাদিত হইয়া উঠে,——আর্‌রুম : ৪৮ আয়ৎ। ছুরত-আল্‌-আ'রাফে বলা হইয়াছে,—ইহা আল্‌লাহরই মহিমা যে, তিনি তাঁহার রহ্‌মতের অগ্রদূত স্বরূপ প্রথমে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ুকে সঞ্চালিত করেন। বায়ু গুরুভার মেঘমালাকে বহন—করিলে আমরা মৃত জনপদের উদ্দেশ্যে উহাকে হাঁকাইয়া লইয়া যাই, অতঃপর সেই মেঘমালা হইতে পানী অবতীর্ণ করি এবং উহা দ্বারা সকল প্রকার মেওয়া উত্থিত করি। এই ভাবেই আমরা মৃতদিগকেও উত্থিত করিব.— ৫৭ আয়ৎ। ছুরত আন্‌নূরে বৃষ্টির খেলার যে বর্ণনা দান করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আত্মসম্বরণ করা কঠিন।—

و هو الذی یرسل الریاح
بشرا بین یدی رحمته
حتی اذا اقلت سحابا
ثقالا سقنه لبلد میت
فانزلنا به الماء فاخرجنا
به من کل الثمرات —
کذلک نخرج الموتی —

আল্‌লাহ বলেন, তুমি কি দেখিতে পাওনা যে, আল্‌লাহ্ মেঘের টুক্‌রাগুলিকে চালনা করেন, তারপর সেগুলিকে গ্রথিত করেন, অতঃপর সেগুলি থাকে থাকে সাজাইয়া দেন, তখন তুমি দেখ যে, আকাশের ফাঁক দিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। আকাশ হইতে তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের ঠাণ্ডার ভিতর দিয়া বৃষ্টি নামে এবং—আল্‌লাহ যেস্থানে ইচ্ছা করেন উহা দান করেন এবং যে স্থান হইতে ইচ্ছা করেন, বৃষ্টিকে ফিরাইয়াদেন। বিদ্যুতের চমক চক্ষু ঝলসাইয়া প্রায় অন্ধের মত করিয়া চলিয়া যায়,— ৪৩ আয়ৎ।

الم تر ان الله یزجی
سحابا ثم یولف بینه ثم
یجعله رکاما فتری الودق
یخرج من خلاله وینزل
من السماء من جبال
فیها من برد فیصیب
به من یشاء ویصرفه
عن من یشاء —
یکاد سنا برقه یذهب
بالابصار —

فدائے شیوۂ رحمت کہ درلباس بہار
بعذر خواہی رندان قدح خوار آمد !

প্রতিপালনের বিশ্বজনীন ব্যবস্থা।

জগতজুড়িয়া লালনপালনের যত উপকরণ বিদ্যমান আছে সেগুলির বিশ্বব্যাপী শৃংখলার দিকে লক্ষ করিলে কে বিস্ময়ে অভিভূত হইবেনা? কাহার পাষাণ হৃদয় আল্‌লাহর হাম্‌দের ঝংকারে নৃত্য করিয়া উঠিবেনা? জীবন বিতরণের উৎস এবং প্রতিপালনের প্রসারিত কোল আমাদের অন্ধত্ব ঘুচাইতে সমর্থ হইলে আমরা দেখিব যে, উর্ধ এবং নিম্নজগতের গোটা কারখানাটাই শুধু জীবন দান করিবার আর জীবনের উপাদানগুলির রাখালী করার জন্যই সমুৎসুক রহিয়াছে। সূর্য্য আলোকের জন্য প্রদীপরূপে আর উত্তাপের জন্য চুলারূপে বিদ্যমান, তার কিরণমালার ডোল ভরিয়া সে সমুদ্র হইতে পানী—টানিতেছে। বায়ু তার শৈত্য ও উষ্ণতা লইয়া কখন পানীর কণাগুলিকে জমাট করিয়া মেঘের চাদরে পরিণত করিতেছে, কখনো বা মেঘের স্তরকে গলাইয়া বৃষ্টি নামাইয়া দিতেছে। মাটি পুষ্টি ও বিকাশের উপকরণে ভরপুর হইয়া আছে। প্রত্যেকটী দানার জন্য সে নিজের ক্রোড়ে জীবন, প্রত্যেক অংকুরের জন্য স্বীয় বুকে প্রতিপালন লুকাইয়া রাখিয়াছে। সকল প্রকার শক্তি যোগ্যতার সন্ধানে, ব্যস্ত এবং সিদ্ধি—সাধনার জন্য অপেক্ষমান রহিয়াছে। যেমনি কাহারো মধ্যে পরিপুষ্টি ও সংবর্ধনের যোগ্যতা দেখা দিল অমনি এই বিপুলা ধরণীর সমস্ত উপকরণ তার দিকে হস্ত প্রসারিত করিল। সূর্য্যের সমুদয় কার্য্যকলাপ, নভোমণ্ডলের যাবতীয় পরিবর্ত্তন, মৃত্তিকার সকল শক্তি, প্রকৃতির সমুদয় গুণ সকল সময় অপেক্ষা করিতেছে—কখন্ পিপীলিকার ডিম হইতে একটী শিশু জন্ম গ্রহণ করিবে? আর কোন্ সময় কৃষকের আটি হইতে ধানের একটী খোসা মাটিতে খসিয়া পড়িবে?

و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض
جمیعا منه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون —

এবং আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আর যত কিছু আছে, সমস্তই আল্‌লাহ তোমাদের জন্য বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা চিন্তাশীল তাহাদের জন্য এই কথায় সত্যানুসন্ধিৎসার বিরাট ইংগিত নিহিত আছে।

উমর স্মরণে।

আবুল হাশেম

আমীরুল মুমেনীন,
তোমার কাহিনী মনে পড়ে মোর
ক্ষণেক্ষণে প্রতিদিন।
মনে পড়ে তব বিজয় বাহিনী,
জালিমের শিরে পরাজয় হানি,
দিকে দিকে বহি তৌহিদ বাণী—
করিয়াছে অভিযান;
মজলুমদের মোবারকবাদ —
"আহ্‌লান ছাহলান।"
আরো মনে পড়ে দিশিদিশি হতে
আসে কত আসোয়ার,
কাতারে কাতারে সোতর বাহিনী
বহি গণিমাৎ ভার।
নানা দেশ হ'তে আসে উপহার,
কণা কভু তুমি লওনি তাহার,
সম্পদ ভরা তব ভাণ্ডার
তবু তুমি কত দীন,
দৈন্যরে তুমি করেছ মহান
আমীরুল মু'মেনীন॥

মনে পড়ে আজ, রাজদূত এক
খুঁজে খুঁজে হয়রাণ,
খলিফার রাজ প্রাসাদ কোথায়
নাহি পায় সন্ধান;
সহসা থমকি চমকি চকিতে
দাঁড়াইল দূত স্তম্ভিত চিতে
হেরিয়া তোমারে শায়িত ভূমিতে
আপনার মনে কয়
আরবের রাজা খলিফার একি
অভিনব পরিচয়!
আমীরুল মু'মেনীন,
ভূমি শয্যায় রাজ-উষ্ণীষ
নত হল সেইদিন॥

মনে পড়ে সেই মদিনার পথে
নিশীথ অন্ধকারে
আকুল পরাণে ফিরিতেছ তুমি
ক্ষুধিতের দ্বারে দ্বারে,
কচি শিশু দু'টি কাঁদিছে ক্ষুধায়
ভুলাতে তাদেরে মিছা ছলনায়
জননীর চোখে অশ্রু ঘণায়
দেখিয়া নয়নাসারে
খাদ্যের ভার বহিয়া আনিলে
দুখিণী মায়ের দ্বারে।
আমীরুল মু'মেনীন,
কেবা শোনে আজ কতযে ক্ষুধায়
কাঁদে নর নিশিদিন॥

আজ মনে পড়ে, জেরুজালেমের
দুর্গ তোরণ ছায়,
উৎসুক সবে দাঁড়াইয়া যবে
তোমারি প্রতীক্ষায়,
হেরিল জনতা বিস্ময় ভরে,
ভৃত্যেরে তুলি উষ্ট্রের পরে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বল্গা তাহার ধরি দুই করে,
তুমি হয়ে এলে পার
তপ্ত কঠোর বালুময় পথ
দুস্তর সাহারার।
নির্বাক মূক জনতা ভাবিছে
ব্যাপার কেমন তরো!
খলিফা উমর বড়, নাকি ঐ
মানুষ উমর বড়?"

আরো মনে পড়ে জবালার করে
লাঞ্ছিত বেদুইন
তোমার সকাশে করে ফরিয়াদ
দেহে আজারির চিন,
আমীর জবালা, তা বলে তাহারে
দাওনি রেহাই; কোড়ার প্রহারে
দেখাইয়া দিলে, ন্যায়ের বিচারে
কোন ভেদাভেদ নাই,
আমীর, ফকির, ধনী ও গরীব,
হওনাকো যে যাহাই॥

আমিরুল মু'মেনীন,
কে দেখিবে আজ সহিছে সমাজ
কত আঘাতের চিন।
উমর উমর—আরো কতো কথা
জাগিতেছে মোর মনে,
ছায়াবাজি সম অন্তরে মম
স্বপ্নের জাল বোনে,
সেশুভ অতীত, সে মধুর দিন,
স্বপনের মত হয়েছে বিলীন,
প্রতি কাজে তাই হেরি লাজহীন,
স্বার্থের হানাহানি
ধর্মের নামে মানবতা লয়ে
চলে সদা রাহাজানী॥

হে উমর তব স্বর্ণের যুগ
হয়ে গেছে অবসান,
আকাশের কোণে আল্‌হেলালের
হাসিটুকু আজি ম্লান।
তুমি নাই, তব কোড়াও কি নাই?
ফেণায়ে উঠিছে গোমরাহি তাই
ছাড়া পেয়ে যত সারমেয় আজ
করিতেছে কোন্দল,
দংষ্ট্রা আঘাতে সমাজের দেহে
ছড়াইয়া হলাহল।
আমীরুল মু'মেনীন,
তোমার কঠোর কোড়াখানি ফের
ফিরে আন একদিন॥

www.ahlehadeethbd.org

সভ্যতার অভিশাপ

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি এ, বি টি।

গোড়াতেই বলিয়া রাখি বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমি সভ্যতা বলিতে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই বুঝাইব। এই সভ্যতাই আজ সারা দুনিয়ায় প্রচলিত, সর্ব্বত্র অনুসৃত এবং প্রায় সমস্ত মানব জাতিই—উহার দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ—কোন দেশ বা কোন জাতিই উহার প্রভাব হইতে মুক্ত নহে।

এই সভ্যতার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে জড়বিজ্ঞান ও বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ। কেমন করিয়া এই ভিত্তি রচিত হইল ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সর্ব্বপ্রথম তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব। রিনেসাঁ [Renaissance] বর্ত্তমান সভ্যতার প্রথম উদ্গাতা। তামস যুগের [Dark age] মানব মনের কুহেলিকার কৃষ্ণাবরণ ছিন্ন করিয়া ইউরোপবাসীর মনের উপর রিনেসাঁ স্বাধীন চিন্তা, অনুসন্ধিৎসা, বাস্তবতাবোধ ও বস্তুতান্ত্রিকতার যে প্রেরণা জাগ্রত করিয়া দেয় পঞ্চদশ শতাব্দীর ৩টি নবাবিষ্কার,—মুদ্রাযন্ত্র, বারুদ এবং দিঙনির্ণয় যন্ত্র তাহার ইন্ধন যোগাইতে থাকে, এই দ্রব্যত্রয় মানুষের মানসিক, সামাজিক, অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। রিনেসাঁর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ইউরোপবাসী এই তিন দ্রব্য হাতে পাইয়া নব উন্মাদনায় কর্ম্মচঞ্চল হইয়া উঠে। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার সহজ হইয়া উঠে, বারুদের ব্যবহার আয়ত্বে আসায় রাজশক্তি বর্দ্ধিত হয়, এবং দিঙনির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে মহাসমুদ্রের বুক চিরিয়া দেশে-বিদেশে গমন, নব নব রাজ্য আবিষ্কার এবং দূরগত দেশের বিচিত্র মানবমণ্ডলীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হয়। এই রূপে ইউরোপবাসীর কর্ম্মানুরাগ, সাহস-উদ্যম এবং জ্ঞানের পরিধি বহু গুণে বর্দ্ধিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ক্ষমতাস্পৃহা ও ধনলিপ্সা প্রোৎসাহিত—হইয়া উঠে।

ইতিপূর্ব্বে ইউরোপের ধর্ম্মরাজ্যে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন আসে। প্রচলিত গতানুগতিক ক্যাথোলিক মতবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ঝড় উত্থিত হয় এবং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে Protestant বা প্রতিবাদী মতবাদের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরবর্ত্তী প্রায় আড়াই শতাব্দীর ইতিহাস বিরোধ ও সংঘর্ষের ইতিহাস; ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি এবং চিন্তারাজ্যে প্রাচীন সংস্কার ও মতবাদের পরাজয় এবং নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ইউরোপের দার্শনিক এবং সাহিত্যিকবৃন্দও তাঁহাদের প্রচার ও লেখনী সাহায্যে জনসাধারণের চির-পোষিত সংস্কার এবং সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাসকে শিথিল করিয়া তুলিতে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তারপর নব বিজ্ঞান আসিয়া প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হানিতে থাকে। ফলে ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত মানুষ বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে সব কিছু বুঝিবার চেষ্টা করে। ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার পরিবর্ত্তে পশ্চিমের অধিবাসী জড় বিজ্ঞান ও বস্তুতন্ত্রের দিকে অধিকতর ঝুঁকিয়া পড়ে এবং আত্মা অপেক্ষা পেটের দাবী বড় হইয়া উঠে।

এহেন পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হয়। শিল্পবিপ্লবের সহিত আধুনিক সভ্যতা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। সেই জন্য এস্থলে এই বিপ্লব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান একান্ত—প্রয়োজন।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে হারগ্রিভ্‌স [Hargreaves] মান্ধাতার আমলের চরকার পরিবর্ত্তে নূতন ধরণের সূতাকাটা কল আবিষ্কার করেন, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে আর্করাইট [Archwright] এবং ক্রমটন [Chromton]—উহার উৎকর্ষ সাধন করেন। পৃথিবীর জন্ম হইতে উক্ত সময় পর্য্যন্ত যে ধীর মন্থর গতিতে সূতা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল এই আবিষ্ক্রিয়ার ফলে তাহা—পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পূর্ব্বে এক সময়ে মাত্র এক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন লোক একটি সূতা প্রস্তুত করিত পারিত। নূতন টাকুর সাহায্যে মাত্র একজন শ্রমিকের সহায়তায় একত্রে শত শত সূতা উৎপাদন সম্ভব হইয়া উঠিল। ফলে অফুরন্ত সূতা অল্প সময়ে প্রস্তুত হইতে লাগিল। এখন প্রয়োজন রহিল দ্রুত কাপড় বুননের জন্য—শক্তিসম্পন্ন নূতন যন্ত্রের। কার্টরাইট [Cartwright] ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ঐ একই বৎসর জেম্‌স ওয়াট [James watt] উহা চালু করার জন্য বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করিলেন। নূতন টাকু, তাঁত এবং বাষ্পচালিত ইঞ্জিন কার্য্যে—প্রযুক্ত হইল। অল্প সময়ে, কম শ্রমিকের সাহায্যে অজস্র কাপড় প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই রূপে বস্ত্র উৎপাদনে এক বিপ্লব সাধিত হইল। কিন্তু এই বিপ্লব শুধু বস্ত্র উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ রহিল না। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পণ্যও দ্রুত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও পদ্ধতিসমূহ আবিষ্কৃত হইল। বাষ্পচালিত সুবৃহৎ রেল-শকট এবং তৎপর বৃহদাকার ষ্টিমারসমূহ স্থলে ও জলে উৎপাদিত পণ্যের বাহনক্রিয়া এবং দূরদূরান্তরে লোক চলাচলের উপায়কে সহজ ও সুসাধ্য—করিয়া তুলিল। অতঃপর টেলিগ্রাম, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, মটর, বিমানপোত এবং বিবিধ যান্ত্রিক অস্ত্র শিল্পবিপ্লবকে অধিকতর ফলপ্রসূ করিয়া তুলিল। অপর দিকে জ্যোতিষ, রসায়ন, উদ্ভিদ, প্রাণীজ,—শারীর, চিকীৎসা, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় বৈজ্ঞানিকগণের অবিরাম সাধনা ও নিরলস গবেষণায় বহু অচিন্তপূর্ব্ব তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হইল। স্বাভাবিক ভাবেই এই সমস্ত আবিক্রিয়া—মানুষের যুগযুগান্তরের বদ্ধমূল ধারণা ও সুগঠিত দৃষ্টি-ভঙ্গিতে পরিবর্ত্তন আনিল এবং তাহাদের সামাজিক আর্থিক, রাজনীতিক ও ধর্ম্মীয় জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

এখন এই শিল্পবিপ্লব এবং বিজ্ঞানের এই প্রভাব বিস্তারের কার্য্য মানবমণ্ডলীকে প্রকৃতই সুখের সন্ধান, আনন্দ বিধান ও সমৃদ্ধি আনয়নে সক্ষম হইয়াছে কিনা তাহাই বিবেচ্য। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হইবে ইউরোপের জড় সভ্যতার কল্যাণে মানুষের বহুবিধ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। দ্রব্য উৎপাদনে এবং বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনে মানুষের পরিশ্রম বহুলাংশে লাঘব হইয়াছে, সময়ও ঢের বাঁচিয়া যাইতেছে, সহজে বহু অর্থ উপার্জ্জনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানুষের দূরারোগ্য ও সুকঠিন রোগ নিরাময়ের পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আনন্দ ও বিলাসোপকরণের অজস্র দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে। সুতরাং আপাত দৃষ্টে মনে হইবে—এই বিপ্লব মানুষের জন্য অপরিসীম কল্যাণের বার্ত্তা বহিয়া আনিয়াছে, এই বিজ্ঞান মানুষের সম্মুখে শান্তি ও সমৃদ্ধির উৎসমুখ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইবে—অসংখ্য কল্যাণ-প্রদ বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার সুফল কেবল মাত্র কিছু সংখ্যক ভাগবান ব্যক্তিই লুফিয়া লইতেছে—অধিকাংশ সুবিধাই আপামর জনসাধারণের নাগালের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। এবং কেহই এই জড়—সভ্যতার নিকট মানুষের চির অভিপ্সিত মানসিক শান্তি খুঁজিয়া পায় নাই। সর্ব্বোপরি জড় সভ্যতা 'আত্মা' নামক বস্তুটিকে একদম উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়াছে, উহার বাহ্যিক চাকচিক্য ও উন্নত দেহ-মনের অভ্যন্তরে 'আত্মা' বস্তুটি খাদ্য ও পুষ্টি অভাবে শুকাইয়া মরিয়াছে। মানবাত্মা ও পরমাত্মা, ইহলোক ও পরলোক, অস্থায়ী ও চিরস্থায়ী জীবন লইয়া মানুষের যে বিশ্বাস প্রথম মানব জন্ম হইতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, শতাব্দী-সঞ্চিত তাহার সেই প্রত্যয়ের ভিত্তিমূল প্রকাম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। স্রষ্টার তত্ত্ব, সৃষ্টির রহস্য, মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে মানুষের যুগযুগান্তরের পোষিত বিশ্বাস আগাগোড়া টলিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম যাজকদের প্রচারিত 'অনিশ্চিত' বা 'অবাস্তব' ভবিষ্যৎকে পরিত্যাগ করিয়া—'সভ্য মানুষ' প্রত্যক্ষীভূত সম্মুখ জীবনকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' কবির এই কল্পবাণী আজ মানব জীবনের মর্ম্মবাণী রূপে গৃহীত হইয়াছে। Might is right শক্তির জয় চিরকাল হয় এই প্রবাদ বাক্য এবং—survival of the fittest in the struggle for existence

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, জড়বিজ্ঞানের এই যুক্তিবাদকেই মানুষ আজ চরম সত্য—বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। উহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ মানুষ তাহার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে দৈহিক শক্তি ও বস্তুগত সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সর্ব্বাত্মক পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। স্বার্থবুদ্ধি চরিতার্থতার জন্য 'সভ্য মানুষ' হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, হিংস্রতা—প্রভৃতি হেয় বৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দান এবং উহাদের কুফল বিস্তারে বাধ্য হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ, প্রেম, দয়া, মমতা, প্রীতি, মৈত্রি প্রভৃতি উন্নততর শ্রেয় বৃত্তিগুলি মানুষের হৃদয় কোঠা হইতে যেন চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ফলে আল্লাহর সৃষ্ট সুন্দর ধরণী নরপিশাচদের বীভৎস তাণ্ডবনৃত্যের লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্র নাথের কথায় "ইউরোপ আমেরিকার অধিবাসীরা শুধু বস্তুগত সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে পাগলের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। আত্মার কল্যাণের কথা ভাবিবার তাহাদের মুহূর্ত্তেরও অবসর নাই। এই সমস্ত বস্তুপুঞ্জের কোন দাম নাই বলিলেও চলে। ...কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মার অনন্ত রহস্য—কে পারে তার দারোদ্ঘাটন করিতে? বড় বড় ডাক্তারেরা, শুধু জানেন এই মাংসপিণ্ডের মধ্যে কোথায় কি হইতেছে; তাহার অতীত আত্মার কোন খবর জানিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন কি? পশ্চিমের নিকট আজ জমা-খরচের অঙ্কশাস্ত্র যিশুর—দশটি অনুজ্ঞার চেয়ে ঢের বড় জিনিস হইয়া—উঠিয়াছে"

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই সুবৃহৎ ফাঁক, তাহাদের শিক্ষা-বিজ্ঞানের এই প্রচণ্ড গলৎ মানুষকে ভ্রান্তপথে চালিত করিতেছে। একথা সত্য যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি লাভের ফলে মানুষের মনন—শক্তি ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিয়া চলিয়াছে। মানুষ এই বর্দ্ধিত মননশক্তির বলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর জিনিষ হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, জটিল হইতে জটিলতর বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। ইহারই—সাহায্যে সে প্রকৃতির রহস্যাবরণ ভেদ করিয়া নব নব তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, ফলে মানুষের হাতে বিরাট শক্তি ও বিপুল সামগ্রী আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু মানুষ তাহার এই বিরাট শক্তিকে সার্থক রূপে কল্যাণপ্রদ কার্য্যে নিয়োজিত করিতে বরাবর ব্যর্থতার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে। ইহার প্রধানতম কারণ মনন শক্তির শ্রেষ্ঠতম নেয়ামৎ যে বিবেক বা বিচারবুদ্ধি আধুনিক সভ্যতার বিভৎস পরিবেশে তাহাই শুকাইয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছে। অন্য কথায় মানুষের শক্তি আকাশস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে— কিন্তু তাহার বিবেক বুদ্ধি ধরণীর ধূলিকেই আকড়াইয়া আছে। শক্তি এবং বিবেকের মাঝে এইযে আকাশ পাতাল তারতম্য ইহাই দুনিয়াকে অশান্তির আকরে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্তাশীল ইংরাজ লেখক C. E. M. Joad তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'Guide to Modern Wickedness' পুস্তকে ঠিকই বলিয়াছেন,

"While Mankind has advanced increasingly in respect of its power, it has remained stationary in respect of its wisdom. The bigetter of power is science. Science has given us powers fit for gods & to their use we bring the mentality of school boys & savages."

অর্থাৎ মানুষ শক্তি অর্জ্জনের দিকে উত্তরোত্তর আগাইয়া চলিলেও বুদ্ধির দিকে একপদও অগ্রসর হইতে পারেনাই—পূর্ব্বে যেখানে ছিল আজও স্তব্ধভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে। বিজ্ঞান শক্তির জনক। এই বিজ্ঞান মানুষকে দেবতার উপযোগী শক্তি দান করিয়াছে কিন্তু উহার যথাযথ ব্যবহারে আমরা অপরিপক্ক স্কুল বালক এবং অসভ্যদের বর্ব্বর-মানসিকতার উর্দ্ধে উঠিতে পারিনাই।

কথাগুলি উদাহরণ সহ স্পষ্টভাবে বুঝান দরকার। তাই নিম্নে মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান অর্জ্জিত 'শক্তি' এবং তাহার স্থবির বা বিকৃত বিচারবুদ্ধির অস্বাভাবিক তারতম্যের অনিষ্টমূলক কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছি। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যে সব বিরাট শক্তির অধিকারী হইয়াছে তন্মধ্যে এরোপ্লেন অন্যতম প্রধান। ইহার আবিষ্কারে কত উর্ব্বর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মস্তিষ্কের বিনিদ্র রজনী যাপন, দিবসের পর দিবস কত নিরবচ্ছিন্ন সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে— কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ইহাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য গণিত বিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান, মিকানিক্স প্রভৃতি বিবিধ শাখার জটিল এবং সূক্ষ্ম জ্ঞান-সাধনায় একত্র সমাবেশের প্রয়োজন হইয়াছে। কাষ্ঠ ও ধাতব পদার্থের সুকৌশল প্রয়োগে যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অতুল নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান এবং বিমান প্রস্তুতের প্রথম প্রচেষ্টা হইতে উহার পূর্ণতা সাধন সময় পর্য্যন্ত শতশত বিমান চালককে যে সৎসাহস ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিতে হইয়াছে, অমূল্য জীবনের মায়া চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে আত্মত্যাগের যে পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে চমকিত, স্তব্ধ ও বিমূঢ় হইয়া যাইতে হয়। এই গবেষণা, এই সাধনা, এই পরিশ্রম এবং এই আত্মত্যাগ তাঁহারা কিজন্য করিয়াছিলেন? পরবর্ত্তী মানবসন্তানগণ উহা হইতে উপকার গ্রহণ করিবে, সুখভোগের অধিকারী হইবে, এই জন্যই নহে কি? কিন্তু ভাবিয়া দেখ, আজ যুদ্ধের অশান্ত আবহাওয়ায় উহার কি নিষ্ঠুর অপপ্রয়োগ. মানব ধ্বংসী ও সভ্যতাবিনাশী কত লোমহর্ষক কার্য্যকলাপে উহার নির্দ্দয় অপব্যবহার অবিরাম চলিতেছে!

তারপর অনুপরমাণুর কথা ধরা যাক। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জিনিষের অভ্যন্তরে কত বিরাট ও অত্যাশ্চর্য্য শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। বিদ্যুতের— সহায়তায় উহা ভাঙ্গিয়া আজ প্রচণ্ড শক্তি বাহির করা সম্ভব হইতেছে। উহা যথাযথ ভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে মানব জাতির কত অচিন্তপূর্ব্ব কল্যাণ সাধিত হইতে পারিত কিন্তু জাপানের— হিরোশিমা এবং নাগাদিকা অনন্তকাল ধরিয়া সাক্ষ্য দিবে মানুষের বিবেক বর্জিত শক্তি কিরূপ সর্ব্বধ্বংসী ও কুফলবিস্তারী কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে। আশা করা গিয়াছিল দ্বিতীয় যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর মানব মনে যথার্থ চেতনার সঞ্চার হইবে। কিন্তু বৃথাই সে আশা। পৃথিবীর প্রতিটি অগ্রসর ও বিত্তশালী রাষ্ট্র ধ্বংসের বীভৎস অস্ত্র এটম বম্বকে আরও ভয়ঙ্কর, আরও ধ্বংসশীল করিয়া তোলার ফন্দি ফিকিরে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যাইতেছে!

মানুষ ধরণীর নিভৃতম প্রান্তের অন্ধকার বক্ষ ভেদ করিয়া স্বর্ণ মাণিক্য সংগ্রহ করিয়া আনে,— উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের বুক চিরিয়া অতল স্পর্শী আঁধারে হাতড়াইয়া প্রকৃতির অনিচ্ছুক হস্ত হইতে জহর পান্না মুক্তাদানা ছিনাইয়া আনে। এখন উহার যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত বণ্টন ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই মৃত্তিকার ধরণী সুন্দরতর রূপ ধারণ করিতে পারিত—সর্ব্বশ্রেণীর মানব গোষ্ঠির পুলকানন্দে, আমোদ আহ্লাদে পৃথিবী হাস্যোজ্জল চেহারায় দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার নয়। তৎপরিবর্ত্তে বিবেক বর্জ্জিত মানবের স্বার্থদুষ্ট ব্যবস্থার কল্যাণে উহার মাত্র কিয়দংশ— মুষ্টিমেয় ভাগ্যবতীর দেহকে ভারাক্রান্ত করিতেছে আর উহার অধিকাংশই শক্তিমণ্ডিত জাতির লৌহ-বেষ্টিত রুদ্ধ কক্ষের ভূগর্ভে পুনঃ রক্ষিত বা প্রোথিত হইয়া যাইতেছে।

নিজের ভোগ-লিপ্সার জন্য এই স্বার্থবোধ এবং অপরকে বঞ্চনার এই নীতি মানুষে মানুষে এবং— জাতিতে জাতিতে ব্যবধানের দুর্ভেদ্য ব্যূহে এবং দূরত্বের সুদীর্ঘ প্রাচীর রচনা করিয়া যাইতেছে। এই বোধই শক্তিবান মানুষকে শক্তিহীনের শেষ রক্তবিন্দু নিষ্ঠুর শোষণ দ্বারাও নিজের উদর আকণ্ঠ— পূরণে প্ররোচিত করিতেছে! এই নীতির ফলেই একই স্থানের এক পার্শ্বে গগণস্পর্শী প্রাসাদরাজি ও উহার অভ্যন্তরে অফুরন্ত বিলাসোপকরণ এবং অজস্র অনাবশ্যক সামগ্রী এবং তাহারই অন্য পার্শ্বে ভাগ্যাহত দীন ব্যক্তির সামগ্রীশূন্য ভগ্ন পর্ণকুটিরের অবস্থান সম্ভব হইয়াছে। ঐ একই কারণে এক দিকে কোর্ম্মাকাবাব শরাব শরবতের বিপুল আয়োজন অন্য দিকে সামান্য নিমকান্নের জন্য বয়স্কদের— অস্ফুট হাহাকার, একফোটা দুগ্ধের জন্য শিশুদের সকরুণ ক্রন্দন এবং চিকিৎসার অভাবে এক দিকে দরিদ্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাতার বক্ষ ভাঙ্গিয়া হয়ত একমাত্র সন্তানের—চির বিদায় গ্রহণ অন্য দিকে পালিত কুত্তার গা—গরমির জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের আনাগোনা এই অভিশপ্ত ধরণীতে সম্ভব ও স্বাভাবিক কার্য্যে পরিণত হইয়াছে! এই বিকৃত মনোভাবের জন্যই এক দিকে ঘরের বিড়াল ছানার মৃত্যুতে অশ্রুবর্ষণ অন্য দিকে লক্ষ লক্ষ সুষ্ঠু, বলবন্ত ও নিরপরাধ মানব সন্তানের বর্ব্বরোচিত হত্যার সংবাদে আনন্দোল্লাসের উৎকট প্রকাশ সম্ভব হইতেছে। একদিকে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে, অর্দ্ধাশনে অথবা সামান্য ঔষধের অভাবে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিতেছে কিম্বা আপন পেটের দাবী মিটানর জন্য হৃদয়ের ধন—সন্তানদিগকে বিক্রি করিতে অথবা স্ত্রী ও কন্যাদিগকে অবৈধ জীবন যাপনের পথে ঠেলিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে অন্য দিকে অতি লোভী ব্যবসায়ী, মুনাফাবাজ চোরাকারবারী খাদ্য দ্রব্য ও ঔষধ পত্র মালগুদামে স্তূপীকৃত করিতেছে—এমন কি স্বয়ং—গবর্ণমেণ্ট অনেক সময় দ্রব্যের উচ্চ মূল্য বজায় রাখার জন্য অজস্র খাদ্যসামগ্রী সাগর বক্ষে ভাসাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না। আর কত বলিব, প্রাচুর্য্যের দেশ মার্কিণ মুলুকেই লক্ষ লক্ষ—যুবক বেকার জীবন যাপন করিতেছে, শত সহস্র শ্রমিক জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত হইয়া বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘটের আশ্রয় নিতে বাধ্য হইতেছে—আর মালিক ও ধনিক শ্রেণীর ভাগ্যবান লোকদের ব্যাঙ্ক—ব্যালেন্স অস্বাভাবিক ভাবে ফাঁপাইয়া উঠিতেছে, লক্ষপতির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। হোলিউডের অভিনেতা অভিনেতৃদের আয়ের অঙ্ক এবং 'বড় লোক'দের পার্টি ও নাচ মজলিসের খরচের—হিসাব দেখিয়া চক্ষুর টনক নড়িয়া উঠে। পাঠক বৃন্দের সম্মুখে মাত্র একটি নাচ মজলিসে ব্যয়ের বিবরণ প্রদানের লোভ সংবরণ করিতে পারিলামনা।

দেশ ইটালি। পরলোকগত এক কোটিপতির একমাত্র কন্যা উত্তরাধিকারী মিস রিপলীর পক্ষ হইতে এই নৃত্যানুষ্ঠান। ইটালীর ৮০০ জন অতি ভাগ্যবান অতিথি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। একটি মনোরম খোলা মাঠে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের উপযোগী একটি সুদৃশ্য গ্যালারি প্রস্তুত হইয়াছে। এজন্য খরচ হইয়াছে মাত্র ৩০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৫০ হাজার টাকা। ৫০০ পাউণ্ড খরচে ঈষৎ নীলাভ ১০ হাজার ইলেক্‌ট্রিক ভাল্বের সাহায্যে কৃত্রিম চন্দ্রালোক সৃষ্টি করা হইয়াছে। শুধু অর্চেষ্ট্রার জন্যই খরচ হয় ৫০০ পাউণ্ড। সম্মানীয় অতিথিদের উপর ৫০০ পাউণ্ড মূল্যের পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হয়। বিচিত্র স্বাদ ও মনোহর গন্ধবিশিষ্ট বিবিধ চর্ব্বচুষ্যলেহ্যপেয় উপাদেয়—খাদ্যের জন্য ব্যয় হয় ১৫ হাজার পাউণ্ড আর উৎকৃষ্ট ধরণের শ্যাম্পানের জন্য খরচ হয় ১০ হাজার পাউণ্ড। অর্থাৎ প্রতিজনের শুধু আহার ও মদের জন্যই খরচ হয় প্রায় ৫০ টাকা। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য এই ধরণের নৃত্য মজলিসে উদরপূর্ত্তি ভোজন সভ্যতার রীতিবিরুদ্ধ। কারণ আহারের পরেই থাকে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত নৃত্যানুষ্ঠান। সুতরাং আয়োজিত খাদ্যের প্রায় সমস্তটাই উদ্বৃত্ত ও উচ্ছিষ্ট রূপে রহিয়া যায় এবং তাহা অবশেষে কুকুর, বিড়াল, শৃগাল ও অন্যান্য পশু পক্ষীর উদরে ভর্ত্তি হয় নতুবা নর্দ্দমার স্রোতে মিশ্রিত কিম্বা আবর্জ্জনার স্তূপকে স্ফীত করিয়া তোলে মাত্র। অনুষ্ঠান শেষে মাতা মিসেস্ রিপলী এই সামান্য (?) আয়োজনকে উক্ত—পরিবারের সুহৃদ ও শুভাকাঙ্খী বন্ধুবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠান বলিয়া কৈফিয়ৎ প্রদান করেন। পর দিবস, সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য গ্যালারিখানা এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া মিছমার করিয়া ফেলা হয়।—ইহা আধুনিক জড় সভ্যতার একটি সামান্য নমুনা মাত্র। এই ধরণের আনন্দানুষ্ঠান এবং অর্থাপচয় পাশ্চাত্যের অভিজাত সমাজের ধনিক গোষ্ঠির নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

বস্তুতান্ত্রিককতার ভিত্তির উপর 'আধুনিক সভ্যতা' নামক যে বিষ বৃক্ষ গড়িয়া উঠিয়াছে উহার মূল কাণ্ডের কিঞ্চিৎ পরিচয় এবং উহার বিষাক্ত আবহাওয়ায় বৃহত্তর মানব সমাজ কিরূপ অভিশপ্ত—হইয়া উঠিয়াছে তাহার সামান্য আভাষ উপরে প্রদত্ত হইল। এই বিষবৃক্ষের কাণ্ডে কাণ্ডে, শাখায় প্রশাখায় লতায় পাতায়, গুচ্ছে গুচ্ছে যে বিষ ফল ধরিয়া গিয়াছে আমরা ইন্‌শাআল্লাহ উহার সংক্ষিপ্ত—পরিচয় আগামী সংখ্যায় এবং উহার বিষক্রিয়ার ধারা বাহিক বর্ণনা পরবর্ত্তী সংখ্যাসমূহে দিতে—চেষ্টা করিব।

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের কর্ত্তব্য

রশীদুল হাসান, এম, এ, বি, এল,
ডিস্‌ট্রিক্ট সেশন জজ।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী ও রহমতে আজ আমরা একটি আজাদ ইস্‌লামী রাষ্ট্রের অধিবাসী। আল্লাহর তরফ হ'তে এ'টা একটা বড় নেয়ামত। ইংরেজদের এ দেশ ত্যাগের প্রাক্কালে অতি সঙ্কট মুহূর্ত্তে মরহুম কায়েদে আজমের মত নেতার নেতৃত্ব লাভও আল্লাহর রহমতের বিশেষ নিদর্শন। আল্লাহর মরজিতে ও মরহুমের নেতৃত্বে আমরা পাকিস্তান পেয়েছি। পাকিস্তানের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও পাকিস্তানকে কায়েম রাখা নির্ভর করছে এখন আমাদেরই উপর।

ইসলামের আদর্শ, কৃষ্টি, শিক্ষা ও ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কায়েম করার মানসেই মুসলমানদের জন্য একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের ইছলামের নিজস্ব একটি হোম ল্যাণ্ড [Home Land] দাবী করা হয়েছিল। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আল্লাহর মেহেরবানীতে তাহা হাসিল হয়েছে, যদিও আমাদের ন্যায্য দাবী সঠিক ভাবে পূরণ করা হয় নাই।

আদর্শ প্রস্তাবেও এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, পাকিস্তান জাতীয় রাষ্ট্র নয়, ইহা আল্লাহর রাজত্ব, আল্লাহরই আইন কানুন এখানে প্রচলিত হবে। আল্লাহর আইন কানুন বল্‌তে কি বুঝায়, তা বলে দিতে হবে না। আল্লাহর হুকুম, রছুলের (দঃ) নির্দেশ—কোর্‌আন ও হাদিছ—এই হলো আল্লাহর আইন কানুন। এতটুকু স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মান্‌তে বাধ্য যে জীবনের গতি নির্দ্ধারণ করার জন্য আমাদের আর কোথাও যেতে হবে না। কিন্তু পরিতাপ ও আক্ষেপের বিষয়, আমাদের জীবনের গতি পূর্ব্বে যা ছিল, এখনও—প্রায় তা-ই রয়েছে। বলা যেতে পারে, পরিবর্ত্তন কি রাতারাতিই ঘট্‌তে পারে? রাতারাতি না ঘটুক মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল, এখনও কি অন্ততঃ পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আশা করা উচিত ছিল না? তা ছাড়া আমাদের আইন কানুন তৈরী করতে হবে না—আইন কানুন ত রয়েছেই, অনুসরণ করাইত কাজ!

রাষ্ট্রের উপর হতে নীচ পর্য্যন্ত, ছোট বড় প্রত্যেকটী মুসলমানকে এই মুহূর্ত্তেই তওবা করে সত্যিকার ঈমানদার মুসলমান হতে হবে। শরা শরীয়তের পাবন্দীর সঙ্গে জীবন যাপন কর্‌তে হবে। কেবল মুখে মুখেই "খুলাফায়ে রাশেদীনের" আদর্শ আওড়ালে চল্‌বে না। ইস্‌লামের মূলমন্ত্রই হলো আমল (عمل) বা কর্ম্ম।

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় মূলমন্ত্রের দিকেই আমাদের লক্ষ নাই, কেবল মুখেই ব'লে বেড়াই। এটা হলো মুনাফেকদের লক্ষণ! কোর্‌আন পাকে আল্লাহ্ তা'লা এর্‌শাদ করেছেন :—

يا ايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون

"হে ঈমানদারগণ, যা করনা, তা বল কেন? যা তোমরা করনা, তা বলা, আল্লাহর কাছে অতি নিন্দনীয়।" পাকিস্তান রাষ্ট্রকে পাক ভিত্তির উপর—কায়েম করে স্থায়ী কর্‌তে হ'লে আমাদের প্রত্যেকটি মুসলমানকে ভিতর ও বাহির পাক কর্‌তে হবে। বিশেষতঃ যাহাদের উপর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। বড় হতে ছোট পর্য্যন্ত তাদের প্রত্যেককে খাঁটি ও পবিত্র হতে হবে; তবেই রাষ্ট্রের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যদি তা নাহয়, তবে তাদের পাপের ফলেও আবার রাষ্ট্রের অনিষ্ট অনিবার্য্য, তাই এ গুরুদায়িত্বটা উপলব্ধি কর্‌তে আমাদের রাষ্ট্রের পরিচালকরা যেন আর বিলম্ব নাকরেন।

রাষ্ট্রের প্রত্যেক কর্ম্মীকে অন্যায়, অবিচার,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চুরি, ঘুষ, দাগাবাজী, বে-ঈমানী হতে দূরে থাকতে হবে। তাদেরকে ন্যায়পরায়ণ, সৎ, সত্যবাদী, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী ও সর্ব্বপ্রকার গুণে গুণান্বিত হতে হবে। বিশেষ করে মুছলমানদের শুধু এ সমস্ত সাধারণ গুণ অবলম্বন করলেই চলবেনা, তাদেরকে অধিকন্তুভাবে সত্যিকার মোমেন হ'তে হ'বে। কেবল নিজেদের মুসলমান বললেই চলবেনা। অন্তরে ও বাহিরে সমভাবে মুসলমান হতে হ'বে। অন্তরে যা নিহিত থাকবে, বাইরে যদি তা প্রকাশ না পায়, ভিতরে ও বাইরে যদি মিল না থাকে সেটাই হ'লো মুনাফেকদের পরিচয়। আল্লাহ্ পাক বলেছেন :—

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار

"বস্তুতঃ মুনাফেকদের স্থান দোজখের নিম্নতম স্তরে"।

আমাদের ভিতর ও বাহির কি করে এক হবে? ভিতরে থাকবে —ঈমানে-কামেল, পূর্ণ বিশ্বাস— ও প্রকাশ পাবে তা আমলে। আমাদের অন্তরের ঈমানের সর্ব্বপ্রধান বিকাশ বা প্রকাশ্য চিহ্ন হ'লো **নামাজ**। পাকিস্তানীই হউক আর আরবস্থানীই হউক— কোরআনই মুসলমানদের একমাত্র অবলম্বন— পথ প্রদর্শক।

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما
رزقنهم ينفقون -

কোর্‌আন পাকের আরম্ভেই উপরিউক্ত আয়তে আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দ্দেশ রয়েছে যে, এই পবিত্র কিতাব 'কোর্‌আনে করিম'—মুত্তাকীদিগকে পথ প্রদর্শন করে। অর্থাৎ যারা এই কিতাবকে নিজেদের আদর্শ রূপে অবলম্বন করে নেবেন তারাই— মুত্তাকী। মুত্তাকীর প্রথম পরিচয় হলো আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ঈমানের মূল ভিত্তি। আল্লাহ্ তা'লার উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে স্বভাবতঃই আল্লাহর কালামের উপর, তার বিধি নিয়মের উপর, তার আইন কানুনের উপর— অটল বিশ্বাস না থেকে পারে না। ফলে এই দাঁড়ায় যে, তার কার্য্যকলাপেও এই বিশ্বাসের বিকাশ হয়। মুত্তাকীর দ্বিতীয় পরিচয় হলো নামাজ কায়েম করা। নামাজের আসল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দৈনিক পাঁচবার জামাআতের সঙ্গে নামাজ পড়াই হলো নামাজ কায়েম করা। কোরআন পাকে আছে :—

إن الصلوة كانت على المؤمنين كتبا موقوتا

অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময় মত নামাজ পড়া মোমেনদের উপর ফরজ, তারপর জামাতে নামাজ পড়া সম্বন্ধে কোরআনের নির্দ্দেশ—

واركعوا مع الراكعين

"নামাজের জন্য যারা রুকুতে যায় তাদের সঙ্গে— রুকুতে যাও"—(ঝুঁকে যাও) অর্থাৎ জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়। খুশী মত যখন ইচ্ছা হলো— নামাজ পড়ে নিলাম ও ইচ্ছামত ছেড়ে দিলাম, তা চলবে না।

নামাজ হতে কোন অবস্থাতেই অব্যাহতি নাই। এমন কি "জেহাদের" সময়েও নামাজ মাফ হয়— নাই। এই শিক্ষা পবিত্র নবী-এ করিম ও ছাহাবা এ কেরাম হতে নিতে হবে। জেহাদের সময় ফওজের এক অংশ নামাজে শরিক হয়েছে ও অপর অংশ লড়াই করেছে। আবার সেই অংশ লড়েছে ও— অপর অংশ নামাজ পড়েছে। এই ভাবে তাঁরা— জেহাদে জয়ী হয়েছেন। কারণ আল্লাহর সাহায্য, আল্লাহর মদদ সঙ্গে থাকত। আল্লামা ইকবাল— বলেছেন :—

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز
قبلہ رو ہوکے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

আমাদের মিলীটারী অফিসারদের ও সৈনিক ভাইদের বিশেষ দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করছি।

অতি আফসোস ও পরিতাপের বিষয় বর্ত্তমানে নামাজ, একটা অতি নিছক অর্থহীন অনুষ্ঠানে— পরিণত হয়েছে—বিশেষতঃ বড় লোকদের কাছে। বড় বড় অফিসার ও আমীর ওমরাহগণ নামাজটাকে গরীবদের কাজ ও দায়িত্ব বলেই মনে করে নিয়েছেন।

www.ahlehadeethbd.org

তাঁরা তাঁদের জন্য মাত্র দুই ঈদের নামাজ—জায়েজ রেখেছেন—যদিও কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের দিক দিয়ে এই অনুষ্ঠানটির জন্য তাঁরাই অধিকতর দায়ী। কারণ নামাজ শোক্‌রগোজারি—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি উপায় এবং যে-হেতু বড়দের উপর—আল্লাহর অনুগ্রহ, নি'আমত, রহমত ও দান বেশী, তাই শোক্‌রগোজারীর ভাগটাও তাদের কাছ থেকে বেশী প্রাপ্তব্য, কিন্তু তারাই সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ—এহছান ফরামুশ—(احسان فراموش)। গরীব ভাইদের আল্লাহর ভয়ও বেশী ভক্তিও বেশী এবং তাদের মধ্যে নামাজীর সংখ্যাও বেশী।—আল্লামা বলেছেন :—

جا کے هوتے هیں مساجد میں صف آرا توغریب
زحمت روزه جوکرتے هیں گوارا توغریب
نام لیتا هے اگرکوئی همارا توغریب
پرده رکھتا هے اگرکوئی تمهارا توغریب
امراء نشهٔ دولت میں هیں غافل هم سے
زنده هے ملت بیضا غربا کے دم سے

কবি, মুসলমানদের বর্ত্তমান অবস্থার একটি নিখুঁৎ ছবি এঁকে দিয়েছেন। আল্লামার স্মৃতি বার্ষিকী আমরা অনুষ্ঠিত করি বটে, কিন্তু তাঁর নছিহত ও উপদেশ আমরা গ্রহণ করি না! কোন কোন উচ্চ পদস্থ মুসলমান অফিসার নামাজত পড়েনই না, বরং নামাজকে তাচ্ছিল্য করে থাকেন বলে শুনতে পাওয়া যায়, তাঁদের উচিত যে তাঁরা পরিষ্কার ভাবে বলেদেন যে তাঁরা মুসলমান নন। কোর্‌আন পাকে নামাজের বিশেষ তাকিদ ছাড়াও পরিষ্কার নির্দ্দেশ রয়েছে :—

يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوالكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلوة اتخذوها هزوا -

"হে ইমানদারগণ, যে সমস্ত আহলেকিতাব (যাদের উপর পূর্ব্বে আল্লাহর কিতাব নাজেল হয়েছিল) এবং কাফেরগণ তোমাদের দীনকে (ধর্ম্মকে)—হাসি, তামসা ও খেলা মনে করে, তাদের তোমরা বন্ধু (ওলী, অভিভাবক) করে নিওনা ও আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাক। এবং—যখন **তোমাদেরকে নামাজের জন্য ডাক দেওয়া হয় (অর্থাৎ আজান), তাকেও তারা হাসি ও খেলা মনে করে**—তাদেরও বন্ধু বলে গ্রহণ করো না" (সুরা মায়েদা ৯ রুকু)। এই আয়তের পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি আয়তে আল্লাহতাআলা আরও এরশাদ করেছেন :—

انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغلبون -

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু (ওলী বা অভিভাবক) হচ্ছেন আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং মোমেনগণ,—**যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় আর তারা রুকুকারী** এবং যারা আল্লাহ্ ও রসুলকে ও ইমানদারদের অভিভাবক—রূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর জামাতভুক্ত" আর আল্লাহর জামাতভুক্তরাই প্রকৃত পক্ষে জয়যুক্ত। ইসলামকে, ইসলামের অনুষ্ঠান, বিশেষ করে নামাজ এবং নামাজের "আজানকে" যারা হাসি খেলা—মনে করে, তাদের সম্বন্ধে যখন এমন বিধান, সে ক্ষেত্রে তাদের মুসলমান কেমন করে বলা যেতে পারে? সকল মুসলমান ভাইদের কোরআন পাকের এ সমস্ত শিক্ষা অবলম্বন করতে হবে। এ সমস্ত—শিক্ষা বিবর্জ্জিত অজ্ঞদের ইসলামে কোন স্থান নাই। তাদের অজ্ঞতা, হঠকারিতা ও ধৃষ্টতা রাষ্ট্রের অমঙ্গলের কারণ হতে বাধ্য।

মুত্তাকির তৃতীয় পরিচয় হলো—আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার যত প্রকারের দান ও অনুগ্রহ আছে তা থেকে আল্লাহর পথে দান করা। এ-টি হলো মোত্তাকীর দ্বিতীয় প্রকাশ্য চিহ্ন ও ইমানের দ্বিতীয় বিকাশ—প্রথমটির কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে—নামাজ। আমাদের কেবল মুখে মুসলমান বলে দাবী করলে চলবে না। —মোমেনদের যে

www.ahlehadeethbd.org

দু'টি উল্লিখিত বাহ্যিক চিহ্ন ও প্রকাশ্য পরিচয় (নামাজ ও দান), তা' আমাদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তবেই আমরা সত্যিকার মুসলমান বলে— দাবী করতে পারবো। মুত্তাকীর বাকী দুটি পরিচয় হলো কোর্‌আন ও তার পূর্ব্বেকার অবতীর্ণ সমুদয় কিতাবের উপর বিশ্বাস এবং আখেরাতের উপর অটল আস্থা (একিন)। প্রকৃত فلاح বা উন্নতির চরম সীমা হাসেল করতে হলে এ সমস্ত পরিচয় মুমেনের মধ্যে থাকা অনিবার্য্য। আল্লাহ তাআলা মোত্তাকিদের সম্বন্ধে বলেছেন :—

اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون –

এরাই আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়েত পেয়েছেন ও এরাই কৃতকার্য্য।

কোর্‌আন পাকে মোত্তাকিদের সাফল্য সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন :—

ان المتقين فى جنت وعيون اخذين ما أتهم ربهم انهم كانوا قبل ذالك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون – وبالاسحار هم يستغفرون وفى اموالهم حق للسائل والمحروم –

"বস্তুতঃ মোত্তাকীগণ নহর (পরিবেষ্টিত) জান্নাতের (অধিবাসী) হবেন। তাদের রব (স্রষ্টা ও প্রতি-পালক) তাদের যা দিয়েছেন, তা' নিয়ে তারা— (সন্তুষ্ট) থাকবেন—কারণ তারা পূর্ব্বে (জীবন কালে) পরোপকারী (মুহ্‌ছেন) ছিলেন। তারা রাত্রের অল্প অংশ ঘুমে কাটাতেন (অর্থাৎ বেশীর ভাগই এবাদতে কাটাতেন) এবং তারা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতেন এবং তাঁদের ধন দওলতের মধ্যে একটা অংশ ছিল ছায়েল ও মাহ্‌রুমদের— ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য। মুসলমানকে এই ধরণের মুত্তাকী হতে হবে তা হলেই তারা দুনিয়াকে পথ দেখাতে পারবেন।

আমরা যদি নিজেদের আদর্শ, নিজেদের— আইন কানুন ও অনুষ্ঠানগুলিকে অবজ্ঞা করে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে মত্ত হয়ে পড়ি, তবে ইসলামিক-রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

তাই আমাদিগকে সুষ্ঠুভাবে নিজেদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব উপলব্ধি করে, সেই ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তৈরী হ'তে হ'বে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই মরহুম কায়েদে আজম পাকিস্তান হাসেল করে পাকি-স্তানের জন্য প্রাণপাত করেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

বাংলা ভাষার সংস্কার

আব্দুল কাছেম কেশরী।

বাংলা বর্ণমালা ও ভাষার পরিবর্তনের বা কিছু পরিবর্জনের প্রয়োজনীয়তা বহু দিন থেকে উপলব্ধি করে আলোচিত হবার পর এ-বিষয়টাকে—ধামাচাপা দে'য়া সম্ভব হয়নি। অবিভক্ত বাংলা দেশে যে বিষয়টার প্রয়োজন ছিল, বাংলা প্রদেশ বিভাগের পর সে ভাষা সমস্যা আবার নতুন ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ভাষার রূপ কি দাঁড়াবে তা নির্ধারণের জন্য পূর্ব পাক ছরকার একটী কমিটীও নিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা এর সমাধানে একটী কাঠামো খাড়া করেছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে কমিটীর কাযের কোন সমালোচনা না করেও দু' এক কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

যত দূর মনে হয়, সর্ব প্রথম বাংলা ভাষার সংস্কারের ব্যাপারে ডঃ সুনীতিকুমার চাটার্জি—মহাশয় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁর সংস্কারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী বর্তমানে "আনন্দ বাজারীয়" পত্রিকা গুলো সমৃদ্ধ হ'য়েছে। অতঃপর জনাব আবুল—হাছানাৎ আই পি ছাহেব যে ফরমূলা প্রদান করেন, তা সর্বজনবিদিত। সেটাই পূর্ব পাকিস্তানের বর্ণমালা ও ভাষা সংস্কারের মাপকাঠি নির্ধারিত হওয়া উচিত বলে মনে করি।

যে ভাষার বর্ণমালা সংখ্যায় যত কম হ'বে, সে ভাষা ততই সর্বাংগ সুন্দর ও ভাষা সৌকর্যে—সমৃদ্ধ হ'বে। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হ'তে সৃষ্ট অন্ত্যজ ভাষা। সংস্কৃতের প্রভাব পুরামাত্রায় তার ঘাড়ে আছন্ন ক'রে আছে।—যেমন উদাহরণ দেয়া যায়—বাংলা ভাষায় বর্গীয় "জ" ও অন্ত্যস্থ "য" এর উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই। সংস্কৃতে উভয়ের উচ্চারণ [Pronunciation] সুস্পষ্ট ও প্রয়োজনীয়।—সেই রূপ মূর্দ্ধন্য "ণ" ও দন্ত্য "ন" এ, বর্গীয় "ব" ও অন্তস্থ্য "ব" এ এবং উষ্ম বর্ণগুলোর মধ্যে তালেব্য শ মূর্দ্ধন্য ষ ও দন্ত্য স এ উচ্চারণের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। ফলে কায চালাবার জন্য একটি রেখে অপরগুলো অবশ্য বর্জনীয়। তা হ'লে ব্যঞ্জণ বর্ণমালার সংখ্যা দাঁড়ায়—

ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ
ট	ঠ	ড	ঢ	ত	থ	দ	ধ
ন	প	ফ	ব	ভ	ম	য	র
ল	শ	হ	ং	য়	ড়।		

ঙ-কে বাঅদ্ দেয়া হ'য়েছে ং দিয়ে কায চল্‌বে বলে। তাতে ছহজও হবে অনেক। যেমন, অঙ্ক, শঙ্খ, গঙ্গা, লঙ্ঘন প্রভৃতির আধুনিক রূপ অংক, শংখ, গংগা, লংঘন। ঞ-র দরকার মোটেই নেই। ঝঞ্ঝা, চঞ্চল, বাঞ্ছা, জঞ্জাল প্রভৃতিকে ঝন্‌ঝা, চন্‌চল,—বান্‌ছা, জন্‌জাল্ বলে উচ্চারণ কর্‌লে বা লিখলে মোটেই শ্রুতিকঠোর ঠেকে না বা অশোভন দেখায় না। মূর্দ্ধন্য ণ এর সকল কায দন্ত্য ন দিয়েই চলবে। দুটো "ব"এর দরকার মোটেই নেই। তিনটী 'শ' বাহুল্য মাত্র। বাংলায় উচ্চারণে কোন প্রভেদ—নেই। সে-জন্য দন্ত্য স ও মূর্দ্ধন্য ষ-কে বর্জন করাই বিধেয়। যুক্ত ক্ষ বর্ণ হতে পারে, তাকে যুক্তাক্ষরের শ্রেণীতেই স্থান দেওয়া উচিত। ৎ : ঁ র উচ্চারণ বাংলা ভাষায় নেই বল্‌লেই চলে। ঢ এ বিন্দু ঢ় এর শব্দ সংখ্যা অতি অল্প। এ-গুলো বিশেষভাবে বর্জনীয়। যতক্ষণ হসন্ত এর প্রচলন থাক্‌বে, ততক্ষণ খণ্ড ৎ এর কোন প্রয়োজন নেই। ত এ হসন্ত দিয়ে খণ্ড ৎ এর উচ্চারণ সমধিক ছহজ। স্বর বর্ণের বেলায়—

অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও

একটী বর্ণই যথেষ্ট বলে মনে হয়। অন্যগুলোর—প্রয়োজন বাংলা ভাষায় নেই। প্রত্যেক ভাষাতেই হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর আছে। ঈ ও ঊ কে বাঅদ্ দিলে বাংলা ভাষায় দীর্ঘ স্বর বুঝাবার আর কোন অক্ষর নেই। ঐ এর উচ্চারণ "অই"তে বেশ স্পষ্ট হয়।

www.ahlehadeethbd.org

ঔ-র বেলায় 'ওউ' দ্বারা উচ্চারণ খারাব শুনায় না। স্বর বর্ণ যখন মাত্রায় পরিবর্তিত হয়, তখন বর্তমানে যে এলোমোলো ভাবে লেখা হয় তার পরিবর্তন আবশ্যক। সকলগুলোকেই ব্যঞ্জন বর্ণের ডান দিকে বসাতে হবে। কেননা বর্ণের সংগে—মাত্রা যোগ হ'য়েই প্রকৃত উচ্চারণ সৃষ্টি হয়। বর্ণ বিশ্লেষণের বেলায় এ বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। একার বামে থাকে, অথচ বর্ণ বিশ্লেষণের বেলায় +চিহ্ন দিয়ে ডানে দেখান হয়।

আরও ক-একটী চিহ্নের আশু পরিবর্তন দরকার। রেফ্ যুক্ত অক্ষরের কোন দরকার আছে বলে মনে করি না। র এ হসন্ত দিয়ে ও গুলো সেরে নেয়া যায়। যথা :— কর্ম—কর্‌ম, উর্দ্ধ—উর্‌ধ ইত্যাদি। য ফলা একটা বাহুল্য। ও-কে বর্জন কর্‌তে হবে। কার্য্য—কার্‌জ বা কার্‌য, বাহ্য—বাহ্‌য প্রভৃতি। "র" ফলার পরিবর্তন একটু কষ্টসাধ্য হলেও—অভ্যাসে পরিণত হলে কষ্টকর কিছুই নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—প্রস্তাব—পর্‌স্তাব, প্রকাশ—পর্‌কাশ ইত্যাদি। অবশ্য কবিতায় এ রূপ উচ্চারণ যথেষ্ট হ'তে দেখা যায়। ব ফলাও একটী বাহুল্য যেমন— উজ্জ্বল—উজ্‌জ্বল, পল্বল—পল্‌লল প্রভৃতিতে লেখা যায়। তবে আ'রবী উচ্চারণ (مخرج) বজায় রাখার জন্য ক-একটী বর্ণের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

এ স্থলে হসন্তর ব্যবহার সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলা দরকার মনে করি। শব্দের শেষের অক্ষর যদি "অ"কার বিয়োগান্তর হয়, তবে ওটা হসন্ত যুক্ত হওয়াই বাঞ্জনীয়। কিন্তু অনেক সময় এর ব্যতিক্রম হ'তে দেখা যায়। যেমন— কাল—রংয়ের নাম আর কাল—সময়। রংয়ের নাম উচ্চারণের বেলায়—"কালো" উচ্চারণ করা হচ্ছে, অথচ সময় বুঝবার জন্য কাল্ হয়। মজার কথা এই যে, উচ্চারণ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বর্ণ বিশ্লেষণের বেলায় দুটোই একই রূপ পরিগ্রহ করে। আবার "বল" শব্দটীর সম্বন্ধে তা-ই। বল—শক্তি। বল—বলা বা বলিতে আদেশ করা। যখন শক্তি বুঝায় তখন উচ্চারণ হয় বল্ আর যখন বলা বুঝায় তখন "বলো" উচ্চারিত হয়। বর্ণ বিশ্লেষণে একই রূপে দুটোর কার্য সমাধা হয়। অতএব যে বর্ণগুলো অকারান্তে উচ্চারিত হয় না, তাকে প্রকাশ করবার সময় হসন্ত দিয়ে—প্রকাশের নিয়ম প্রচলন করতে হ'বে।

বানান সম্বন্ধেও কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। অন্তস্থ্য য় এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ হওয়া দরকার। য় এ আকার দিলে য়া হয়। এর উচ্চারণ স্বর বর্ণের আ এর উচ্চারণ থেকে কোন ক্রমেই পৃথক নয়। তা' হলে দিয়া, করিয়া যাইয়া, খাইয়া প্রভৃতি—শব্দগুলোকে আমরা অনায়াসে দিআ, করিআ খাইআ—— বলে লিখ্‌তে পারি। আবার য় এ একার দিলে "য়ে" হয়। এটার উচ্চারণ যা "এ" এর উচ্চারণও তা-ই। কয়েক, কয়েদী, কায়েম ইত্যাদি কএক, কএদী, কাএম বলে লেখায় কোন দোষ আছে বলে মনে করি না। সে প্রকার "য়"তে হ্রস্ব উকার যোগ করাও অবান্তর বলে মনে হয়।

বাংলা ভাষার সংস্কারে আমাদের ছাম্‌নে আর একটী জটিল সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা হচ্ছে বাংলা ভাষায় অন্য ভাষার শব্দ চয়ন। আমাদের মনে হয়, এক সংস্কৃত ছাড়া বাংলা ভাষায় যে সকল শব্দ ঢুকেছে তাদের বর্জন করার মানে ভাষাকে—পংগু করা। অবিভক্ত বাংলায় বহু আন্দোলন করেও বাংলা ভাষা থেকে অন্য ভাষার শব্দকে বিদায় দেওয়া সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে শক্তিশালী মুছলিম লেখকের স্থায়ী আসন দখলের সংগে সংগে মুছলমানের নিত্য ব্যবহৃত ইছলামী শব্দগুলো স্থায়ী ভাবে সাহিত্যের আসরে আসন গেড়ে বসেছে।

বাংলা ভাষার যে সকল একনিষ্ঠ বাঙালী (?) সেবক ইছলামী ভাষা ব্যবহার করেছেন, তারা গত্যন্তর না পেয়েই করেছেন। হয় তারা সেগুলোকে শুদ্ধি করে একেবারে বাংলা ভাষার সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন, নয় তো এমন উচ্চারণে ব্যবহার করে-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছেন যাতে মুছলমানেরা প্রাণে সততই আঘাত পায়। সংক্ষেপে এখানে আলোচনা প্রয়োজন মনে কর্‌ছি। (১) যেগুলো শুদ্ধি করা হয়েছে :—ছওদা, নক্‌দ্‌, মওজুদ, জও্‌আব, তন্‌খা, ফিহ্‌রিছ্‌ত, দিগর; গেরে-ফ্‌তার, ছহ্‌জ্‌ (!) ও ছব প্রভৃতি শব্দগুলোকে সওদা, নগত, মজুত, জবাব, তঙ্কা, ফিরিস্তি, দোকর, গ্রেফতার, সহজ ও সব এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৪১ শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর ৮ম পৃষ্ঠায় মৎলিখিত "ইছ-লামী শব্দ সমস্যা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) (২) বিকৃত উচ্চারণ—যিক্‌র্‌কে জিগীর, বোযর্‌গীকে বুজরুকী ফখরকে ফক্কড় প্রভৃতি রূপদান করা হ'য়েছে।—(বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৪১ শ বর্ষ ২০ শ সংখ্যা সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর ৮ম পৃষ্ঠায় মৎলিখিত "ইছ-লামী শব্দের বিপর্য্যয়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

বাংলা ভাষা থেকে ইংরেজীর চেয়ার তুলেদিলে কেদারা টান্‌তে হ'বে, পকেট ছাড়লে ঝোলায় হাত পড়বে। সার্ট, টিকিট, গ্লাস, শ্লেট, পেন্সিল ও নিব প্রভৃতির বাংলা প্রতিশব্দ পেতে হয়রান হ'তে হ'বে নিশ্চয়ই। ইছলামী দোআ'তের (!) পরিবর্তে 'মস্যাধার' মানে যে পাত্রেই কালিগুলা যাবে তা-ই। কলমকে লেখনি আর পায়খানাকে "গুঘরা" মন্দ শুনায়না!

এক্ষণে ইছলামী শব্দের উচ্চারণ এবং অনুলেখন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্‌। আ'রবী ই'রাব (اعراب) গুলোর উচ্চারণ সম্বন্ধে একটা ধরাবাঁধা নিয়ম প্রবর্তন আশু প্রয়োজন। আমার মতে——

যবর= অকার; بَ বে যবর্‌ ব=ব্‌+অ

যের্‌=হ্রস্বইকার; بِ বে যের্‌ —বি=ব্‌+ই

পেশ্‌=হ্রস্বউকার; بُ বে পেশ্‌—বু=ব্‌+উ

হওয়া বাঞ্ছনীয়। ওগুলোর দীর্ঘস্বর হ'বে—

বে আলীফ্‌ যবর্‌= بَا বা।

বে ইয়ে যের্‌= بِی বী

বে ওয়াও পশ্‌= بُو বূ

যোগ ক'রে। ই'রাব যখন তান্‌বীন্‌ (تنوین) হয়, তখন হ্রস্ব স্বরেই উচ্চারিত হ'বে। যে শব্দের মধ্যে জযম্‌ (جزم = ^) যুক্ত ছাকিন (ساکن) অক্ষর থাকবে, বাংলা অনুলেখনে তাকে হসন্ত (্) দিয়ে প্রকাশ কর্‌তে হ'বে।

আ'রবী ২৮টী বর্ণের মধ্যে ছে, ছিন, ছুয়াদ (ث) (س) (ص) এ তিনটী অক্ষরের উচ্চা-রণে ও অনুলেখনে বাংলা ভাষায় ছ বা স ব্যবহার করা হয়। আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কারানুযায়ী স কে বাদ্‌দ্‌ দিলে উক্ত তিনটী বর্ণের জন্য একমাত্র "ছ" কেই অবলম্বন কর্‌তে হয়। কিন্তু বর্ণত্রয়ের مخرج মখ্‌রজ্‌ (উচ্চারণ) পৃথক পৃথক হওয়ায় "ছ"কেও তিনরূপে প্রকাশ কর্‌তে হ'বে। যথা :—

ث=ছ, س=ছ্ব, ص= ছ'।

জিম্‌, জাল্‌, জে ও জোয়াদ্‌ বর্ণ চতুঃষ্টয়ের অনুলেখনে জ ও য ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। তা'হ'ল——

ج জিম্‌=জ; ذ যাল্‌=য; ز জে=জ ও ض যোয়াদ্‌=য্ব বাংলা অনুলেখনে ও উচ্চারণে প্রকাশ কর্‌তে হ'বে। যোয়াদের দোয়াদ উচ্চারণ অন্ধভক্তি, গোঁড়ামী ও অন্যায় যিদের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাম্‌যা ও আ'ইন এর উচ্চারণে অনেক প্রভেদ। কিন্তু বাংলা ভাষায় একই উচ্চারণে ও অনুলেখনে বিন্যস্ত করা হয়। অতএব আ'রবী উচ্চারণ বজায় রাখতে হলে— হাম্‌যার যবর্‌ ءَ=অ, আ'ইন যবর্‌ عَ=অ' রূপে বাংলা অনুলেখনে প্রকাশ কর্‌তে হ'বে। ছোট কাফ্‌ ও বড় কাফে (গোল কাফ্‌) উচ্চারণ পার্থক্য আছে। ও দু'টীকে ছোট ك=ক, গোল কাফ্‌ ق=ক্ব রূপে প্রকাশ করা প্রয়োজন ব'লে মনে করি। ফলে ت তে=ত, ط তোয়=ত্ব, [illegible] হলকী =হ্ব, ه হে হোয়াজ=হ প্রভৃতি কতকটা শব্দের প্রকাশভংগিকে বজায় রাখার জন্য বাংলা বর্ণমালার ব-ফলার প্রচলন রাখ্‌তে হ'বে। পক্ষান্তরে আমরা অন্য সকল যুক্তাক্ষরমূলক শব্দকে চিরতরে বিদায় দেওয়ার পক্ষপাতি। ... ...তা

ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারেনা। আবিলতাহীন সরল শব্দ যোজনায় ভাষা উৎকর্ষলাভ করে।

উপসংহারে বাংলাভাষার সংস্কার কমিটীর শ্রদ্ধেয় ছদর ছাহেব ও মেম্বর মহোদয়গণকে আমাদের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা ক'রে দেখতে অনুরোধ করি।

বাংলার বর্ণমালা ও উচ্চারণ

বর্ণমালার সংখ্যা কম হলেই ভাষা সর্বাংগ সুন্দর ও সমৃদ্ধ হবে, এ নীতি আমরা স্বীকার করিনা, কারণ ভাষার স্ফুরণ ও অভিব্যক্তির জন্যই বর্ণমালার প্রয়োজন। জিহ্বা, কণ্ঠ তালু, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ইত্যাদি স্থান হতে যে সকল শব্দ নির্গত হয়, সেগুলি সঠিক-ভাবে উচ্চারণ করার মত অক্ষরের যেভাষায় অভাব আছে, তাকে মূক বলতে হবে, উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষার বর্ণলিপি বলা চলবেনা। আমরা মনে করি যে, ভাষার জন্যই বর্ণমালা আবশ্যক, বর্ণমালার জন্য ভাষা নয়। কিন্তু তাইবলে আমরা অনাবশ্যক সংখ্যাবাহুল্যের পক্ষপাতি নই। যে অক্ষর নিরর্থক, যার পৃথক এবং বিশিষ্ট উচ্চারণ নেই, কেবল বানান বিভ্রাট সৃষ্টি করার জন্য সেরূপ অক্ষরের অস্তিত্ব ভাষার আবর্জনা মাত্র।

সংস্কৃত ভাষায় আমরা পণ্ডিত নই, কিন্তু বাংলাকে মাতৃস্তন্যের সংগেই গ্রহণ করেছি, মায়ের বুকের খীর-ধারার মতই বাংলা আমাদের কাছে সুমধুর! সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণভঙ্গী ঠিক রাখার জন্য বাংলার বর্ণমালা পঞ্চাশের সংখ্যাকেও অতিক্রম করেগেছে, কিন্তু সংস্কৃতের সে দেববাঞ্ছিত উচ্চারণ বাংলার ধাতে সয়নি তবুও আজপর্যন্ত আভিজাত্য রক্ষা করার জন্য তার স্মৃতি প্রতিপালিত হচ্ছেই! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলাযেতে পারে যে, মাছের 'আঁশে' 'মশা'র কোনরূপ আপত্তি নাথাকলেও শুধু সংস্কৃতের গৌরবের জন্য মশককে আমিষের বর্ণে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, সরিষার আদি ও অন্তের বর্ণে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পার্থক্য নেই, অথচ সর্ষপের আভিজাত্য রক্ষাকল্পে বর্ণভেদ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুদ্রযুগের মহিমায় ব্রাহ্মণত্বের গৌরব সকল স্থানে টেকানো সম্ভবপর হয়নি, অমৃতের সন্তান মনুষ্যের অপভ্রংশ হলেও হরতালের ভয়ে মিনসেকে স্বীকার করে নিতে হয়েছেই; সাধের শ্রদ্ধার উপর অরুচি ধরে গেছে। ফলকথা, বাংলার যেশব্দগুলি সংস্কৃতজাত, যতক্ষণ সেগুলির সাংস্কৃতিক উচ্চারণ রক্ষাকরা অনিবার্য্য মনে হবেনা, অন্ততঃ ততক্ষণ পর্যন্ত বর্ণবিদ্বেষ ছাড়তেই হবে

যদি কেউ বলেন, এ বর্ণবিদ্বেষ দিয়ে বাংলার কৌলীন্যমর্যাদা বাড়বে, তার অন্ত্যজ হবার অপবাদ ঘুচবে তার উত্তরে আমরা বলবো যে, সংস্কৃতের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে বলেই যদি বাংলা অন্ত্যজ হয়, তাহলে পৃথিবীর কোন ভাষাই কুলীন নয়! দুনয়ায় মানুষের বংশগত কৌলীন্যের অবসান ঘটছে কিন্তু অভাগিনী বাংলা ভাষা আজো অপাংক্তেয়ই থেকে গেল! আর বাংলাকে নবআভিজাত্যের—গদীতে প্রতিষ্ঠিত করার অতি-আগ্রহে যাঁরা সাং-স্কৃতিক উচ্চারণের চিহ্নগুলি নিশ্চিহ্ন করতে সমুৎসুক

www.ahlehadeethbd.org

হয়েছেন, তাঁদের জেনেরাখা দরকার যে, বাংলাকে নিরাভরণা করে বিধবার বেশে সজ্জিতা করা যেতে পারে বটে, কিন্তু মেয়ের দেহে মায়ের অংগ—অবয়বের যে ছাপ আছে, তা দূর কর্‌তে চাইলে বাংলাকে ব্যবচ্ছেদাগারে [Dissection Hall] পাঠাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সংস্কৃত বাংলার জননী। মৃত, প্রেত নয় যে, ওঝা ডেকে বাংলার ঘাড় থেকে ওকে নামিয়ে দেওয়া যাবে। আর বাংলার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জন্য আজ যদি সাংস্কৃতিক উচ্চারণের অক্ষরগুলিকে বাদ দিতে হয় তা হলে কাল আরাবী, ফার্ছী শব্দগুলির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবেনা কেন? আর এই ভাবে বাংলা হতে সংস্কৃত, আরাবী ফার্ছী সমস্ত ভাষারই প্রভাব দূর কর্‌তে হলে বাংলার আভিজাত্যের—পরিণতি হবে কোন আকারের?

মোটকথা, কোন বর্ণের অন্ধ বিদ্বেষ আর কোনটার প্রতি অহেতুকী ভক্তি বর্ণমালা সংশোধনের নীতি হওয়া উচিত নয়। প্রয়োজনের আলো হাতে কয়েই এ পথে অগ্রসর হতে হবে।

প্রথমেই জেনে রাখা উচিত যে, বাংলা বল্‌তে আমরা সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালী, আরাবী, ফার্ছী,—উর্দু ও ইংরেজী প্রভৃতি শব্দের মিশ্রিত ভাষাকে বুঝ্‌বো। যে ভাষার যে শব্দ, তার উচ্চারণ রক্ষা করার জন্য কোন্ অক্ষর বাদ দেওয়া বা রাখা অথবা বৃদ্ধি করা আবশ্যক আগে তাই পরীক্ষা কর্‌তে হবে।

(ক) কথা উঠেছে—বাংলায় অন্তস্থ য এর উচ্চারণ নেই, সুতরাং ওকে বাদ দিয়ে শুধু বর্গীয় জ বলবৎ রাখা হোক। অন্তস্থ য এর সঠিক উচ্চারণ সাংস্কৃতিক বাংলার কোন শব্দের জন্য আবশ্যক কিনা, তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে, সাংস্কৃতিক বাংলার কোন শব্দেই ওর উচ্চারণ প্রয়োগ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। যজন, যজ্ঞ, যক্ষ্মা, যদি, যন্‌তা, যন্‌ত্র, যশ ইত্যাদি শব্দ বাংলায় জজন, জজ্ঞ, জক্ষ্মা, জদি, জন্‌তা, জন্‌ত্র, জশ ইত্যাদির উচ্চারণেই বলা হয়। এ অবস্থায় এ রূপ সাংস্কৃতিক—বাংলা শব্দগুলি অন্তস্থ য এর পরিবর্তে বর্গীয় জ দিয়ে লিখ্‌লে অসুবিধার কারণ হবে না, অবশ্য নূতন শব্দকোষ তৈরী করা আবশ্যক হবে। কিন্তু আরাবী ফার্ছীর ظ ذ ز ض আর ইংরেজীর Z এর উচ্চারণ যে সকল বাংলা শব্দে প্রয়োজনীয় হবে, তাদের জন্য একটী অক্ষর আবশ্যক; আর আমাদের বিবেচনায় অনন্ত য সে অভাব পূরণ কর্‌তে পার্‌বে। যেমন, জাহায, ওযু, যালিম, যিরো, যোন ইত্যাদি।

যারা উল্লিখিত অক্ষরসমূহের উচ্চারণের জন্য বর্গীয় জ কেই যথেষ্ট মনে করেন, তাঁদের যুক্তির সারবত্তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। অধিকন্তু উপরিউক্ত অক্ষর সমূহের প্রত্যেকটীর উচ্চারণ ভেদ বজায় রাখার জন্য যাঁরা পৃথক পৃথক বর্ণ বাংলায় আমদানী করার পক্ষপাতি, আমরা তাঁদের সংগেও একমত নই, কারণ ঐগুলির উচ্চারণের পারস্পরিক বৈষম্য এতই সূক্ষ্ম ও চুলচেরা যে, তাকে সংস্কৃতের তালব্য শ ও মূর্ধন্য ষ এর সংগে অনায়াসে তুলনা করা চল্‌তে পারে। বর্ণিত আরাবী, ফার্ছী অক্ষরগুলির উচ্চারণ ভেদ বাংলায় রক্ষা করতে—না পারলে আরাবী ফার্ছীর জাতিচ্যুতির আংশকা নেই আর জাতিরক্ষার এ আব্দার রক্ষা করতে গেলে সে বোঝায় বাংলা বর্ণমালার ঘাড় ভেংগে চুরমার হবে। পক্ষান্তরে আরাবী, ফার্ছী ও ইংরেজী ভাষায় যাদের অল্পবিস্তর জ্ঞান রয়েছে, তাদের—পক্ষে উল্লিখিত বর্ণের অনুলেখন কষ্টসাধ্য হওয়া উচিত নয়। যবহকে কোন ব্যক্তি ضبح, জাহাযকে جهاز ওযুকে وضو যালিমকে ظالم যিরোকে zero আর যোনকে Jone লিখতে পারে না।

(খ) মূর্ধন্য ণ ও দন্ত্য ন এর পার্থক্য আর উচ্চারণ ভেদ সংস্কৃতে থাকলেও বাংলায় ওর সার্থকতা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর, অবশ্য এর ফলে বাংলায় যে বানান বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে তা কারো অজানা নেই। সংস্কৃত ছাড়া দুনয়ার কোন ভাষায় দুটী নকার আছে কিনা সন্দেহ। সাংস্কৃতিক উচচারণের গুরুতর অমর্যাদা না ঘটলে এ বিভ্রাটের চূড়ান্ত—নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। আমাদের ধারণায় আরাবী যওয়াদ ও যোওয়ার মধ্যে যতটুকু উচ্চারণ ভেদ—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রয়েছে সংস্কৃতের মূর্ধন্য ণ ও দন্ত ন এ তার চাইতে বেশী পার্থক্য নেই, সুতরাং যওয়াদ ও যোওয়ার বেলায় আরাবী কৌলীন্য যতটুকু খর্ব হচ্ছে, মূর্ধন্য ণ ও দন্ত ন এর বেলায় সংস্কৃতেরও ততটুকু ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।

(গ) বর্গীয় ও অন্তস্থ ব এর উচ্চারণভেদও অত্যন্ত আভিজাতিক। শূদ্র বা প্রোলেটেরিয়ট যুগের বহুপূর্বেই এ বৈদিক আভিজাত্যকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) তালব্য শ ও মূর্ধন্য ষ এর উচ্চারণভেদও যুওয়াদ ও যোওয়ার ন্যায় অতি আভিজাতিক। বিগত কয়েক শতকে এ কৌলীন্য বাংলায় রক্ষা করে চলা সম্ভবপর হয়নি। ষড়্‌দর্শনে শীতের প্রকোপ কি একটুকুও অস্বীকৃত হয়েছে? শিব ঠাকুর কি ষাঁড়ের বাহন প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছেন? বর্ষীয়সী শুকতারার হর্ষ কি কিছু নিস্প্রভ হয়েছে? যার বাস্তবতা নেই, তার লাশ বয়ে বেড়ালে কি লাভ হবে? অতএব দুই শ এর মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়া উচিত। গোড়াতেই যখন তালব্যশকে পাওয়াগেল তখন মধ্যে গিয়ে কিলাভ হবে?

(ঙ) কিন্তু দন্ত সকে বাদ দেওয়া চলতে পারে না। ইংরেজী S এর উচ্চারণে বাংলায় স্ত্রীজাতির স্নেহ রয়েছে, এর তুলনা করার স্পর্দ্ধা আরবেরও নেই, ইউরোপেরও নেই! মায়ের স্মৃতি জাগ্রত হলে আজও কি অস্থিরতা ও অস্বস্তি বোধ হয়না? আর বাংলার আস্তিক হোক আর নাস্তিক স্নানে কারুরই অরুচি নেই আর স্রষ্টার প্রতি আস্থাকে একদম আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করার জন্য কেউ ব্যস্ত নন। কাজেই আস্তে আস্তে দন্ত সকে চিরবিদায় দেওয়ার স্পৃহা আমাদের নেই। অবশ্য S এর উচ্চারণ বাংলায় শুধু দন্ত স এ সীমাবদ্ধ না রাখায় দন্তসকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে এবং শ্রাবণের অশ্রুধারার দায়িত্ব তালব্য শ এর ঘাড়ে ন্যস্ত করায় দন্ত স শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। আবার একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলার অধিকাংশ শব্দে দন্তসকে জাতিচ্যুত করে এক বিশ্রী ও অশ্লীল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটান হয়েছে, কিন্তু সবদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ইংরেজী S এর উচ্চারণের জন্য বাংলায় একটী বর্ণের আবশ্যকতা অস্বীকার করতে পারা যাবেনা আর এর জন্য দন্তসকেই বহাল রাখা উচিত।

যাঁরা বলেন ইংরেজী S এর উচ্চারণ বাংলার ছ দিয়ে সম্পন্ন হবে, তাঁরা ছ বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণের কি গতি করতে চান? ছলনা করে ছবি,— ছাগল, ছুত, ছাপা, ছেঁড়া, ছুটি ও ছেলে প্রভৃতি শব্দগুলির ছ কে ইংরেজী S বর্ণের ন্যায় উচ্চারণ করতে বললে ছাত্র মহল হাস্য সম্বরণ করতে পারবে তো? আমরা এটাকে বাংলার অপমান মনে করি। উর্দু বা হিন্দীর ছোটা, ছিঁটা, ছত, ছক্কা ও ছটাক কে S এর ন্যায় উচ্চারণ করতে বললে পাকিস্তানের ছেলেরা ছুরী নাহোক ছড়ী বের করবেই। সুতরাং বাংলা, উর্দু ও হিন্দীর ছ কে যেমন এস্ উচ্চারণ করলে চলবেনা, তেমনি ছ বর্ণের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে এস্ এর উচ্চারণের জন্য দন্তসকে বাঁচাতে হবে।

(চ) এখানে আর এক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আরাবী, ফার্ছী, উর্দু ভাষায় তিনটী বর্ণ আছে যথা, ث, س, ص, এদের উচ্চারণের পারস্পরিক ভেদও অতি আভিজাতিক। যওয়াদের পরিবর্তে যেমন কেউ কেউ ধ উচ্চারণ করতে চান, তেমনি কেউ কেউ — ث র জন্য থ, س এর জন্য দন্তস আর ص এর জন্য ছ প্রয়োগ করার উপদেশ দেন, কিন্তু আরাবী উচ্চারণভঙ্গীর এই সূক্ষ্ম ভেদাভেদ যা ফার্ছী ও উর্দুতেও রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর হয়নি, বাংলার ভিতর চালু করার প্রচেষ্টা রুচিবিকারের পরিচায়ক। ওগুলির পার্থক্য আরাবী কিরআতের জন্য সুরক্ষিত রাখাই নিরাপদ, কিন্তু উল্লিখিত বর্ণত্রয়ের উচ্চারণ বাঙলার কোন বর্ণ দিয়ে রক্ষিত হবে? আমাদের মত হচ্ছে যে, দন্ত স কে তালব্য শ ও মূর্ধন্য ষ এর অনধিকার চর্চা থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভবপর হলে দন্তস এর মধ্যেই এ অভাব পূরণ করার সর্বাধিক যোগ্যতা দেখতে পাওয়া যেত, কিন্তু মুশকিল এইযে, বাংলার শ্রী, শ্রাবণ, আশ্রয় আর সরিষা, সরু ও সর্প প্রভৃতি শত শত শব্দের মধ্যে যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উচ্চারণ বিনিময় ঘটেছে, তা ফিরোবার উপায় কি? আরাবী ও ফার্ছী বর্ণমালায় বাংলা ছ এর প্রকৃত উচ্চারণের সংগে সংগতি রক্ষা করে চলার মত কোন বর্ণ নেই। অর্থাৎ আরাবী ছবর, ছাহেব ও ছবুৎ আর ফার্ছীর ছরদার ইত্যাদিকে, যাদের আরাবী ফার্ছীর বর্ণজ্ঞান আছে, তারা ছাগল ও ছেঁড়ার উচ্চারণে কোনদিন পাঠ করবেনা, কিন্তু যাদের সে বর্ণজ্ঞানটুকুও নেই, তারা কি করবে, তাও ভাবা উচিত। ভেবে চিনতে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, সাংস্কৃতিক দস্তস এর পাঠকরা দু শতাব্দী যাবৎ মশ্‌ক করেও আজপর্যন্ত মুসলমানকে মুশলমান উচ্চারণ করে চলেছেন। আর ছ কে ছে, ছীন ও ছওয়াদের উচ্চারণে পাঠকরা বাংলাতেও একেবারে অভিনব নয়, যাঁরা 'তছরুফ' (তছরুরুফ) কে ইংরেজী S আর আরাবী س এর উচ্চারণে পাঠ করা 'পছন্দ' করে থাকেন তাঁদেরকে কেহই ছি ছি করেননা। সর্বদিক বিবেচনা করার পর আমরা ث - س ও ص এর উচ্চারণের জন্য বাংলার ছ বর্ণকে মনোনীত করাই শ্রেয় মনে করি, কিন্তু এ মনোনয়ন শুধু উপরিউক্ত বর্ণত্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে চাই।

(ছ) যুক্ত ক্ষ প্রকৃতপক্ষে ক এর সংগে মূর্ধণ্য ষ এর যুক্ত উচ্চারণ প্রকাশ করার অক্ষর, যেমন ভিক্‌ষা, রক্‌ষা। বাংলায় এরূপ স্বতন্ত্র কোন উচ্চারণ নেই। অতএব খ কে যুক্তভাবে লিখ্‌তে হলে দুটী খ লেখাই সমীচীন।

(জ) আরাবী বর্ণমালার পাঁচটী অক্ষর—— ح خ ع غ ق এর সঠিক উচ্চারণও বাংলা বর্ণমালায় নেই। অনন্যোপায় 'হালতে' 'খালী' 'আদতে'র উপর নির্ভর করে 'গলতী' কেই 'কবুল' করা হচ্ছে। কেউ কেউ গঈন কে ঘঈন লেখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আমাদের বিবেচনায় خ ও غ সম্বন্ধে বেশী ব্যস্ত হবার কারণ নেই; কারণ বাংলা খ আর গ বর্ণের উচ্চারণ যেমন আরাবী বর্ণমালায় নেই, তেমনি আরাবী خ আর غ এর উচ্চারণও বাংলা বর্ণমালার নেই; প্রত্যেক পক্ষের অক্ষর দুটির অপর পক্ষের সঙ্গে বিনিময় ঘটালে কোনরূপ সংঘাত বা বহিরাক্রমণের আশংকা থাকবেনা। সুতরাং বাংলা অক্ষরলেখনে خ কে খ আর غ কে গ লিখতেই হবে; আরাবী উচ্চারণেও এর ব্যতিক্রম ঘটবেনা।

হায়ে-হুততী, অঈন ও কাফ ক্রমশত সম্বন্ধে কি করা যাবে? হায়ে হুত্‌তীর অভাব এ যাবৎ বাংলা হ দিয়েই মেটান হচ্ছে, কিন্তু হ বর্ণের— প্রকৃত উচ্চারণ হচ্ছে হায়ে হাউয়ায। যদি এ পার্থক্য যওয়াদ ও যোওয়া কিংবা ছীন ও ছওয়াদের মত হতো, তা হলে একা হ দিয়েই হুত্‌তী ও হাউয়া-যের অভাবপূরণ করা যেত, কিন্তু এতদুভয়ের উচ্চা-রণ-ভেদ একটু গুরুতর রকমের, অর্থ বিভ্রাটও ভয়ং-কর! বাংলায় রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র নাম আজ পর্যন্ত বিশুদ্ধ রূপে লেখার ব্যবস্থা না হওয়া শুধু লজ্জাকরই নয়, জাতীয় কলংকও বটে। মোহা-ম্মদ আর মুহম্মদ উচচারণ নিয়ে ভাষাবিদরা তর্ক চালাচ্ছেন কিনতু 'হাম্‌দে'র হায়ে হুত্‌তী আর হায়ে হাউয়াযের আর্থিক ব্যবধান যে কতটা মারাত্মক, তা তলিয়ে দেখার সুযোগ কাহারো ঘটেনি। হায়ে-হুত্‌তীর 'হম্‌দ' এর অর্থ হচ্ছে প্রশংসা, সুতরাং যিনি প্রশংসিত, তিনি হলেন মোহাম্মদ! আর হায়ে হাউ-যায দিয়ে যে 'হম্‌দ' হয়, তা কোর্‌আনে বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে,——وترى الارض هامدة এখানে 'হামেদ' এর অর্থ হলো তৃণ লতাদি শূন্য ভূমি—— barren land. এই রূপে আমরা হায়ে হুত্‌তীর হাজী কে স্বচ্ছন্দে হাউয়াযের হ দিয়ে লিখে আস্‌ছি আর তাতে অর্থ দাঁড়াচ্ছে কুৎসা বা বিদ্রূপকারী। এ-অন্য অর্থ হাজী ছাহেবের জানা থাকলে তিনি অনর্থ সৃষ্টি না করে ছাড়্‌তেন না!

অঈন যম্‌মা যুক্ত হলে উ, কছরা যুক্ত হলে ই আর ফতহা যুক্ত হলে অ বা আ লেখাই বিধেয় মনে হয়, কিনতু এ ব্যবস্থার ফলে বর্ণ রূপে অঈনের বিলুপ্তি ঘটে আর আলিফের মত স্বরবর্ণে পর্য্যবসিত হয়, বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণও লোপ পেয়ে যায়। উচ্চারণ, বানান আর অর্থ সব দিক দিয়েই এ রীতি অবৈজ্ঞানিক ও অন্যায়। অর্থ বৈষম্যের কয়েকটী— দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—। অনেক মুছলমানের নাম 'আব্‌দ'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিয়ে শুরু করা হয়, অঈনের বানানে ইহার অর্থ ছিল দাস, কিন্তু যে ভাবে লেখা হয়ে থাকে, তাতে অর্থ দাঁড়ায় অনন্ত। অঈনের "আবৃযে"র অর্থ হচ্ছে— পেশ করা কিন্তু আকারের দরুণ অর্থ হবে মাটি। অঈনের "ইরাক" দেশের নাম কিন্তু হ্রস্বইকারের বদওলতে অর্থ হলো পিলুর বন। অঈনের "আরব" সুপ্রসিদ্ধ দেশ কিন্তু আকাবের জন্য হলো ১ শত কোটি! অঈনের "আদমে"র অর্থ ছিল নিশ্চিহ্ন, কিন্তু আকারের গুণে হয়ে গেল মানবের আদি পিতা! অঈনের জন্য "আছল" ছিল মধু, কিন্তু বর্তমান বানানে হলো খাঁটি। অঈনের "আছর" ছিল যুগ বা নামাযের সময়, কিন্তু আকার বৈগুণ্যে হয়ে গেল চিহ্ন! আর কত বলব? এ অন্যায় আচরণের "আক্কেল সেলামী" কত দিন চলবে?

কাফ করশৎকে ক দিয়ে অর্থাৎ কাফ কলেমান এর সাহায্যে অনুলেখনের ফলও সমান ভাবে— অবৈজ্ঞানিক ও অন্যায়, অর্থ বিপর্যয়ের হেতু!— কোরআনকে শরীফ বলে গৌরবান্বিত করতে চাইলেও তার নামে যে বেতমীযী চালান হচ্ছে, তার কফ্‌ফারা কি? একে যুক্ত ক দিয়ে লেখার পরামর্শও সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক নয়, কারণ প্রথমতঃ ভাষা ও মুদ্রণের উৎকর্ষতার জন্য সাধাপক্ষে যুক্তাক্ষর কম হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ পক্ক, মক্কা, সিক্কা, ধাক্কা, ইক্কা, টেক্কা প্রভৃতি শব্দগুলিকে কাফ করশতের উচচারণে পড়া হাস্যকর হবে। আর যুক্তাক্ষরের নিয়ম বাতিল করে পৃথক পৃথক ভাবে লেখার ব্যবস্থা প্রযুক্ত হলে কাফ করশতের যুক্তাক্ষরের বেলায় সে নিয়মের— ব্যতিক্রম ঘটান যাবে কি করে?

আমাদের বিবেচনায় বাংলা বর্ণমালায় হারে হুত্তী, অঈন ও কাফ করশৎ— এ তিনটী অক্ষরের অনুলেখনের জন্য তিনটী বর্ণ অবিলম্বে সৃষ্টিকরা কর্তব্য।

(ঝ) ত কে হসন্ত দিয়ে ব্যবহার করলে খণ্ড ৎ এর প্রয়োজন থাকবেনা আর এতে একটা বর্ণ কমেও যাবে, অবশ্য এর ফলে হসন্তের প্রাচুর্য্য ঘটবে।

(ঞ) অনুস্বর দিয়ে ঙ কে আর ন দিয়ে ঞ কে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র চলছে। এটা সফল হলে বাঙ্গলাকে বাংলা, রঙ্গপুরকে রংপুর, শঙ্খকে শংখ, অঙ্ককে অংক, ভাঙনকে ভাংগন লেখা চলবে আর তাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হবেনা, কিন্তু জ্ঞান, অনুজ্ঞা, জ্ঞাত, জ্ঞাপন, জ্ঞাতি, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, যজ্ঞ, যাজ্ঞা প্রভৃতি শব্দের সঠিক উচ্চারণ ঙ—বা ন দিয়ে বজায় থাকবে কি? বর্ণমালার সংখ্যা কমাইবার আগ্রহের ফলে বাংলার অনুনাসিক— উচ্চারণ মাধুর্য্য যা-তে লোপ না পায়, তার দিকে নযর রাখা উচিত।

(ট) কেউ কেউ বলেন, বাংলায় চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োজন নেই। একথা সত্য নয়। আমি বলবো বাংলা উচ্চারণের যে তিনটী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে চন্দ্রবিন্দুর উচচারণ তার অন্যতম। হাঁককে হান্‌ক, চাঁদকে চান্‌দ, ফাঁদকে ফান্‌দ, আঁধারকে আন্‌ধার, আঁখিকে আন্‌খী, মটরশুঁটিকে শুন্‌টি, হাঁসকে হান্‌স, শাঁখকে শান্‌খ উচচারণ করা চলবে বটে কিন্তু সে উচ্চারণ বাংলার হবেনা।

(ঠ) দীর্ঘরী, হ্রস্বলি ও দীর্ঘলীর প্রয়োজন অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে, এখন হ্রস্বরিকেও বাদ দেওয়ার কথা চলছে— রফলায় হ্রস্বই বা দীর্ঘঈ দিয়ে কাজ চলবে বলে। হ্রস্বরির স্বতন্ত্র উচ্চারণে যথা ঋক, ঋজু, ঋণ, ঋতু ও ঋষির বেলায় এ নিয়ম স্বচ্ছন্দে চালানো যেতে পারে, কিন্তু রির যুক্ত উচ্চারণে যথা খৃষ্টকে খ্রীষ্ট, স্মৃতিকে স্মীতি, মৃতকে ম্রীত, পৃথিবীকে প্রীথিবী বানান করায় হাংগামা বাড়বে বৈ কমবেনা।

(ড) হ্রস্বইর দীর্ঘ উচ্চারণ যেমন দীর্ঘঈ, হ্রস্বউর দীর্ঘ উচ্চারণ যেমন দীর্ঘঊ, তেমনি ওকারের দীর্ঘ উচ্চারণ ঔ! ওর সংগে হ্রস্বই যোগ দিলে ওই হয়তো মানাবে আর তাতে ঐ এর কাজও উদ্ধার হবে, কিন্তু ওর সংগে হ্রস্বউ যোগদিলে ঔ এর— উচ্চারণ ঠিক থাকবেনা। পৌরজনকে পউর জন, সৌষ্টবকে সউষ্টব, সৌরভকে সউরভ, পৌষকে পউষ আদৌকে আদউ বলার যৌক্তিকতা যউক্তি মাত্র।

www.ahlehadeethbd.org

এখন আরাবী ই'রাবের উচ্চারণ সম্বন্ধে দু একটী কথা বলা যাক। আমরা সংস্কৃতের ন্যায়—আরাবী, ফার্ছী উচ্চারণকে বাংলায় রক্ষা করার পক্ষপাতি, কিন্তু আমরা বাড়াবাড়ির সমর্থক নই আর কোন অবস্থাতেই বাংলার উচ্চারণ সৌন্দর্যকে বিপন্ন হতে দিতে রাযী নই। বাংলা অনুলেখনে—ইংরেজীর উচ্চারণ রক্ষা করা যতটা সম্ভবপর, সংস্কৃত, আরাবী ও ফার্ছী শব্দগুলিও ততটা সুবিধা লাভ করবে, বরং সংস্কৃতের দাবী বাংলার উপর বেশী, কারণ বাংলা মায়ের জননী সংস্কৃত, অন্য ভাষা গুলি খালা ও ফুফুর ন্যায়। (১) বাংলাকে যাঁরা উর্দুর পালিতা কন্যায় পরিণত করার পক্ষপাতি, আমরা তাঁদেরকে বাংলা মায়ের সপত্নী পুত্র মনে করি আর এই জন্য বাংলাকে উর্দু বর্ণমালায় লেখার আন্দোলনকে আদৌ শ্রদ্ধা করি না। মোটের উপর—বর্ণমালার সংশোধন এবং সংস্কারকে শুধু ভাষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বিচার করতে হবে, গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবেনা।

(ঢ) আরাবীতে স্বরবর্ণ মাত্র তিনটী।—আলিফ, ওয়াও এবং ইয়া। হ্রস্ব উচ্চারণে এগুলি যথাক্রমে ফত্‌হা (যবর), যম্‌মা (পেশ) ও কছ্‌রা (যের) বলে কথিত হয়ে থাকে। হ্রস্ব আলিফ বা যবরের স্থলে অকার, দীর্ঘ আলিফ (মদ্দার) স্থলে আকার, হ্রস্ব পেশের পরিবর্তে হ্রস্বউ, দীর্ঘ পেশ বা ওয়াও এর স্থানে দীর্ঘঊ, হ্রস্ব যেরের জায়গায় হ্রস্বই এবং দীর্ঘ যের বা ইয়ার স্থলে দীর্ঘঈ প্রয়োগ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ থাকা উচিত নয়। কিন্তু আরাবীর اب – ابو – عرب – عجم – عبد কে অব্ অবু অরব অজম অব্দ আর ফার্ছীর اتابک ও امدنی কে অতাবিক ও আমদনী লেখা চলবে কি?—হিন্দী বা সংস্কৃতে অকারের উচ্চারণ ফত্‌হার মত শোনালেও বাংলার নিজস্বতার দরুণ অকারের—সে হিন্দী বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে অকার আর ওকারের মাঝামাঝি ভঙ্গী পরিগ্রহ করেছে। বাংলার প্রতিকূল "অব" "হওয়া" অর্ধ আকারের 'কা-খা'র অনুসরণ করে কোন দিন অনুকূল আব হাওয়া সৃষ্টি করতে পারবেনা। সুতরাং ফত্‌হা যুক্ত আদ্যাক্ষর সমূহে বিশেষতঃ আলিফ ও অঈনের বেলায় আকার প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নতুবা "আল্‌হামদু"কে "অল্‌হমদু" পড়া হবেই।

(ণ) যত দিন অঈনের স্থলে কোন বর্ণ প্রচলিত না হচ্ছে, তত দিন অঈন ছাকিন ও হম্‌যা—ছাকিনকে হসন্ত যুক্ত অ্ দিয়ে লিখে যেতে হবে, যেমন صاع কে ছাঅ্, بهاء কে বহাঅ্, شفاء কে শিফাঅ্ اعلام কে ইঅ্‌লাম লিখতে হবে। আলিফ ও অঈন ইয়ার সংগে কছ্‌রা যুক্ত হলে শুধু ঈকার যথেষ্ট হতে পারে, যেমন— ایمان ঈমান, عید ঈদ। ইয়া ও আলিফের জন্য হ্রস্ব ইকার বা দীর্ঘ ঈকারে আকার প্রয়োগ করা শুধু অবৈজ্ঞানিকই হবে না, উচ্চারণ করাও অসম্ভব হবে। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে ইয়া স্বরবর্ণের পরিবর্তে ব্যঞ্জনবর্ণ হয়ে পড়ছে। আমাদের বিবেচনায় ব্যঞ্জনবর্ণের ইয়ার জন্য অন্তস্থ য় প্রয়োগ করা বিধেয়, সুতরাং ইয়া ও আলিফের যুক্ত লিখন য়া হওয়া উচিত। আবার হওয়া, খাওয়া ও শোয়ার রীতি অনুসারে ওয়াও ও আলিফের যুক্ত উচ্চারণের জন্য 'ওয়া' লেখা কর্তব্য। ওয়াও আর ইয়ার কছ্‌রা যুক্ত উচ্চারণ কি ভাবে বাংলায় প্রকাশ করা যাবে? অনেকে 'ওয়ে' লিখে থাকেন, কেহ ভে বা ভি

---

(১) ভাষাবিদ্‌রা বাংলাকে প্রাকৃত ভাষা হতে উদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছেন কিন্তু প্রাকৃত ভাষাও মূলতঃ সংস্কৃত হতেই উৎপত্তি লাভ করেছে। মূল সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষাভাষীগণের এ দেশে আগমন করার পর প্রাকৃতিক অবস্থানের দরুণে আর—প্রাচীন অধিবাসীবর্গের সঙ্গে সংঘর্ষ ও মিলনের ফলে প্রাচীন মূল সংস্কৃত ভাষা যে আকার পরিগ্রহ করে তার নাম প্রাকৃত। পাণিনি প্রভৃতি প্রাকৃতের—প্রভাব হতে মূল বৈদিক ভাষাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সংস্কার-প্রচেষ্টায় বৈদিক ভাষা সংস্কৃত নাম ধারণ করেছিল। প্রাকৃতের অপভ্রংশ—হতেই প্রথমে বাংলা ভাষা সৃষ্টি হয়েছিল, পরে আরাবী ফার্ছী, পালী, হিন্দী, প্রভৃতি ভাষার শব্দগুলি বাংলাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। অতএব বাংলা মূলতঃ যে সংস্কৃতেরই কন্যা, তাতে সন্দেহ করার কিছুই নেই——(লেখক)।

www.ahlehadeethbd.org

বল্‌তে চান, এ দুয়ের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। এর পৃথক—উচ্চারণ অন্তস্থ ব এ একার ছিল, কিন্তু অন্তস্থ ব আগেই বাংলার দফতর থেকে পদচ্যুত হয়েছে।—সুখের বিষয় এরূপ শব্দের সংখ্যা আরাবীতেও কম আর বাংলায় এ উচ্চারণের আরাবী শব্দ ছয়টার—বেশী প্রচলিত নেই, যেমন— ولادت - ولايت - وداع - وجاهت - وفاق - وراثت - এ গুলির মধ্যে শেষের দুটী শব্দ একারন্ত মোটেই নয়, যবরদস্তি—করিয়া ও রূপ পড়া হয়। গোড়ার দিককার দুটী শব্দকে এ যাবৎ বেলাদৎ, বেলায়ৎ লেখা হচ্ছে, যদি এ বানান ভুল না হয়, তাহলে উপরিউক্ত শব্দগুলিকে সামান্য পরিবর্তন সহকারে বিলাদৎ, বিলায়ত, বিরাছত, বিফাক লেখা যেতে পারে। ওয়াও এর ফত্‌হা যুক্ত উচ্চারণ শুধু ও বর্ণের সাহায্যেই লিখিত হওয়া উচিত, যেমন ওলী, মওত, শওক, মওলবী, লওহ, আওজ, মওজ, তওবা ইত্যাদি। ওয়াও কে ভ—লেখার মধ্যে কোনই যুক্তি নেই।

আর একটা কথা বলেই এ নিবন্ধের সমাপ্তি করবো। সকলের মনে রাখা উচিত যে, খামখেয়ালী, তাড়াহুড়া আর আইনের আশ্রয় নিয়ে পৃথিবীর—কোন ভাষা গরিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হতে পারেনি। ভাষাকে তার স্বচ্ছন্দ গতিতে ছেড়ে দিতে হবে, কেবল তার গতিস্রোতের বাধাবিঘ্নগুলিকে দূরীভূত করার—জন্য সাধনা করে যেতে হবে। রাষ্ট্রশক্তি ভাষার সেবা ও সহায়তার জন্য যদি যত্নবান হয়, তা হলে সেটাকে সৌভাগ্য মনে করতে হবে, কিন্তু ভাষাকে রাষ্ট্রশক্তির সেবাদাসীতে পরিণত করার অপচেষ্টা তার অপমৃত্যুর কারণ ঘটাবে! সংস্কার ও সংশোধনের কাজে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। **চিরঞ্জীব মাতৃভাষা বাংলা!**

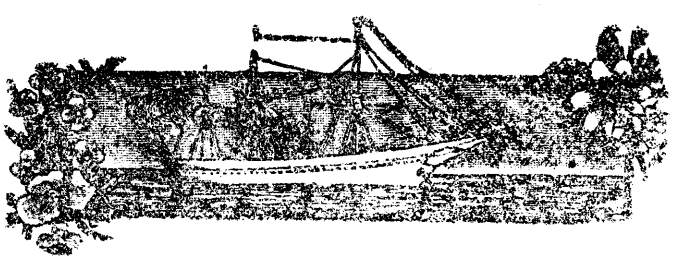

জীবন নদীর তীরে তীরে

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার।

ঢাকা স্টেশন। রাত্রি দশটা। জগন্নাথগঞ্জ ঘাট গামী ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরার দরজায়—অসম্ভব রকম ভীড়। সেখানে মানুষের যে দুর্দশা ও দুর্ভোগ, তা শুধু অনুভূতির বিষয়, বক্তব্যের বিষয় নহে। ভীড়ের চাপে হাড়জোড় আধা-পিষ্ট—করিয়া বহুকষ্টে জানালা টপ্‌কাইয়া যখন গাড়ীর ভিতর দাঁড়াইলাম, মনে হইল, নবজন্মলাভ করিলাম। অর্দ্ধ সুপ্ত-চেতনা দ্বারা অনুভব করিতে লাগিলাম,—মানুষের চীৎকার, হাঁকডাক, ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, কুলীদের বচসা, মালপত্র উঠানোর তাড়াহুড়া,—সমস্ত মিলিয়া যেন একটা বিরাট প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে। এছরাফীল (আঃ) এর শিঙার ফুঁক শুনিয়া কবরের অধিবাসীরা কেয়ামতের মাঠে—কিরূপ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটাছুটি করিবে, তার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নমুনার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা সেদিন অনুভব করিবার সুযোগ পাওয়া গেল। এ দেশে তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রীর অবস্থা চিরকালই অসহায়—পঙ্গপালের মত রহিয়া গেল। কোনদিন এই নিষ্ঠুর পরিহাসের শেষ হবে কিনা, একমাত্র আলেমুল গায়েবই তা জানেন।

কোনক্রমে একটু বসিবার জায়গা পাওয়াগেল, কিন্তু পা নামাইবার ত উপায় নাই। একটু তলাইয়া দেখিলাম,— কোন মালপত্রের বস্তা নহে, একটী জীবন্ত নারীমূর্ত্তি আমার পায়ের তলায় বেঞ্চের নীচে ঝিমাইতেছে। পাশেই একটা ৮।৯ বৎসরের ছেলে অঘোরে ঘুমাইতেছে। কঠোর দারিদ্র্যের সমস্ত অকল্যাণ ও নোংরামী যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ওই বেঞ্চের তলায় আশ্রয় লইয়াছে। এসব দৃশ্য একরূপ গা-সহা হইয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, ভিখারীর উৎপাতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দুর্ভোগ আরও বাড়িয়াছে।

শ্রান্তি ও বিরক্তি অপনোদন করিবার জন্য বাহিরের দিকে তাকাইলাম। গাড়ী এতক্ষণে পরিপূর্ণবেগে চলিতে শুরু করিয়াছে। নীরব-নিথর পল্লী প্রকৃতির ঘুম ভাঙাইয়া অগ্নি ক্ষরা তেজোময়ী গতিতে ট্রেন ছুটিয়াছে, ঘুমন্ত বনানী যেন সেই তেজে— আঁধারে ঘুরপাক খাইতেছে। উর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে অনাদিকালের মানুষের সুখ-দুঃখ-স্মৃতি-বিজড়িতা ধরণী, মধ্যে মহা-শূন্যের কোল ভরিয়া অখণ্ড আঁধার যেন জটলা পাকাইয়া মাতামাতি করিতেছে। মহা-ব্যোম যেন এক বিরাট পুরুষের অঙ্গুলি-হেলনে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। গাঢ়-তমিস্রার মসীময়ীরূপ জীবনে বহুবার দেখিয়াছি আজ যেন আবার নতুন করিয়া দেখিলাম; অন্ধকারের ধ্যান নিমগ্ন ভাষা আর কোনদিন যেন এমন গভীরভাবে আমার কানে কানে কথা বলে নাই। প্রাণ দিয়া অনুভব করিলাম, যিনি জাহের এবং বাতেন দুইই, যাঁর প্রকাশের বিপুলতা এবং অপ্রকাশের গভীরতা সমান মহিমায় বিরাজমান, সৃষ্টি এবং অনাসৃষ্টি হাসি এবং অশ্রু, আনন্দ এবং বেদনা সুন্দর এবং শয়তান, পবিত্র এবং অপবিত্র— সব কিছুর উপরেই যাঁর শাশ্বত রূপ সমানভাবে দীপ্তিদান করিতেছে, অনন্ত জ্যোতির আকর সেই চির সুন্দরের সন্ধানে বিশ্ব-মানবের হৃদয়ের ক্রন্দন চিরদিন অন্ধকারের অফুরন্ত আশার মধ্যেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

একভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে পিঠে ব্যথা ধরিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। গাড়ীর ভিতর চাহিয়া দেখিলাম, নানা শ্রেণীর লোক নানারকম ভঙ্গীতে রাত কাটাইতেছে। শেক্‌স্‌পীয়ার বলিয়াছেন, Adversity makes strange bed-fellows. এ কথার স্বার্থকতা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলাম। পাষণ্ড চেহারার লোক বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে টুপি-দাড়ি-শোভিত তন্দ্রাহত মুছল্লী ব্যক্তির কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া নির্ব্বিবাদে আরামে ঝিমাইতেছে! তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কামরা সত্যই যেন মহামানবের সাগর-তীর— যেখানে বসিয়া মহাকালের সাগর-বুকে অফুরন্ত বুদ্বুদরূপে ফুটে-উঠা মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্য দর্শন করা যায়। এমন জায়গাতেও মানুষের ঘুম আসে এবং এখানে আরামে ঘুমাইবার মত মানুষেরও অভাব নাই। দেখিলাম, মেয়েটীও ঘুমাইতেছে। সে বিগত-যৌবনা নহে। তৈলহীন রুক্ষ অথচ কোঁকড়ান চুলগুলি ধীরে বাতাসে এলোমেলো ভাবে উড়িতেছে। প্রভাতের ক্ষীয়মাণ দীপ-শিখার মত একটা করুণ-মলিন দীপ্তি এখনও তার নারীত্ব-মনোহরার সংবাদ বহন করিতেছে।

মানুষের জীবন সম্বন্ধে আমার একটা কৌতূহল বরাবরই অদম্য এবং অসংযত। আমার— পায়ের নীচে যারা এমন বিশ্রীভাবে ঘুমাইতেছে, তাদের জীবন-কথা যদি নাজানিতে পারিলাম, তবে বৃথাই আমি সাহিত্যিক।

হঠাৎ কি কারণে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।— সুযোগ বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ গা, গাড়ীতে তোমার সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ নাই? সে মাথা নাড়িয়া জানাইল, নাই। বলিলাম, 'তুমি কোথায় যাবে? সে ঘুম-বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "ময়-

www.ahlehadeethbd.org

মনসিং। এবার একেবারে খোলাখুলি ভাবেই— জিজ্ঞাসা করিলাম; "তোমার স্বামী নেই?" সে উত্তর দিল; "হ্যাডাই তিন দিন অইল ছের গরম অইয়্যা কোন্ ঠায় চইল্যা গ্যাছে। আর খোজ— নাই। নারাণগঞ্জ থাইহ্যা ময়মনসিং যাইত্যাছি।" তারপর সে ঘুমন্ত বালকটীকে ঠিক করিয়া দিয়া— আবার বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িল।

অভিভূতের মত বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। লোকটা অভাব অনাটনের চিন্তায় পাগল হইয়া— স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে আর তারই পরিত্যক্ত যন্ত্রণার বোঝা বহন করিয়া বেড়াইতেছে তার স্ত্রী। অথচ কত অসহায় এবং ভাগ্যাহত— এই বাংলার নারী সমাজ। তাদের সত্ত্বা শক্তিমান করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। স্বামীর ক্ষমতা, মর্য্যাদা এবং গৌরবে তারা গৌরবান্বিতা, স্বামীর অক্ষমতা, অমর্য্যাদা এবং অগৌরবে তারা কলঙ্কিতা। অধিকাংশ পরিবারে স্বামীর অবর্ত্তমানে অনাথার ন্যায় ভিক্ষা অথবা পরের দাসীবৃত্তি করা ছাড়া— তাদের আর কোনই উপায় থাকে না। তারপর মান ইজ্জতের ভয় আছে। এ দেশের পল্লী-সমাজে সহায়হীনা নারীর রূপ যৌবন তার পরম শত্রু।— ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের দল তার পিছনে লাগিয়া যায়। সকল সমস্যার সমাধান করিবার জন্য সে আবার স্বামী গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য নারী স্বাধীন ভাবে বাঁচিয়া থাকিয়া সসম্মানে নিজের ভরণ পোষণ ও সন্তান সন্ততি মানুষ করিতে পারে না। ফলে পল্লী-বাংলার মোছলমান ছাগল ভেড়ার ন্যায় শুধু সংখ্যাতেই বাড়িতেছে, মানুষের মর্য্যাদায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। অবশ্য এ দিক দিয়া হিন্দু নারীর তুলনায় মোছলমান নারী অনেকটা ভাগ্যবতী। এই শেষ অবলম্বনটুকুর অভাবে— অংসখ্য হিন্দু নারী তীর্থ স্থানে দেহ বিলানো কুকুরে পরিণত হইয়াছে। এছলামের যে ক্ষীণ-রশ্মিটুকু— পল্লী-বাংলার অশিক্ষিতের সমাজে বাঁচিয়া আছে, তারই ফলে দুনিয়ার একটা বিরাট মানব গোষ্ঠির সামাজিক মেরুদণ্ড শত চাপেও একেবারে ভাঙিয়া পড়ে নাই।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ট্রেন ময়মনসিংহের কাছাকাছি পৌছিতেই গাড়ীর ভিতর একটা সাড়া পড়িয়া গেল। অনেক লোকেই নামার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সেই মেয়েটীও জানা প্রেরণায়— তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর ঘুমন্ত ছেলেটীকে ঠেলা দিয়া ডাকিয়া তুলিতে তুলিতে নিজের পরিধেয় ছিন্নবাস ঠিক করিতে লাগিল। বেঞ্চের তলা হইতে ক্রমাগত টানিয়া বাহির করা শেষ হইলে অবাক হইয়া দেখিলাম, একুনে তার তিনটী ছেলে এবং তিনখানা বস্তা। প্রথম ছেলেটী ৮।৯ বৎরের, দ্বিতীয়টী ৫।৬ এবং তৃতীয়টী তিন বছরের। এতক্ষণ ভাবিয়াছিলাম স্বামী পরিত্যক্ত বিধবা, নিশ্চয়ই ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। এখন এত গুলি বস্তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ—কি?' সে উত্তর দিল, "গম।" তারপর বিস্তৃত বিবরণে জানা গেল,— স্বামী-হারা হওয়ার পর— থেকেই তিনটী ছেলেকে প্রতিপালন করিবার জন্য এই অসহায়া মেয়েটী নিরুপায় হইয়া নারায়ণগঞ্জের কোন সহৃদয় মহাজনের আড়ত হইতে প্রতি সপ্তাহে দুই মণ করিয়া গম ধার চাহিয়া লয় এবং উত্তরের শহরগুলিতে সেই গমের চোরা কারবার চালাইয়া মহাজনের দেনা শোধ বাদে যা বাঁচে, তাই দিয়া— কোনক্রমে চারটী প্রাণী জীবন ধারণ করিতেছে। তথাপি তদ্বারা ভরণের ব্যবস্থা কোনমতে হইলেও পোষণের ব্যবস্থা আর হইতেছে না।

ট্রেন প্লাটফরমে দাঁড়াইতেই সে অম্লান বদনে বলিল,— ভাই, আমারে একটু সাহায্য কইর‍্যান।" গাড়ীর দরজা দিয়া নামা আর সম্ভব হইল না।— সরিয়া দাঁড়াইয়া জানালা দিয়া একে একে তাহাদের চারটী প্রাণীর ও তিনখানা বস্তার নামাবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। অত্যন্ত তাড়াতাড়ির সহিত সে ছোট দুই খানা ছালা দুটি ছেলের মাথায় চাপাইয়া দিল এবং নিজে বড় ছালাখানা মাথায় লইয়া ছোট ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া শীতে— কাঁপিতে কাঁপিতে পালাইয়া গেল। স্বাবলম্বন ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আত্ম-নির্ভরতার একখানা জীবন্ত ছবি যেন ধীরে ধীরে আঁধারের বুকে মিলাইয়া গেল।

* * * *

আগের দিনের কয়েকটি চিত্র মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। রাজধানীতে এক বন্ধুর খবর লইতে গিয়াছিলাম। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ধনীর পুত্র তিনি। বিলাস ও আরামের যাবতীয় উপকরণে সজ্জিত তাঁর গৃহ। গৃহে পরমাসুন্দরী শিক্ষিতা আধুনিকা স্ত্রী। প্রাচুর্য্যের ভারে তাঁর সংসার—ভরপুর। তথাপি তিন তলায় সুকোমল পালঙ্ক শয্যায় শুইয়াও নাকি তাঁদের ঘুম হয় না। দু জনেরই হা হুতাশ করিয়া দিন কাটে। অনেক রাত্রিতে স্বামী ক্লাব থেকে মনের জ্বালা দূর করিয়া পরিশ্রান্ত ও মত্ত অবস্থায় ঘরে ফেরেন, স্ত্রী ও বন্ধুসহ মোটরে হাওয়া খাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ফেরেন। সন্তান দুইটী ঝি—চাকর এর সেবা পাইয়া ও ধমক খাইয়া টবের গাছের মত শূন্যের উপর বাড়িতেছে। মাতা পিতার সদাসিঞ্চিত স্নেহ মমতার রসে তারা—সঞ্জীবিত নয়। মনের গভীরে স্বামী স্ত্রী পরস্পর থেকে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, মনের ফাটল আর জোড়া লাগার সম্ভাবনা নাই। প্রাচুর্য্যের—তাপে হৃদয়ের উৎস স্বভাবতঃই শুকাইয়া যায়। তার উপর আধুনিকতার দুরারোগ্য ব্যাধি ত—আছেই। বিলাস-পঙ্কিল জীবনে শান্তির পুণ্যধারা কোন দিনই নামে না। জীবন তাদের কাছে তাই অর্থহারা ; ব্যর্থ বিড়ম্বনায় সে জীবন ভারাক্রান্ত !

* * * *

আর একজন আধুনিকা আলোক-প্রাপ্তার খবর জানা গেল। তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের তারকা শ্রেণীর অনার্স গ্রাজুয়েট। জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিল তাঁর. এই তেজোময়ীর প্রতিভায় তাঁর সতীর্থেরা তটস্থ থাকিতেন। মনের জোরে তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। হঠাৎ কোথায় যেন আঘাত লাগিয়া সমস্ত স্বপ্নসৌধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। প্রথম যৌবনের আবেগ-বহুল দুঃসময়ে—হঠাৎ তিনি পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। ব্যর্থ প্রেমের অভিশাপ-ভরা জীবন তাঁর। চির কৌমার্যের ঘোষণা প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমানে তিনি নারী জাতিকে পুরুষের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিবার মহা কর্ত্তব্যে আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁর জীবনও নাকি অর্থহীন।

* * * *

সত্যই ত, মানব জীবনটাই এমনি অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্যে ভরপুর। জীবনকে সার্থক, সুন্দর—ও সমৃদ্ধ করিবার প্রচুর উপকরণ যাহাদের আছে, তাহারাও অসুখী, যাহাদের নাই, তাহারাও অসুখী। তথাপি উভয়ের মধ্যে একটা মহৎ ব্যবধান রহিয়াছে। অধিকাংশ ভাগ্যবান প্রাচুর্য্যের আরাম—ভোগ করিতেছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের পুণ্য ক্ষেত্র একেবারে ফাঁকা। অধিকাংশ অভাগা দৈহিক আরামের স্বাদ পায়না বটে, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের মণিকোঠা রত্ন-সম্ভারে ভরপুর। সহজ হৃদয়-ধর্ম্মের জোরেই ওই মেয়েটী এত কষ্ট সহিয়া সন্তান পালন করিতেছে আর উহার অভাবেই মর্ম্ম-পীড়িতা আধুনিকারা সুখের এবং সখের জীবন সহ্য করিতে পারিতেছেন না। সৃষ্টির নিয়মে শত গরমিলের ভিতরেও একটা গভীর মিল রহিয়াছে। চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে যে তফাৎ; আত্ম প্রত্যয় এবং আত্ম প্রতারণার মধ্যে যে ব্যবধান; এই মিলের অভাবে সে আনন্দ বেদনার বোঝা নিখিল বিশ্ব এত কাল কিছুতেই হাসিমুখে বহিতে পারিত না। বিশ্ব জীবনের সমস্ত—আশার আলোক বহু দিন আগেই নিভিয়া যাইত।

ربنا ما خلقت هذا باطلا ـ سبحنك فقنا عذاب النار ـ

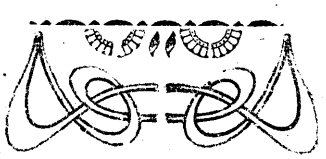

www.ahlehadeethbd.org

ভারতে মোগল শাসনের এক অধ্যায়

——সগির—এম, এ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের মৃত্যু ভারতে মোগল শাসনের গৌরবোজ্জ্বল যুগের পরিসমাপ্তি—সূচনা করে। তাঁহার পর যে সমস্ত সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই কম বেশী শক্তিশালী আমীর ওমরাহদের হস্তের ক্রীড়নক ছিলেন। এই সব ওমরাহদের মধ্যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষ ভাবে খ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইতিহাসে —King Makers নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের এই উপাধি তাঁহাদের স্তাবকদের প্রদত্ত নয়; উহা নিছক বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ফরুখ সিয়র, রফিউদ্দরজাত—রফিউদ্দওলা ও মোহাম্মদ শাহ একের পর এক তাঁহাদের দ্বারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এ হেন শক্তিশালী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের জীবনকথা নিশ্চয়ই কৌতুহলোদ্দীপক এবং তাঁহাদের জীবনীর মধ্যস্থতায় তৎকালীন রাজনীতি ও জীবন ধারার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের কথাই নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

নাম ও বংশ পরিচয়

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের জ্যেষ্ঠের নাম সৈয়দ হাসান আলী খাঁ ও কনিষ্ঠের নাম সৈয়দ হোসেন আলী খাঁ। অবশ্য তাঁহাদের আরও ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই সে প্রকার খ্যাতি বা প্রতিপত্তি—অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

তাঁহারা যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন উহা "বারহা" সৈয়দ বংশ বলিয়া পরিচিত। উহারা সৈয়দ আবুল ফারাহ্‌র বংশধর বলিয়া দাবী করেন। সৈয়দ—আবুল ফারাহ্‌ ইরাকের অন্তর্গত 'ওয়াসিত' নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে কোন এক অখ্যাত দিবসে আবুল ফারাহ্‌, তাঁহার ১২টী পুত্র সমভিব্যাহারে ওয়াসিত পরিত্যাগ করিয়া ভারত আগমন করেন। তাঁহারা প্রথমে সুবা-দিল্লীর অন্তর্গত সরহিন্দ সরকারের অধীন পাতিয়ালার নিকটবর্ত্তী ৪টী গ্রামে বসবাস করেন। এই ৪ গ্রাম হইতেছে চাট বাম্বর, কুণ্ডলী, তিহানপুর ও জাগনার। এই ৪ গ্রাম হইতে এই বংশীয়গণ পরবর্ত্তীকালে ৪টি শাখায় বিভক্ত হন। বংশবৃদ্ধির পর এই বংশীয়গণ পরবর্ত্তীকালে যমুনা অতিক্রম করিয়া মিরাট ও সাহরানপুরের মধ্যস্থিত ভূভাগেও বসবাস করেন। "বারহা" নামের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি বা কোন্ ধাতু হইতে উহার উৎপত্তি তাহা নিশ্চয়—করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ উহা বারা বা বার (১২) শব্দ হইতে উদ্ভূত। সৈয়দ আবুল ফারাহর ১২টি পুত্রই সম্ভবতঃ এই নামের কারণ।

সম্রাট জালালুদ্দীন আকবরের সময় হইতে এই বংশীয়গণ সাহসী সৈনিক ও দক্ষ সৈন্যাধক্ষ —— হিসাবে পরিচিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা শাহী সৈন্যের পুরোভাগে থাকার বা পুরোভাগ পরিচালনা করার বংশানুক্রমিক অধিকার লাভ করেন। যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ হইলেও উহারা বিদ্যার্জ্জনের—দিক দিয়া চিরকালই পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন। তাই সম্রাট ফরুখসিয়রের আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজনীতিতে তেমন কোন দাগ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

সৈয়দ ভ্রাতাদের পিতার নাম সৈয়দ আবদুল্লাহ খান। তিনি সচারাচর "সৈয়দ মিঞা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি সম্রাট আলমগীরের মির—বখশী রুহুল্লা খানের অধীনে কার্য্য করিয়া ক্রমশঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং শাহী মনসব লাভ করিয়া তৎকালীন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শাহজাদা মোহাম্মদ—মোয়াজ্‌জম শাহের জীবনের সহিত স্বীয় জীবনকে গ্রথিত করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কর্ম্মজীবনের প্রথম অধ্যায়

যতদূর জানা যায়, সৈয়দ হাসান আলী প্রথমে সুবা খান্দেশের অধীনে একাধিক স্থানে ফৌজদার ছিলেন। পরে তিনি আওরঙ্গাবাদের ভার প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনআলী সম্রাট আলমগীরের—আমলেই রাজপুতানার দুর্ভেদ্য দুর্গ রণথম্ভবারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি সুবা আগরার—অধীনস্থ "হিন্দুয়ান বিয়ানা"য় প্রতিষ্ঠিত হন।

তৎকালীন শাহজাদা মোয়াজ্জম শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র মুয়িজউদ্দীন (যিনি পরবর্ত্তীকালে সম্রাট জাহাঁদার শাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন) সুবা মুলতানের ভারপ্রাপ্ত হইলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তথায় তাঁহার অনুগমন করেন। জনৈক বিদ্রোহী বেলুচ জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে দমন করেন। কিন্তু শাহজাদা মুয়িজ উদ্দীন তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ঈসা খানকে এই গৌরবের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করায়—এই উপলক্ষে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তাঁহার কথান্তর হয়। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বিরক্ত হইয়া তাঁহার অধীনে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লাহোরে চলিয়া আসেন এবং তথায় নায়েব সুবাদার মুনিম খানের অধীনে কার্য্য লাভের আশায় প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।

সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর পর শাহ আলম—বাহাদুর শাহ যখন সিংহাসন অধিকারের জন্য তাঁহার কর্ম্মস্থল কাবুল হইতে আগরা যাত্রা করিয়া লাহোরে উপনীত হন (১১১৯ হিজরী, ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ) তখন সৈয়দ ভ্রাতারা তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ—করেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে পাইয়া বিশেষ তুষ্টি-লাভ করেন। হাসান আলী ৩০০০ হাজারী ও হোসেন আলী ২০০০ হাজারী সৈন্যাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়া তাঁহার অনুগমন করেন। জাজাওয়ের প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্রে (যে যুদ্ধে বাহাদুর শাহ তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা আজম শাহকে পরাভূত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন) সৈয়দ ভ্রাতারা অসামান্য সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। জয়—পরাজয়ের সঙ্কটমুহূর্ত্তে তাঁহারা বংশের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী হস্তী পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তরবারী হস্তে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাহাদের এক ভ্রাতা নূরউদ্দীন খান এই যুদ্ধে নিহত হন। স্বয়ং হোসেন আলীও গুরুতর ভাবে আহত হন। যদিও তাহারা এর পুরস্কার স্বরূপ ৪০০০ হাজারী—মনসবদারীতে উন্নীত হন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসান আলীকে তাঁহার পিতার উপাধি "আবদুল্লাহ খান" এই নাম প্রদান করা হয়, কিন্তু তাঁহারা যে প্রকার শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া এবং নিজেদের প্রাণ ও সর্ব্বস্ব বিপন্ন করিয়া যুদ্ধ জয়ের কারণ হইয়াছিলেন, সেই অনুপাতে তাঁহারা সম্রাটের বা তদীয় উজিরের নিকট হইতে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই।

কথিত আছে যে, নূরুদ্দিন খানের মৃত্যু ও—হোসেন আলী খানের জখম হও র প্রসংগ উত্থাপিত হওয়ায়, হোসেন আলী খাঁ যে ভাষায় এবং যে ভাবে নিজেদের যোগ্যতা ও বংশ গরিমার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে শাহজাদা মুয়িজ—উদ্দীন অতিমাত্রায় বিরক্ত ও কুপিত হন। তাঁহারা যাহাতে উপযুক্ত পদ না পান তজ্জন্য তিনি সর্ব্ব-প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পরবর্ত্তী বৎসরে (১১২০ হিজরী) আবদুল্লাহ খানকে সঙ্কট-সঙ্কুল আজমীর সুবার সুবাদার পদে নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহ তাঁহার অভিমত পুনরায় পরিবর্ত্তন করেন এবং তৎ-কালীন সুবাদার শুজাবৎ খানকেই ঐ পদে অধিষ্ঠিত রাখেন। অবশেষে ১১২২ হিজরীতে দ্বিতীয় শাহ-জাদা আজীমুশ্‌শান তাঁহার অধীনস্থ সুবা ইলাহবাদে তাঁহার নায়েব বা প্রতিনিধিরূপে আবদুল্লাহ খানকে নিযুক্ত করেন। অবশ্য প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে ঐ শাহ-জাদাই তাঁহার অধীনস্থ অন্যতম সুবা বিহারের—নায়েবেনাজিম পদে হোসেন আলীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

জাহাঁদার শাহের আমলে

১১২৪ হিজরীতে (১৭১২ খৃষ্টাব্দে) লাহোরে সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

www.ahlehadeethbd.org

এবং তাঁহার মৃত দেহের দাফন কাফনের ব্যবস্থা না করিয়াই তাঁহার পুত্ররা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ব্যাপৃত হন। ইলাহাবাদে সৈয়দ আবদুল্লাহ খানের নিকট সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিলে তিনি প্রথমতঃ— জ্যেষ্ঠ শাহজাদা মুয়িজউদ্দীনকে সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া লন এবং তাঁহার— অধীনে কার্য্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তদীয় সমীপে পত্র প্রেরণ করেন।

ইতিমধ্যে সুবা বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলী খানের জামাতা সুজাউদ্দীন খান উক্ত প্রদেশের রাজস্বের ১ কোটী টাকা লইয়া দিল্লীর পথে—— ইলাহাবাদে উপনীত হন। আবদুল্লাহ খাঁ সুজাউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বুঝান যে, এত অধিক অর্থ লইয়া তাঁবুতে অবস্থান করা— মোটেই নিরাপদ নয়। তদুপরি শাহজাদাগণের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার লইয়া যে সংগ্রাম শুরু হইয়াছে উহার পরিসমাপ্তি হইয়া কোন্ ভাগ্যবান— সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহা না দেখা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত। সুজাউদ্দিন খান তাঁহার কথার যুক্তিযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং এই প্রভূত অর্থ ইলাহাবাদের কেল্লায় রাখিয়া দেন। এই অর্থ আবদুল্লাহ খানের হস্তে আসায় তাঁহার প্রভূত উপকার হয়। অর্থাভাবে তিনি সৈন্যদলের বেতন বাকী রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তজ্জন্য সৈন্যদল তাঁহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই অর্থ হইতে তিনি সৈন্যদলের বাকী বেতন— পরিশোধ করিয়া নিজের অবস্থাকে সুদৃঢ় করেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ খাঁ স্বীয় আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়া এবং তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়া জাহাঁদার শাহের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে তিনি জাহাঁদার শাহের নিকট হইতে অনুকূল উত্তরই পাইবেন। কিন্তু বিশেষ বিস্ময়ের সহিত তিনি জানিতে পারিলেন যে, ইলাহাবাদের গভর্ণর পদে গার্দ্দেজী সৈয়দ রাজী মোহাম্মদ খানকে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া নব নিযুক্ত গভর্ণরের আত্মীয় সৈয়দ আবদুল গফুরকে ডেপুটী গভর্ণর বা নায়েব সুবাদার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি ইহাও জানিতে পারিলেন যে, নব নিযুক্ত ডেপুটী আবদুলগফুর তাঁহার নিকট হইতে শাসনভার কাড়িয়া লইবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন। এই উপলক্ষে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আবদুলগফুর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য— হন। এই সংবাদ যখন জাহাঁদার শাহের নিকট পৌঁছায় তখন তিনি স্বীয় ভ্রম ও হঠকারিতা অনুধাবন করেন। এবং আবদুল্লাহ খাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সর্ব্ববিধ চেষ্টা করেন। ৪০০০ হাজারী মনসবদারী হইতে একবারেই তাঁহাকে ৬০০০ হাজারীতে উন্নীত করা হয় এবং ডেপুটী গভর্ণর হইতে— তাঁহাকে সরাসরি গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। এই উপলক্ষে আবদুল্লাহ খানের নিকট যে পত্র প্রেরণ করা হয় তাহাতে তাঁহার যোগ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং তাঁহাকে প্রশংসাসূচক বহু খেতাবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সমস্তই বৃথা। আবদুল্লাহ খাঁ ফর্‌রোখ-সিয়রের ভাগ্যের সহিত নিজেকে গ্রথিত করেন।

ফর্‌রোখ-সিয়রের দিল্লী যাত্রা

ফর্‌রোখ-সিয়র সম্রাট বাহাদুর শাহের অন্যতম পুত্র আজিমুশ্‌শানের দ্বিতীয় পুত্র। আজীমুশ্‌শানের ডেপুটী হিসাবে তিনি কয়েক বৎসর বাঙ্গালাতে অবস্থান করেন। প্রথমতঃ তিনি বাঙ্গালার তৎকালীন রাজধানী ঢাকায় থাকিতেন। পরে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। তিনি তথায় লালবাগের প্রাসাদে বাস করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে স্বীয় আবাস গঙ্গার অপরতীরস্থ রাজমহলে— স্থানান্তরিত করেন। স্বীয় পুত্রকে এত দূরে না— রাখিয়া আজিমুশ্‌শান ফর্‌রোখ-সিয়রকে শাহী দরবারে অবস্থান করার জন্য ডাকিয়া পাঠান। তদনুযায়ী তিনি নবনিযুক্ত ডেপুটীর উপর বাঙ্গালা প্রদেশের ভার অর্পণ করিয়া যাত্রা করেন। ৭ই সফর ১১২৪ হিজরী (১৫ই মার্চ্চ, ১৭১২ খৃষ্টাব্দ) যখন তিনি পাটনা আজিমাবাদের নিকট পৌঁছান তখন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যুর সংবাদ পান। অন্য কোন সংবাদের অপেক্ষা না করিয়াই. তিনি তদীয় পিতা আজিমুশ্‌শানকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়া তাঁহার নামে খোতবা পাঠ করার ও মুদ্রা তৈয়ার করার ব্যবস্থা করেন। আর অধিক অগ্রসর না হইয়া তিনি তথায় অবস্থান করিতে—থাকেন। ২৯শে সফর (৬ই এপ্রিল) তাঁহার পিতার পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হয়।—তেজস্বিনী মাতার উৎসাহ বাক্যে ও প্ররোচনায় সাগর পারের কোন দেশে গিয়া আশ্রয় লাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিজেকে সম্রাট—বলিয়া ঘোষণা করেন।

হোসেন আলী কর্তৃক ফর্‌রোখ-সিয়রের পক্ষাবলম্বন

ফর্‌রোখ-সিয়র যখন প্রথম আজিমাবাদে উপনীত হন, সে সময় হোসেন আলী খাঁ তথায় উপস্থিত ছিলেন না। সুপ্রসিদ্ধ রোহতাস দুর্গ পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি সে সময় মোহাম্মদ রাজা রায়াৎ খানের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া তিনি প্রথমতঃ ফর্‌রোখ-সিয়রের ব্যাপারে উদাসীনতা অবলম্বন করেন এবং সত্য কথা বলিতে কি, ফর্‌রোখ-সিয়রের পক্ষাবলম্বন করার জন্য প্রলুব্ধ হইবার মত কিছুই ছিল না বরং সে সময় ঐ শাহজাদার যেরূপ নিরুপায় অবস্থা, তাহাতে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করার মানেই ছিল নিজের ভাগ্যকে—নিরাশার অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করা। তৎকালে ফর্‌রোখ-সিয়রের সহিত মাত্র ৪ শত অনুচর ছিল। অর্থও বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু তাহার মাতার বুদ্ধিমত্তায় ও বাক্যনৈপুণ্যে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়।

তাঁহার মাতা তাঁর অর্থাৎ ফর্‌রোখ সিয়রের এক ছোট কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গোপনে সৈয়দ—সাহেবের আবাসে গমন করেন এবং সৈয়দ সাহেবের মাতার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। তাঁহার—বক্তব্য বিষয় এই ছিল যে, সৈয়দ পরিবারের বর্ত্তমান সচল অবস্থা ও মানসম্ভ্রম, প্রতিপত্তি শাহজাদার পিতার মহানুভবতার জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে, শাহজাদার পিতা নিহত, শাহজাদা নিজেও একেবারে নিঃস্ব। এমতাবস্থায় সৈয়দ হোসেন আলী খাঁর সম্মুখে দুইটী পথ খোলা রহিয়াছে। হয়,—তিনি শাহজাদা ফররোখ-সিয়রের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার ন্যায্য অধিকার লাভের প্রচেষ্টায় তাঁহাকে সাহায্য করুন, এবং তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করুন আর না হয়, তিনি শাহজাদাকে শৃঙ্খলিত করিয়া জাহাঁদার শাহের নিকট প্রেরণ করুন। এই কথা বলিয়া ফর্‌রোখ-সিয়র-জননী ও কন্যা তাঁহাদের মস্তকাবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলেন এবং উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাঁহাদের কাতর—ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া সৈয়দ-জননী পুত্রকে হারামের মধ্যে ডাকিয়া পাঠান। ছোট কন্যাটী হোসেন আলীর পদে পতিত হইয়া কাতর বাক্যে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকে। সৈয়দ-জননী ফলাফলের কথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করার জন্য স্বীয় পুত্রকে নির্দ্দেশ দেন। এই মহিয়সী মহিলা পুত্রকে বলেন যে ফলাফল যাহাই হউক, তাহাতেই তাঁর পুত্র লাভবান হইবেন। যদি তিনি পরাস্ত হন তাহা হইলে তাঁর নাম কেয়ামত পর্য্যন্ত একজন প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত বীর পুরুষ হিসাবে উজ্জ্বল—অক্ষরে লিখিত থাকিবে: আর যদি জয় করায়ত্ব হয়, তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুস্তান তাঁর পদানত—হইবে এবং মাত্র সম্রাট ছাড়া তাঁর উপরওয়ালা কেহই থাকিবে না। পরিশেষে তিনি এই ফরিয়াদ তুলেন—"যদি তুমি জাহাঁদার শাহের পক্ষ অবলম্বন কর তাহা হইলে, তোমার মাতার হক আদায় না করার জন্য তোমাকে সেই মহান বিচারপতির সম্মুখে জবাবদিহি করিতে হইবে।" সৈয়দ হোসেন আলী এই বাক্যে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং ফর্‌রোখ-সিয়রের পক্ষ অবলম্বন করিবেন—বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন পরবর্ত্তী রাত্রিতে স্বয়ং ফর্‌রোখ-সিয়র সৈয়দ আবাসে আগমন করেন এবং বলেন যে হয় তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া জাহাঁদার শাহের নিকট পাঠাইতে হইবে, আর না হয়—তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া হিন্দুস্তানের সিংহাসনলাভে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাহায্য করিতে হইবে। হোসেন আলী খাঁ চূড়ান্ত ভাবে নিজের মত স্থির করিয়া ফর্‌রোখ-সিয়রের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—আবদুল্লাহ্ খাঁকে ক্ষিপ্রতাসহকারে পত্র প্রেরণ করিয়া ফর্‌রোখ-সিয়রের পক্ষাবলম্বন করার জন্য তাঁহাকে প্ররোচিত করিলেন। ফর্‌রোখ-সিয়র নিজেও আবদুল্লাহ্ খাঁকে পত্র লিখিয়া ভবিষ্যতের জন্য বহু—প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বাঙ্গালার যে রাজস্ব তৎকালে তাঁহার নিকট গিয়া পৌঁছিয়াছে উহা সৈন্য দল—সংগ্রহ করার কার্য্যে ব্যয় করার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সময় বা উহার পরে পরেই সাম্রাজ্যের দুইটী প্রধানপদ যথা উজিরে আজম বা প্রধান-মন্ত্রী ও আমীরুলউমরার পদ তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে প্রদান করার জন্য—ফর্‌রোখ-সিয়র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

ফর্‌রোখ-সীয়রের ইলাহাবাদ গমন ও খাজ্‌ওয়ার যুদ্ধ

হোসেন আলী খাঁ কর্তৃক ফর্‌রোখ-সীয়রের পক্ষ অবলম্বনের কথা ঘোষিত হইবার পর অন্যান্য অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিও তাঁহার সাহায্যার্থে—আগাইয়া আসেন। সরকার শাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ভোজপুর অঞ্চলের এক বিখ্যাত ও শক্তিশালী জমিদার সিদ্ধিস্ত নারায়ণ ১০০০ অশ্বারোহী ও ৩০০০০ বন্দুকধারী সৈন্যসহ তাঁহার পক্ষে যোগদান করেন। লাহোরের যুদ্ধে শাহজাদা আজিমুশ্‌শানের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর খাজা আসীম তথা—হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনিও এক্ষণে ফর্‌রোখ-সিয়রের সহিত মিলিত হইলেন। রোহিলখণ্ডের অন্তঃপাতী শাজাহানপুরের বিখ্যাত রোহিলা সর্দ্দার জয়নউদ্দীন খাঁ তাঁহার ৪ হাজার পাঠান অনুচর লইয়া যোগ দিলেন।

অবশেষে ১৭ই শাবান (১৮ই সেপ্টেম্বর) ফর্‌রোখসীয়র পাটনা হইতে যাত্রা করেন এবং অগ্রসর হইতে হইতে ঝাঁসিতে আসিয়া পৌঁছান।—সৈয়দ আবদুল্লাহ্ ২ সপ্তাহ পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়া ফর্‌রোখ-সিয়রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তথায় ৬ই শওওয়াল (৫ই নভেম্বর) তিনি ফর্‌রোখ-সিয়রের শিবিরে আগমন করেন এবং যথাযোগ্য সমাদরের সহিত ফর্‌রোখ-সিয়র কর্তৃক গৃহীত হন। এইখানে খাজা আসীম আশরাফ খানের মধ্যস্থতায় আনুষ্ঠানিকভাবে এক চুক্তিপত্র নিষ্পন্ন হয়। তদনুযায়ী আবদুল্লাহ্ খাঁকে উজিরের পদ ও হোসেন-আলী খাঁকে আমীর-উল-উমরার পদ প্রদান করার ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে সাব্যস্ত হয়। ঝাঁসী—পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে সৈয়দ সদরুল হক তকিউদ্দিন মোহাম্মদ আবুলআকবর সাহেবের দর্গায় গিয়া তাহারা স্বীয় আরব্ধ কার্য্যে সফলতালাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৩ই শওওয়াল (১২ই নভেম্বর) সমগ্র সৈন্যদল নৌকার দ্বারা নির্ম্মিত এক অস্থায়ী সেতুর সাহায্যে গঙ্গা—অতিক্রম করে এবং পরপারে ইলাহাবাদে গিয়া শিবিরসন্নিবেশ করে।

এদিকে যখন আবদুল গফুরের পরাজয় ও আবদুল্লাহ্ খানের বিদ্রোহের কথা জাহাঁদার শাহের—কর্ণগোচর হয় তখন তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন, তদুপরি যখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে শাহজাদা ফর্‌রোখ-সিয়র সসৈন্যে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন তখন তাঁহার চিন্তা আরও বাড়িয়া যায়। ফর্‌রোখ-সিয়রের গতিরোধ করার জন্য অবিলম্বে শাহজাদা ইজ্‌জুদ্দীন প্রেরিত হইলেন। তাঁহার সহিত ৫০০০০ অশ্বারোহী ও শক্তিশালী কামানসমূহ ও গোলন্দাজ সৈন্য প্রেরিত হয়। তাঁহারা কোরায় আগমন করিয়া তথাকার ফৌজদার মাহতা চাবেলা রামের সাক্ষাৎ পান। এই ফৌজদারকে পদবৃদ্ধির প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আহ্বান জানান হয়। কিন্তু চাবেলা রাম উহা প্রত্যাখান করিয়া বিশেষ চালাকির সহিত ইজ্‌জুদ্দীনের চক্ষে ধুলি দিয়া ফর্‌রোখ সিয়রের সহিত মিলিত হন। চাবেলা রামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ফর্‌রোখ-সিয়রের অর্থকষ্ট দূরীভূত হয়। কথিত আছে যে তিনি প্রতিদিন ৫০০০০ মুদ্রা কর্জ্জ স্বরূপ প্রদান করিতে থাকেন।

www.ahlehadeethbd.org

শওওয়ালের শেষে আলাউদ্দীন খাজওয়ায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শিবিরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনিত হইল। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে এই ক্ষেত্রেই আলমগীর শাহ সুজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখানে আবার সেই অতীতের পুনরাবৃত্তি হইবে এই আশাতেই ইজ্‌জুদ্দীন এই স্থানকেই রণক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত করিলেন।

ফর্‌রোখ-সিয়রের ইলাহাবাদ পরিত্যাগ করার সময় তাঁহার সৈন্য সংখ্যা কত ছিল তাহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন ২৫০০০ অশ্বারোহী, কেহ বলেন ৫০০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০০ পদাতিক। এই সময় মোহাম্মদ খান বঙ্গাশ প্রায় ৫০০০ অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য লইয়া ফর্‌রোখ-সিয়রের পক্ষে যোগ দেন। এই ব্যক্তি পরবর্ত্তীকালে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ খাঁর প্রচেষ্টায় এই যোগাযোগ সংঘটিত হয়।

খাজওয়ায় উপনীত হইয়া প্রথমদিন উভয়পক্ষে কামানের যুদ্ধ হয়। ২৯শে শওওয়াল চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু ২৮শে শওয়ালের পর রাত্রিতে খওয়াজা হোসেন খান দেওরান ও লুৎফুল্লাহ খান এক জাল পত্র দেখাইয়া ইজ্‌জুদ্দীনকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করেন। উক্ত পত্রে ইহাই লিখিত হইয়াছিল যে জাহাঁদার শাহের মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু ঐ সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছে। যদি ইজ্‌জুদ্দীন ক্ষিপ্রগতিতে দিল্লী আগমন করেন তাহা হইলে সিংহাসন তাঁরই। এই জাল পত্র দেখিয়াই ইজ্‌জুদ্দীন সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া মাত্র তাঁহার পত্নী সম্বিদা বেগম ও মূল্যবান জহরতাদি সহ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন এবং প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে আগরায় আসিয়া পৌছান। রাত্রি প্রভাতে ইজ্‌জুদ্দীনের সৈন্যদলের মধ্যে ঘোরতর ভীতি ও—বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। তাহারা ভীতিবিহ্বল চিত্তে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফর্‌রোখ-সিয়রের সৈনাদলের মধ্যে এই সংবাদ পৌছামাত্র তথায় আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা পরিত্যক্ত শিবিরে বেপর্‌ওয়া লুণ্ঠন চালাইল। মাত্র ১দিন পূর্ব্বেও যাহারা উপযুক্ত খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছিল তাহারা প্রভূত-ধনদৌলতের অধিকারী হইল।

ক্রমশঃ—

মুনাজাত

অধ্যাপক—**মুফাখ্‌খারুল ইস্‌লাম**, এম, এ।

খোদা, তুমি মোরে করেছ কায়েম
সৃজনের শারাফতে।
তবু তাহা ভু'লে তোমারে ছাড়িয়া
ঘুরি কত ভুল পথে॥

আমার হৃদয় আমার ওজুদ
চিরকাল তরে কর গো সজুদ,
তোমার চরণ ছেড়ে যেন আমি
যেতে নারি কোনমতে॥

যখনি তোমারে ভু'লে যাবো আমি
ভুল পথে নেব গতি,
মানুষ আমি যে—এ কথা আমায়
ব'লে দিয়ো ভবপতি!

তোমারে যেন না ভুলি আমি কভু,
আমারেও যেন ভুলি না হে, প্রভু,
মানুষের নাম ডুবাই না যেন
পড়ি না বে-ইজ্জতে॥

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শওওয়ালের শেষে আলাউদ্দীন খাজওয়ায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শিবিরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনিত হইল। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে এই ক্ষেত্রেই আলমগীর শাহ সুজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখানে আবার সেই অতীতের পুনরাবৃত্তি হইবে এই আশাতেই ইজ্‌জুদ্দীন এই স্থানকেই রণক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত করিলেন।

ফর্‌রোখ-সিয়রের ইলাহাবাদ পরিত্যাগ করার সময় তাঁহার সৈন্য সংখ্যা কত ছিল তাহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন ২৫০০০ অশ্বারোহী, কেহ বলেন ৫০০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০০ পদাতিক। এই সময় মোহাম্মদ খান বঙ্গাশ প্রায় ৫০০০ অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য লইয়া ফর্‌রোখ-সিয়রের পক্ষে যোগ দেন। এই ব্যক্তি পরবর্ত্তীকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ খাঁর প্রচেষ্টায় এই যোগাযোগ সংঘটিত হয়।

খাজওয়ায় উপনীত হইয়া প্রথমদিন উভয়পক্ষে কামানের যুদ্ধ হয়। ২৯শে শওওয়াল চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু ২৮শে শওয়ালের পর রাত্রিতে খওয়াজা হোসেন খান দেওরান ও লুৎফুল্লাহ খান এক জাল পত্র দেখাইয়া ইজ্‌জুদ্দীনকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করেন। উক্ত পত্রে ইহাই লিখিত হইয়াছিল যে জাহাঁদার শাহের মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু ঐ সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছে। যদি ইজ্‌জুদ্দীন ক্ষিপ্রগতিতে দিল্লী আগমন করেন তাহা হইলে সিংহাসন তাঁরই। এই জাল পত্র দেখিয়াই ইজ্‌জুদ্দীন সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া মাত্র তাঁহার পত্নী সয়িদা বেগম ও মূল্যবান জহরতাদি সহ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন এবং প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে আগরায় আসিয়া পৌছান। রাত্রি প্রভাতে ইজ্‌জুদ্দীনের সৈন্যদলের মধ্যে ঘোরতর ভীতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। তাহারা ভীতিবিহ্বল চিত্তে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফর্‌রোখ-সিয়রের সৈনাদলের মধ্যে এই সংবাদ পৌছামাত্র তথায় আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা পরিত্যক্ত শিবিরে বেপর্‌ওয়া লুণ্ঠন চালাইল। মাত্র ১দিন পূর্ব্বেও যাহারা উপযুক্ত খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছিল তাহারা প্রভূত-ধনদৌলতের অধিকারী হইল।

ক্রমশঃ—

মুনাজাত

অধ্যাপক—**মুফাখ্‌খারুল ইস্‌লাম**, এম, এ।

খোদা, তুমি মোরে করেছ কায়েম
সৃজনের শারাফতে।
তবু তাহা ভু'লে তোমারে ছাড়িয়া
ঘুরি কত ভুল পথে॥

আমার হৃদয় আমার ওজুদ
চিরকাল ভরে কর গো সজ্‌দ,
তোমার চরণ ছেড়ে যেন আমি
যেতে নারি কোনমতে॥

যখনি তোমারে ভু'লে যাবো আমি
ভুল পথে নেব গতি,
মানুষ আমি যে—এ কথা আমায়
ব'লে দিয়ো ভবপতি!

তোমারে যেন না ভুলি আমি কভু,
আমারেও যেন ভুলি না হে, প্রভু,
মানুষের নাম ডুবাই না যেন
পড়ি না বে-ইজ্জতে॥

www.ahlehadeethbd.org

মুর্গী আগে জন্মেছে না ডিম ?

বন্ধুবর ডক্টর নছীম যেমন স্বাধীনচেতা তেমনি অত্যন্ত যুক্তিবাদী। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যা প্রমাণিত নয়, প্রাণ গেলেও তা সে কিছুতেই মান্‌বে না। তর্ক বিতর্কে সিদ্ধহস্ত খুব, ভাষাও ক্ষুরের ধারের মত তীক্ষ্ণ, যত অপ্রিয়ই হোক নিজের মত খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত কর্‌তে ওর জুড়ি নেই। এক দিন আমার কাছে এসে উচ্চ কণ্ঠে বল্‌লো,—

তুমি যাই বলো মওলানা, বেল্‌আমের গর্দভী কথা বলেছিল, তওরাতের এ উক্তি আমি বিশ্বাস করি না একটুকুও!

আমি তখন কোরআনের একটী আয়ৎ নিয়ে চিন্‌তা কর্‌ছিলুম। বন্ধুর চিরাচরিত অনধিকার চর্চায় অভ্যস্ত থাক্‌লেও তখন একটু বিরক্তি বোধ হলো, ওর দিকে না তাকিয়েই বলে ফেল্‌লুম,

দুন্‌য়ার সমস্ত গাধার মুখগুলো যদি কেউ—ছেলাই করে দেয় আর ওদের কর্কশ স্বর যদি শুন্‌তে না পাওয়া যায়, তাতে আমি নারায হবো না—একটুকুও।

বন্ধুবর আমার উত্তরটাকে উপহাস মনে করে আমার পাশে স্থানাভাব দেখে দূরে একখানা চেয়ারে বসে পড়লো আর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বল্‌তে লাগলো, "এইটাই তো তোমার দোষ! সব কথাতেই উপহাস! আমি বৈজ্ঞানিক আলোচনায় চপলতা—পছন্দ করি না কিন্তু!" আমি চারি পাশের স্তূপীকৃত বইগুলো সরিয়ে ওকে কাছে এসে আমার পাশে ফর্‌শে বস্‌তে অনুরোধ কর্‌লুম, তারপর বল্‌লুম—

বেশ তো। কোন গুরু গম্‌ভীর আলোচনা শুরু করে দাও তা হলে! আমি তোমার গবেষণা শুন্‌তে এখন বিল্‌কুল প্রস্তুত!

সে বল্‌লো,—

কেন? সব সময়ে আমিই যে আক্রমণ চালিয়ে যাবো আর তুমি শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা কর্‌তে থাক্‌বে, তার মানে কি? তোমার তূণে কি বাণ নেই? না যুক্তিবাদের লৌহ দুর্গে আঘাত হান্‌তে ভয় পাও?

আমি বল্‌লুম,

আমার তূণীর যে ফাঁকা, সে-কথা তোমায় কে বল্‌লো? তবে ভাই, আসল কথাটা হচ্ছে,—ঘর ভাংগার চাইতে গড়াই শক্ত! আর এর চাইতে মুশ্‌কিল এই যে, তোমার কোন ঘরই নেই যা ভাংতে যাবো, তুমি তো কিছুই মান না! তোমার কাছে অস্বীকার আর নেতি ছাড়া কি আছে বল? যদি কিছু মান্‌তে, যদি কোন বিষয়ে কিছু দাবী কর্‌তে, তা হলে তার উপর প্রশ্ন করা চল্‌তো!

বন্ধু নাছোড়বান্দা। যিদ্ ধর্‌লো, আজ আমাকেই প্রশ্নকারী হতে হবে।

আমি বল্‌লুম,—

বেশ! তা হলে আমার একটা ছোট্ট অথচ খুব সহজ প্রশ্নের জওয়াব দাও,—আচ্ছা! বল দেখি মুর্গী আগে জন্মেছে না ডিম?

সংগে সংগে এও বলে ফেল্‌লুম, বিশেষজ্ঞ আর বৈজ্ঞানিকরা নিশ্চয় এ ক্ষুদ্র প্রশ্নের সমাধান করে রেখেছেন! তোমার সিদ্ধান্তটা আমি জান্‌তে চাই।

বন্ধুবর যেন একটু ঘাব্‌রিয়ে গেল, ধীরেধীরে, বল্‌তে লাগ্‌লো,—

প্রশ্নটা অনর্থক বলে মনে হচ্ছে, এ নিয়ে আলোচনা করে লাভ কি?

আমি বাধা দিয়ে বল্‌লুম,—

হয়তো তোমার কথাই ঠিক! কিন্তু যদি—আমার মত জিজ্ঞাসা কর, তা হলে আমি বল্‌বো এ প্রশ্নটাকে আমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করি, আর তোমার মুখ থেকে এর জওয়াব শুনার জন্য আমি ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা কর্‌ছি তুমিই আমায় প্রশ্ন কর্‌তে বাধ্য করেছ, এখন জওয়াব দিতে—ইতস্ততঃ করা তোমার উচিত নয়!

সে বল্‌লো,—

প্রশ্নটা শুন্‌তে খুব সহজ বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এর ভিতর সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনা নিহিত রয়েছে। হয় তুমি প্রশ্নটাকে অন্য আকারে উপস্থিত কর, নয় তোমার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে বল।

আমি,—তুমি বড়ই ভয় পাচ্ছ দেখ্‌ছি। অথচ দেখ, তোমার মত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদীর ভয় করার মত কিছু এ প্রশ্নের ভিতর নেই, এ প্রশ্নটাকে কি তুমি একটা ফাঁদ মনে করেছ যাতে জড়িয়ে—পড়ার আশংকা কর্‌ছ? আমি এ বিষয়ে এই টুকুই জানি যে, ডিম মুর্গীর পেট থেকেই বেরোয় আর ছানা থেকেই মুর্গী হয়।

সে আমার কথায় সায় দিল।

আমি পুনরায় বল্‌লুম,—

যদি এ কথা সত্য হয়, তা হলে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের [Geology] বিশেষজ্ঞ স্যর চার্লস লায়েল কি বলেন নাই যে,—"অতীতকে বর্তমানের প্রমাণ—দিয়ে প্রকাশ কর্‌তে হবে?"

সে বল্‌লো,— নিশ্চয়!

আমি,—তা হলে ডিম আর মুর্গীর এ ব্যাপার চিরকাল এই ভাবেই চলে আস্‌ছে?

বন্ধু আবার বল্‌লো,— নিশ্চয়!

আমি,— তা হলে নিশ্চয় সর্বপ্রথম মুর্গী আর সর্বপ্রথম ডিম নিজের নিজের জায়গায় স্বতন্ত্র ভাবেই বিদ্যমান ছিল?

সে দৃঢ় কন্‌ঠে বল্‌লো,—

এতে সন্দেহ করার কি আছে?

আমি বল্‌লুম,— এতে যদি সন্দেহ করার কিছু না থাকে, তা হলে সব প্রথম মুর্গী ডিমের আগেই জন্মেছে বলে স্বীকার কর্‌তে হবে, কারণ ও ডিম থেকে বেরোয় নি। আর এ কথা মান্‌তে গেলে স্যর চার্লসের থিওরী ভেংগে যাচ্ছে, কারণ বর্তমানের প্রমাণ তার উল্‌টো! আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ কর্‌ছি সমস্ত মুর্গী ডিম থেকেই বেরুচ্ছে আর বর্তমানের এই প্রমাণ দিয়ে এও প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, চিরকাল মুর্গী ডিম থেকেই জন্মে আস্‌ছে! অথচ তুমি এই মুহূর্তেই স্বীকার করেছ যে, প্রথম মুর্গী ডিম থেকে জন্মে নি।

বন্ধুবর অনেক্ষণ চুপ থাকার পর হুংকার দিয়ে উঠ্‌লো,—

কি করে জান্‌লে তুমি যে, সর্বপ্রথম মুর্গী ডিম ছাড়াই জন্মেছিল? মুর্গীর স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, ওটী ডিমেরই উন্নত ও পূর্ণ সংস্করণ মাত্র। আমরা যদি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিন্‌তা করে দেখি, তা হলে এক্ষুনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবো যে, ডিমই প্রথমে জন্মেছে। অতএব আমরা নিঃসংশয়ে বল্‌তে পারি, সর্বপ্রথম মুর্গী ডিম থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমি বল্‌লুম,—

উত্তম কথা! তা হলে সাব্যস্ত হলো সর্বপ্রথম মুর্গী ডিম থেকেই হয়েছে, অর্থাৎ কিনা ডিমের অস্তিত্ব মুর্গীর আগেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তোমার এ অভিমত স্বীকার করে নিলেও তো লায়েলের থিওরী টিক্‌ছে না। আমরা সর্বদাই দেখছি সমস্ত ডিম মুর্গীই প্রসব কর্‌ছে। তারপর দয়াকরে এটাও আমাকে বলে দাও যে, সর্বপ্রথম ডিম যদি মুর্গী প্রসব না করে থাকে তাহলে ওটা আস্‌লো কোত্থেকে? কেমন করে আস্‌লো? কবে আস্‌লো?

বন্ধুবরের অট্টহাস্যে আমার ক্ষুদ্র লাইব্রেরী কেঁপে উঠ্‌লো। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লো,—

বুঝেছি মওলানা, মোল্‌লার দৌড় মছ্‌জিদ—তক্! তুমি আমায় স্বীকার করাতে চাও—সর্বপ্রথম ডিমটী তোমার আল্‌লাহ্ সৃষ্টি করেছে,—কেমন?

আমি বিমর্ষতার ভান করে বল্‌লুম,— দেখ ডক্টর, আমি হচ্ছি জিজ্ঞাসু, আমি উত্তর দাতা নই। অবশ্য আমি জানি যে, ঐশী গ্রন্থের মান্যকারীরা এ প্রশ্নের নিতান্ত মামুলী ধরণে জওয়াব দিয়ে মুক্তি পেতে চান যে, সর্বপ্রথম ডিম স্বয়ং আল্‌লাহ্ বানিয়েছেন। কিন্তু এ কথার কোন প্রমাণ নেই।— তুমি ভাই, যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং যুক্তিতর্কের সাহায্যে এ প্রশ্নটার সমাধান করে দাও, তা হলে আমি সত্যই তোমার কাছে বাধিত থাক্‌বো।

সে পরম বিজ্ঞের মত বলে উঠ্‌লো,— এই ডিমের প্রশ্নটাকে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের উপর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খাটাতে চাও না কি হে?

আমি পুনরায় বিনীত ভাবে বল্লুম,— স্বভাবতঃ! নিশ্চয় গোড়াতে ধানের সর্বপ্রথম বীজটী বিদ্যমান ছিলই, সর্বপ্রথম বিড়াল, সর্বপ্রথম গাভী সর্বপ্রথম বক্‌রী, সর্বপ্রথম মানুষ গোড়াতেই মওজুদ ছিল। যদি তুমি ডিমের সমস্যাটা মীমাংসা করে দিতে পার, তা হলে অন্যান্য বস্তুগুলিকেও আমি ওই মীমাংসার উপর কল্‌পনা করে নোবো আর এই ভাবে সৃষ্টিরহস্যের গুপ্তদ্বার আমরা জগদ্‌বাসীর জন্য উদ্‌ঘাটিত করে ফেল্‌বো।

বন্ধু বল্‌লো,—

সৃষ্টির প্রশ্নটা একদম সেকেলে! ওতে নূতনত্ব কিছুই নেই। আসল কথা হচ্ছে, সমস্ত বস্তুই ক্রামশিক বিবর্তনের ফলে প্রকাশ পেয়েছে।

আমি বল্লুম,—

হতে পারে! কিন্তু জীবনের গোড়ার কথা ওর মধ্যে ধর্তব্য হবে কি করে? জীবনের প্রথম বীজটা সৃষ্টি না হয়েই পারে না! তুমি নিশ্চয়— জেনো, তোমার বিবর্তনবাদ আমাকে ধম্‌কিয়ে নিরস্ত কর্‌তে পার্‌বেনা। বিবর্তনবাদের জন্যও প্রথমে একটা জিনিষের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, তবেই ওর ক্রামশিক উন্নতি ঘটবে। যার অস্তিত্বই নেই, তার বিবর্তন ঘট্‌বে কি করে? অতএব প্রথমে ডিমের অস্তিত্বটা মেনে নেও, তারপর ওর উপর বস্তুতত্ত্বের ইমারৎ গেঁথে তোল। আমি আমার— প্রশ্নটার পুনরুক্তি কর্‌ছি,— মুর্গীর ডিমটা কোত্থেকে এলো?

সে বল্‌লো,— আমি বৈজ্ঞানিকদের থিওরী— বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেকটী প্রাণী অংগ অবয়ব-শূন্য প্রাণহীন উপাদান থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।

আমি বল্লুম,— তাই নাকি? কিন্তু আমি যত দূর জানি, হাক্সলে, অওয়েল প্রভৃতি তোমার ঐ বৈজ্ঞানিক ডগ্‌মা অসত্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন,— সকলেই সেই প্রাচীন মতবাদ স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এক প্রাণীর অন্য প্রাণী থেকেই উৎপত্তি ঘটেছে

আমার কথায় বন্ধুবর একটু অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়াল, বল্‌লো,— আর একদিন এ বিষয়ে আলাপ করা যাবে।

* * * *

কয়েক দিন পর হঠাৎ এক সন্ধায় ডক্টর নছীম এসে উপস্থিত হলো। বস্‌তে না বস্‌তেই সে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লো, তবে কি তুমি প্রাণহীন জড়পদার্থ থেকে প্রাণের উদ্‌ভব হওয়াকে স্বীকার করনা?

আমি বল্লুম,—

দেখ, আমার স্বীকার বা অস্বীকারের কোন প্রশ্ন এখানে উঠছে না, তোমার গুরুদেবরাই ও মত খণ্ডন করেছেন। আমি এমন একটা ডিমের কথা তোমার কাছ থেকে জান্‌তে চেয়েছিলুম যা জীবন্ত উপাদানে গঠিত। তুমি ডক্টর বস্টনের অভিমত— আমাকে শুনিয়ে দিলে যে, সর্বপ্রথম ডিম প্রাণহীন উপাদান হতে উদ্‌ভূত হয়েছে, অথচ আমার প্রশ্ন ছিল প্রাণময় ডিম সম্পর্কে! যাক্‌, তোমার খাতিরে আমি কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিচ্ছি, সর্ব প্রথম ডিম প্রাণহীন, অংগ অবয়ব শূন্য উপাদান থেকেই জন্মেছে। এই ধর— আমরা মেনে নিচ্ছি যে, সর্বপ্রথম ডিমের উৎপত্তি বালির ক্ষুদ্র একটা কণা থেকেই ঘটেছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করার পরও— আমার প্রশ্ন নিজের জায়গায় ঠিক থেকে যাচ্ছে, কেবল শব্দের একটু রকম ফের ঘট্‌ছে মাত্র! অর্থাৎ ঘুরে ফিরে আবার সেই প্রশ্নই উপস্থিত হচ্ছে যে, বালির এ কণা কোত্থেকে এলো?

বন্ধু বল্‌লো,—

বালির কণা আর অন্যান্য উপাদানগুলি এমন কতকগুলি সূক্ষ্মতম পরমাণু নিয়ে গঠিত হয়েছে,— যা মানুষের পক্ষে দর্শন করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়, মহাশক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও নয়! তথাপি তাদের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত— হয়েছে। আপাততঃ ৬৪টী উপাদানের কথা স্বীকৃত হয়েছে। কিনতু বিজ্ঞান যতই উন্‌নতি লাভ কর্‌তে-থাকবে ওদের সংখ্যা ততই কমে আস্‌বে। আমরা এমন যুগের প্রত্যাশা কর্‌ছি যখন এ কথা যোরে—

পোঃ খোর্দ মোহনপুর, রাজশাহী

www.ahlehadeethbd.org

শোরে বলা চল্বে যে, একমাত্র হাইড্রোজেন বিশ্ব চরাচরের সকল বস্তুর মূল, সমুদয় বস্তুর উদ্ভব হাইড্রোজেন থেকেই ঘটেছে।

আমি বল্লুম,—

অনেক ক্ষণে তুমি একটা কাজের কথা শোনালে, তার জন্য আগে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর। এখন দয়া করে বল যে, নিখিল বিশ্বের যদি হাইড্রোজেন থেকেই উদ্ভব ঘটে থাকে, তা হলে মুরগদের সেই মাননীয়া পরদাদী ছাহেবা, যিনি সর্বপ্রথম ডিম—পেড়েছিলেন কেমন করে সৃষ্টি হলেন, অবশ্য তিনি যে স্বয়ং ডিম থেকে জন্মেন নাই, তা তো পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে।

বন্ধুবর গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বললো,—সর্বপ্রথম মুর্গী জন্মে নাই, বিকাশ লাভ করেছিল।

আমি বল্লুম,— বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমার ত্রুটী মাফ কর, এখন বল, সর্বপ্রথম মুর্গী কোন বস্তু থেকে বিকাশ লাভ কর্লো?

বন্ধু বল্লো,— আমি জানি না।

আমি পুনশ্চ বললুম,— তা হলে তুমি তার অস্তিত্ব প্রমাণ কর্তে যে অক্ষম তা স্বীকার কর্ছো?

বন্ধু অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্ললো,— আমি কি সবজান্তা?

আমি বললুম,— তোমার অজ্ঞতার প্রকাশ্য স্বীকৃতির জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর, কিন্তু তুমি বলেছ যে, প্রাণের প্রথম উপাদানকে সৃষ্টি করা হয় নি। এখন আমরা বিশ্বচরাচরের মূল ও সূচনার আলোচনায় উপস্থিত হলুম কিন্তু হাইড্রোজেনিক ডিম সৃষ্টি করা হয়েছিল কিনা—সে সম্বন্ধে তুমি কিছুই বলতে পার্লে না!

বন্ধুবর বল্লো,—আমার অজ্ঞতাকে যতই তুমি কটাক্ষ কর, আমি থোড়াই তা গ্রাহ্য করি! আমি বরাবর দাবী কর্তে থাকবই যে, সৃষ্টির যে কাহিনী তওরাতে কথিত হয়েছে, বিশ্বচরাচরের সে ভাবে কখ্খনো সৃষ্টি হয় নাই!

আমি বল্লুম,—

ভাই, চরাচর কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার একটুও মাথা ব্যথা নাই; যে ভাবেই হোক ওর উদ্ভব ঘটেছে নিশ্চয়ই!

বন্ধুবর বল্লো,—

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেনিচ্ছি যে, বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান কর্তে—পারেনি। অবশ্য আমাদের আশা আছে শীঘ্রই হোক বা দেরীতে, সৃষ্টির রহস্যজাল ছিন্ন হয়ে যাবেই আর তাতে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কোন প্রয়োজন হবে না!

আমি বল্লুম,—

মূর্খতা সত্ত্বেও তোমার যে দম্ভ, সেটা আমার কাছে প্রীতিকর না হলেও নিজের অজ্ঞতা যে সহজেই মেনে নিয়েছ তার জন্য আমি তোমার প্রশংসা কর্ছি। তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে রাত্রির মত আজ আলোচনা স্থগিত রাখা যাক!

বন্ধুবর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্লো,— ওঃ! মনেই ছিলনা, আমাকেও এক্ষুনি ফির্তে হবে! তুমি তো নীরস মোল্লা, তোমাকে বলে লাভ কি? রাত্রে নাচের একটা ভাল মজ্লিছ আছে— গুড নাইট!

* * *

বন্ধুবর পরবর্তী সন্ধ্যায় যথারীতি উপস্থিত হল। বল্লো,— কালকার আলোচনাটা অসমাপ্ত রয়েগেছে। তুমি এখন কি বল্তে চাও?

আমি বল্লুম,— ডক্টর, সত্যই কি তুমি বিশ্বাস কর যে, শিলা, উদ্ভিদ এবং জন্তু সমস্তই এক হাইড্রোজেনরই বিভিন্নরূপী সংমিশ্রণ মাত্র?

সে বল্লো,— নিশ্চয়!

আমি বল্লুম, শূন্যপাত্র থেকে কোন জিনিষ বের করা কি সম্ভব?

সে বল্লো,— কখ্খনই নয়! কিন্তু ব্রদর, আমি কবে তোমায় বল্লুম যে, হাইড্রোজেন একটা শূন্য পাত্র?

আমি বল্লুম,— সেকথা তো আমিও বলিনি! আচ্ছা কথাটা অন্যভাবেই জিজ্ঞাসা করি—যে পাত্রে যে পরিমাণ বস্তু নেই ততটা কি সে পাত্র

Contents

থেকে বের করা যেতে পারে ?

সে বল্‌লো,— না।

আমি,— তুমি কি মনেকর যে, প্রাণের উপাদান হাইড্রোজেন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ?

সে বল্‌লো,— নিশ্চয়! সমস্ত ছাতা জাতীয় দেহ (Fungi), উদ্ভিদ, জন্তু, সমুদয় শিল্পী, চিত্রকর, কবি, গ্রন্থকার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক— মোটের উপর গোটা সৃষ্টি এই হাইড্রোজেনী ডিম থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে ?

আমি বিস্ময়ের ভানকরে বল্‌লুম,— এই বিস্ময়-কর, তেলেছ্‌মাতী ডিমের গুণাগুণ আর বৈশিষ্ট্যের কথা আমায় শুনাবে একটু ?

সে বল্‌লো,— ওর মধ্যে জাদুটাদু কিছুই নেই, এ হলো নেচার! বিশ্বচরাচরের জননী!

আমি,— হাঁ, হাঁ,— জগজ্‌জননী, মা ঠাকরুণ! কিন্তু ঐ আসল হাইড্রোজেনী ডিমের মধ্যে কিছু গুণ নিহিত ছিল নিশ্চয় ? আচ্ছা— এই হাইড্রোজেন আস্‌লো কোত্থেকে ?

বন্‌ধু বল্‌লো,— তা আমি জানিনা।

আমি বল্‌লুম,—

আচ্ছা! এই অদ্ভুত গুণগুলি হাইড্রোজেনে— সৃষ্টি হল কি করে ?

সে বল্‌লো,—

তাও আমি বল্‌তে পার্‌বো না।

আমি বল্‌লুম,—

তুমি বলেছ— হাইড্রোজেনে কতকগুলি গুণ ছিল যেগুলি ক্রমশঃ বিশ্ব চরাচরকে প্রকাশ— করলো! তুমি কি কল্পনা কর্‌তে পার যে, কোন ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা ছাড়াই হাইড্রোজেন থেকে এই বিপুলা ধরণীর যাবতীয় বস্তু নিজে নিজেই প্রকাশ পেয়ে গেল ?

বন্‌ধুবর বললো— তুমি যে আকারে কথাটা পাড়্‌লে, আমি সে ভাবে কখনো চিন্তা করে দেখিনি। বিষয়টা বাস্তবিক জটিল, আমি আপা-ততঃ এর উত্তর দিতে পার্‌ছি না।

আমি একটু দৃঢ়ভাবে বললুম,— তোমার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে— এই অদ্ভুত ডিম—এই হাইড্রো-জেনের টুক্‌রো, যা থেকে নিখিল বিশ্বের উদ্‌ভব ঘট্‌লো আর যা থেকে জীবজগতের প্রাণ লাফিয়ে বেরিয়ে পড়লো—বুদ্ধিমত্তা আর ইচ্ছাশক্তি ছাড়াই প্রকাশ পেয়ে গেল কি ? যদি হাইড্রোজেনের ভিতর প্রজ্ঞা ও অনুভূতি না থেকে থাকে তা হলে বন্‌ধু— তুমি যে হাইড্রোজেন থেকে প্রকাশ পেয়েছ—তুমি কেমন করে এত বড় জ্ঞানী আর ডক্টর হলে ?

বন্‌ধুবর চিন্তিত ভাবে উঠে দাঁড়ালো। বল্‌লো আমি আজ আর কথা বলতে পার্‌ছি না—গুড্‌নাইট!

... ...

মগ্‌রীবের নমাযের পর ডক্টর নছীমের প্রতী-ক্ষায় আমি আমার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ বাদ দিয়ে একটা গল্‌পের বই খুলে বস্‌লুম। হঠাৎ একটা গল্‌-পের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। এক রাজপুত্র তার প্রিয়তমাকে একটী লোহার ডিম উপহার দিয়েছিল। লোহার ডিম দেখে মানিনী অভিমান করে ডিমটী ছুড়ে ফেলে দিল। ডিমটী ভেংগে গেল, ওর ভিতরকার শুভ্রতা ছিল রৌপ্যের আর হরিদ্রাভা ছিল স্বর্ণের, হরিদ্রাভ দলার ভিতর সুবর্ণ খচিত ক্ষুদ্র একটী মুকুট আর হীরকের আংটি ছিল। এই গল্‌প পড়ে আমার ধারণা হতে লাগ্‌লো, যে ডিমের ভিতর সূর্য, চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী চেতন, অচেতন, উদ্‌ভিদ আর বিশ্বের জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্নেহ, মমতা ভরপূর হয়ে রয়েছে, তার তুলনায়— রাজপুত্রের প্রেরিত ডিমটী কত অকিঞ্চিৎকর! আমি মনে মনে এই কথা নিয়ে ভাবাগোনা কর্‌ছি এম্‌নি সময়ে বন্‌ধুবর ডক্টর নছীম উদিত হল আর আমাকে জিজ্ঞাসা করলো,—

কি ভাবছ হে ?

আমি বল্‌লুম,—

ডক্টর, তুমি এমন কোন নদীর সংবাদ রাখ কি, যা কোন উৎস থেকে নির্গত হয়নি ?

সে বল্‌লো,—

এতো খুব সহজ প্রশ্ন, না, এমন কোন নদী নেই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমি পুনরায় বল্‌লুম,—

কারণ ছাড়া কোন প্রতিক্রিয়ার কথা কল্পনা করা যায় কি?

সে বল্‌লো,—

সকল প্রকার প্রতিক্রিয়ার জন্য ক্রিয়া অথবা কারণ থাকা অপরিহার্য, কিন্তু কার্য ও কারণের প্রশ্ন বড়ই জটিল। তুমি কি ডেভিড হিয়ুমের সংগে এ বিষয়ে একমত নও যে, রাত্রি আর দিনের মধ্যে যে সম্পর্ক, কার্য ও কারণের ভিতরেও সেই রূপ সম্পর্ক রয়েছে?

আমি বল্‌লুম,—

না, আমার মত তা নয়, রাত্রির পর দিন আসে ঠিক, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কার্য্য ও কারণের সম্পর্ক রয়েছে সে কথা আমি মানিনা। সে কথা থাক, এখন এস, আমরা সেই তেলেছ্‌মাতী ডিমের কথাই আলোচনা করি। আচ্ছা ভাই, এ "নেচর"টা কি? কোত্থেকে এর আবির্‌ভাব ঘট্‌লো? কখন্ ঘট্‌লো? কেমন করে ঘট্‌লো? তুমি এর সংজ্ঞা আমাকে—বল্‌তে পার?

বন্ধু বল্‌লো,—

নেচরের ডেফিনিশন সহজ নয়। একজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন,—"আকাশের তলায় চল আর নেচরের শিক্ষা ও বিধান অবগত হও।" আর একজন বলেছেন,—"নেচরের বৈচিত্র দর্শন কর, অণুগুলি পরস্পর জড়াজড়ি কর্‌ছে, একটী আকর্ষণ কর্‌ছে, অপরটি আকর্ষিত হচ্ছে! নেচরের—নৈকট্য তার মিলন-বাসরে তোমাকে চরিতার্থ—কর্‌বে।"

আমি বল্‌লুম,—

ভাই, আমি কবি নই! তুমি নিজেই বলেছ, সর্বপ্রথম ডিম নেচর প্রস্তুত করেছে আর ওকে বিভিন্ন আকারের জীবিত ও সুন্দর মিশ্রপদার্থ নির্মাণ করার ক্ষমতা দিয়েছে। সুদৃঢ় প্রমাণ ছাড়া আমি নেচরের এ যোগ্যতা স্বীকার কর্‌তে পার্‌ছি না। এই নেচরটী কি? তা আমায় বলতে হবে। ফেরেশ্‌তা না প্রেত? না আষাঢ়ে ভূত? নৈশ—আঁধারের মুষলধারায় যার আগমন হয় আর প্রভাতে তার পাত্তাই পাওয়া যায় না?

বন্ধুবর মুখ ভার করে বললো,— কাইওলী—ঠাট্টা করোনা!

আমি বললুম,—

তুমিই বলেছ, নেচর সকল বস্তুর জননী, আর তার সন্তান সন্ততির সংখ্যা সমুদ্রোপকূলের বালুকাকণার চাইতেও বেশী; তবুও তুমি ওকে আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ না! এটা কি উচিত?

সে বললো,—

নেচরের স্থান সব সময় পরিচয় আর—ব্যাখ্যার উর্ধে! ওর আঁচলে আকাশ আর পৃথিবী দুটী শিশুর মত জড়িয়ে পড়ে আছে!

আমি বললুম,—

তুমি কি মনে করনা যে, নেচর একটী—অদৃশ্য শক্তির নাম মাত্র? যার সত্তা অণুপরমাণু হতে স্বতন্ত্র থেকে তার অভিলাষ সিদ্ধ কর্‌ছে?

সে বললো,—

কথ্‌খনো নয়! নেচর কোন স্বতন্ত্র অদৃশ্য সত্তার নাম নয়, মানুষের শক্তি আর বুদ্ধির অগো-চরে যা ঘটে তারই নাম নেচর! নেচরই আকাশ, পৃথিবী, ফুল পাতা, ক্ষেত আর সমুদ্রের মাছ আমাদের দান করেছে।

আমি বল্‌লুম,—

কিন্তু তুমিই তো বলেছ যে, সমুদয় বস্তু সর্ব-প্রথম হাইড্রোজেনী ডিম থেকে হয়েছে আর এই তেলেছ্‌মাতী ডিম নেচরের কাছ থেকে শক্তি লাভ করেছে, এখন এই ডিম আর নেচরে তফাৎ কি, আমি তাই শুন্‌তে চাই!

বন্ধু বল্‌লো,—

এ দুইয়ের পার্থক্য আর বিশ্লেষণ বড়ই মুশ-কিল, কিন্তু এটা স্থিরনিশ্চয় যে, একটী অপরের কারণ নয়!

আমি বল্‌লুম,—

আচ্ছা তোমার খাতিরে সমস্তের গোড়ায়

www.ahlehadeethbd.org

হাইড্রোজেনী ডিমের অস্তিত্ব যদি মেনেও নেওয়া যায় আর যদি স্বীকার করে নেই যে, ঐ হাইড্রোজেনী ডিম থেকেই বিশ্ব চরাচরের উদ্‌ভব ঘটেছে, তবুও কি তুমি এ কথা মান্‌বে না যে, ঐ বিচিত্র ডিমের একজন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক? আর সেই স্রষ্টার পক্ষেই ঐ ডিমের রক্ষক ও প্রতিপালক হওয়া উচিত? বিশ্ব চরাচরের এ বিবর্তন শুধু অনাদি ও অনন্ত আল্‌লাহর মহিমারই নিদর্শন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

বন্‌ধু বললো,—

এ কথা আমি স্বীকার করি না।

আমি বললুম,—

কেন স্বীকার করবে না? তা হলে বল আল্‌লাহর স্থান তুমি কাকে দিচ্ছ? যদি বাস্তবিক ডিম কার্য্যতঃ আদিতে বিদ্যমান ছিলই, তা হলে ওর বিদ্যমানতার জন্য একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন সত্তার বিদ্যমান থাকাও সন্দেহাতীত ভাবে আবশ্যক হচ্ছে আর যদি বল যে, ডিম নিজেনিজেই উদ্‌ভূত হয়েছিল, ও স্বয়ং নিজেকে সৃষ্টি করেছিল আর ও নিজেই নিজের রক্ষাকারী ও প্রতিপালক—তা হলে সেই স্বয়ম্ভু সত্তাকেই তো আমরা বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টা ও নিয়ামক আল্‌লাহ বলে থাকি! কিনতু ওই ডিমের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করা ও পরিচালিত করার যদি কোন শক্তি না থেকে থাকে তা হলে তার চাইতে বৃহত্তর ও মহত্তর এমন কোন শক্তি অবশ্যই ছিল, যা ওকে চালিয়েছে আর যদৃচ্ছভাবে প্রয়োগ করেছে।

বন্‌ধুবর আমার প্রশ্নের জওয়াবের জন্য অবসর নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

* * * *

পর দিন সন্‌ধ্যায় বনধুবর ডক্টর নঈীম এসেই বলতে লাগলো,—

দেখ মওলানা, তোমরা যাকে আল্‌লাহ বলছো, সেটা শুধু একটা শৃংখলার নাম বৈ আর কিছুই নয়, যা বিশ্ব চরাচরে বলবৎ রয়েছে। ষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, "সমুদয় প্রকাশ্যমান বস্তু অটল বিধানের অধীনে—রয়েছে, ঐ বিধানগুলির পথে কোন প্রাকৃতিক বা অতি-প্রাকৃতিক শক্তি বাধা জন্মাতে পারে না।"

আমি বললুম,—

দেখ ডক্টর, মিল সত্যই ন্যায় শাস্ত্রে কতকগুলি চমৎকার বই লিখেছেন, তাঁর দার্শনিক আলোচনা গুলিতেও যদি তিনি ন্যায়শাস্ত্রের অনুসরণ করে চল্‌তেন, তা হলে বড়ই সুখের কারণ হত, কিন্‌তু দুঃখের বিষয়, দার্শনিক আলোচনার বেলায় তিনি তাঁর ন্যায় ও যুক্তির খেই সমস্তই হারিয়ে ফেলেন। তিনি বলেছেন,—"সমুদয় প্রকাশ্যমান অর্থাৎ তারকারাজির গতি, আলুর ফসল, ক্রিকেট খেলা, মদের নেশা.......... ইত্যাদি।" যদি প্রকাশ্যমানের কথা তারকারাজি পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ করে রাখ্‌তেন, তা হলে হয়তো ওঁর বিরুদ্‌ধে মুখ খুলতে পারতুম না, কিন্‌তু মদের নেশা, আলু আর ক্রিকেট খেলার আলোচনায় আমরা ওঁকে নিরস্ত করতে পারি—নিরেট গোবেচারির দল হয়তো বল্‌বে যে, ও সকল বিষয়ের সাথে অন্য কোন শক্তির সম্পর্ক নেই, কিন্‌তু বুদ্‌ধিমান মাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে,— অটল বিধানগুলির ভিতর এমন কোন বাস্তব শক্তি নিহিত রয়েছে, যা মানুষকে সততা ও ন্যায় পরায়ণতার দিকে সতত অদৃশ্য ভাবে আকর্ষণ করে থাকে। মিল তাঁর ন্যায় শাস্ত্রের পুস্তকে স্বয়ং বলেছেন যে, "অটল বিধানসমূহের ভিতর প্রভুত্বের শক্তি বিদ্যমান রয়েছে, এ শক্তি যদিও প্রকাশ্য ভাবে প্রভুত্ব করে না, কিন্‌তু তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।" এখন বল দেখি **নেচর** বল্‌তে তুমি কি বোঝ? **নেচর** আর **নেচরের বিধান** সমূহের— পার্থক্য কি? আমি হাক্সলে ও অগেল ইত্যাদির পুস্তকগুলি পড়ে অবাক হয়ে যাই, তাঁরা ইন্দ্রিয়াদির কর্ম, বিদ্যুৎ, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যা সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলে থাকেন, কিন্‌তু যেমনি দর্শনশাস্ত্রের সীমানায় পা রাখেন অমনি ওঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি সব উবে যায়, একেবারে সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মত কথা বলতে লেগে যান। সৃষ্টিকর্তা, অলৌকিকতা আর সৃষ্টি প্রভৃতি শব্দের — বিতর্ক ও আলোচনায় তাঁরা তাঁদের সমস্ত বিদ্যা-

www.ahlehadeethbd.org

বুদ্ধি খরচ করে ফেলেন, খুব বেশী কৃতিত্ব তাঁদের এই যে, উপরিউক্ত শব্দগুলিকে **নেচর, প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিধান** ইত্যাদি শব্দে রূপান্তরিত করে থাকেন। আমি **নেচর** এবং **প্রাকৃতিক বিধানের** স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ব্যাখ্যা শুনতে চাই! একটার মধ্যে আর একটা ঢুকিয়ে দিয়ে—একটা জগাখিচুড়ি গোছের কৈফিয়ৎ দিয়ে তুমি—আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না। তুমি বলেছ প্রাকৃতিক বিধান এ-রূপ শক্তিমান যে ওর দ্বারাই সমস্ত ব্যাপার নিস্পন্ন হয়ে থাকে, অথচ এ বিধানের প্রযোক্তা যে কে, তার কোন পরিচয় দিতে পারছোনা। প্রাকৃতিক বিধান সম্বন্ধে তোমার এ গা-যোরী দাবী কেমন করে গ্রাহ্য করা যাবে?

বনধু বললো,—

কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা সমবেত ভাবেই বলছেন যে, যাবতীয় ব্যাপার প্রাকৃতিক বিধানেই সংঘটিত হয়, কোন ব্যাপারেই এর ব্যতিক্রম নেই।

আমি বল্লুম,—

আমাদের দেশের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য ধন দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু ধন নিজেনিজেই যে ব্যবসা চালাতে পারেনা, তা বলা বাহুল্য। ধন স্বয়ং শক্তিমান প্রাণবন্ত বস্তু নয়। সমুদয় রাজত্ব আইন দিয়েই চল্‌ছে, কিন্তু আইন নিজেই সর্ব্বশক্তিমান নয়, জজ্ ম্যাজিস্ট্রেটরাই আইনকে বলবৎ করে থাকেন। বৈজ্ঞানিকরা বলেন,—**নেচরের** মধ্যে বংশানুক্রমিক ভাবে কতকগুলি শাশ্বত শক্তি বিরাজ করছে। ডারুইনের কথামত সেইগুলিই হচ্ছে প্রাকৃতিক বিধানের প্রযোক্তা শক্তি, যা দিয়ে নিখিল বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। উত্তম কথা! কিন্তু এ টুকু আবিষ্কার দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের কি বাহাদুরী প্রতিপন্ন হলো? সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহর সংগে **নেচর** ও **ল-অফ-নেচর** নামে দুটী শব্দের বিনিময় ঘটান ছাড়া আর তোমরা কি কর্তে পারলে? অর্থাৎ দুটী অন্ধ, বধির ও বোবা সত্তা! এই তো? যে গ্রীকরা এক অজ্ঞাত দেবতার পূজা করতো, তোমরা কি তাদের চাইতে নিকৃষ্ট নও? তুমি স্বীকার করছো যে, অস্তির ভিতর কোনপ্রকার সক্রিয় শক্তি বিদ্যমান রয়েছে, অথবা হাইড্রোজেনী ডিমের মধ্যে প্রাণ—ছিল, কিন্তু এই ডিম কি ভাবে তৈরী হলো, কেমন করে রক্ষা পেল, কি উপায়ে বিচিত্র রূপ ও প্রজ্ঞার অধিকারী হলো, তার কিছুই অবগত নও। প্রকৃত-প্রস্তাবে তোমরা স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ম্ভু আল্লাহর স্থানে যা আদৌ বিদ্যমান নেই, তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে চাও! আবার মযার ব্যাপার যে, একটী সক্রিয় শক্তির অস্তিত্বও মেনে যাচ্ছ আর বল্‌ছো—অণুপরমাণু অনাদি শক্তিদ্বারা বিকাশ লাভ করেছে! যাইহোক এখন অনুগ্রহ করে বল—এই হাইড্রোজেনী ডিমের কার সংগে জোড় লেগে ছিল? কেমন করে?—কখন? কে ঐ ডিমে তা দিয়েছিল? কে ছানা প্রসব করিয়েছিল? তোমরা আল্লাহর নাম শুন্‌লে আঁৎকিয়ে উঠ আর প্রাকৃতিক বিধান ও নেচরের নামে গলে যাও! উত্তম! কিন্তু একথা বল্‌তে পারনা যে, মিস্টর ল অফ নেচরের সংগে মিস নেচরের কোর্টশিপ আর হনিমুন ঘট্‌লো কি করে? সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো কি উপায়ে? মানুষের মনে একটী ক্ষমতাশালী সক্রিয় শক্তি নিশ্চয় বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সর বল্‌ছেন, সে শক্তিকে জান্‌বার উপায় নেই। আমি তোমাকে বল্‌তে চাই যে, ওয়াহীর স্বরূপ মানুষের বুদ্ধির অগম্য! স্পেন্সর আরও বলেছেন—**নেচর** একটী অজ্ঞাত শক্তির বিকাশমাত্র, মানুষ ওর রহস্য সম্বন্ধে একেবারেই মূর্খ! কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, হার্বার্ট স্পেন্সর কি করে বুঝ্‌লেন যে, প্রাকৃতিক বিধানের ঊর্ধে আরও একটী শক্তি রয়েছে? আবার ওঁর সহযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাও বল্‌তে ছাড়েননি যে, আমাদের পক্ষে আদি অর্থাৎ সর্বপ্রথম কারণ (First Cause) সম্বন্ধে কোন দিনই অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভবপর হবেনা। এখন ডক্টর, তুমি যদি এই সমস্ত উক্তির আলোতে অবিকৃত মন নিয়ে বিচার করতে বসো তা হলে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, নাস্তিক আর আস্তিকদের মধ্যে শাব্দিক ঝগড়া ছাড়া মতভেদ নেই। আস্তিকরা যাকে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলেন, নাস্তিকরা অবিকল ঐ বস্তুকেই নেচরের উর্ধতন শক্তি বলে অভিহিত করে থাকেন। উভয় দলেই উল্লিখিত শক্তিকে সক্রিয়, অনাদি ও অনন্ত বলেই স্বীকার করেন। তাঁদের সমস্ত ঝগড়া কেবল **"আল্লাহ"** শব্দ নিয়ে। তাই নয় কি?

বন্ধু বল্লো,— কিন্তু দার্শনিকরা তোমাদের আল্লাহকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে থাকেন! তোমরা তাকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সর্বগুণধর আর জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধিরও অধিকারী সাব্যস্ত করে থাক কি না!

আমি বললুম,— তুমিও তো স্বীকার করছো যে, সেই অতি প্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব যদি লোপ পেয়ে যায়, তা হলে বিশ্ব চরাচরের কোন বস্তুরই উদ্ভব সম্ভবপর থাকবে না। এ কথা বলে তুমি কি আমার এ বিশ্বাসে অংশ গ্রহণ করছো না যে, এক মহান সক্রিয় শক্তি বিদ্যমান রয়েছে? এর পর এ কথারও উত্তর দাও যে, সেই সক্রিয় শক্তি থেকে এমন কিছু ঘটতে পারে কি যার অস্তিত্ব স্বয়ং তার মধ্যেই নেই? সরল কথায় যে শক্তি প্রজ্ঞা সম্পন্ন ও ধারক নয় সে তোমাকে কেমন করে বিজ্ঞ ও ধারণ-শীল করতে সমর্থ হল? তোমার মধ্যে এই বুদ্ধি আর বিবেচনা শক্তি কোথেকে এল?

সে বল্লো— আমি আমার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

আমি বাধা দিয়ে বললুম— বটেই তো! — তোমার শ্রদ্ধেয় ঠাকুর দাদাদের মধ্যেই তো এক জন মহাপণ্ডিত বানর মশাই ছিলেন না?——

বন্ধুবর আমার কথায় চটে গিয়ে প্রস্থানোদ্যত হল। আমি মাফ চেয়ে ওর মানভঞ্জন করলুম, তার পর বল্লুম—

দেখ স্পেন্সর প্রভৃতি দার্শনিকরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, **নেচরের** উর্ধে এক অজ্ঞাত শক্তি বিরাজ করছে, কিন্তু সাথে সাথে আরও অনেক বাহুল্য কথা উত্থাপন করে ফেলেছেন; অণু, পরমাণু আর খণ্ডের অবতারণা করেছেন, তাদের আকৃতি ও ওজনের কথা বলেছেন, বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলি কি করে অখণ্ড হয়, তার আলোচনায় প্রবৃত্ত— হয়েছেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর পরমাণু আর খণ্ডগুলি কি? সে কথার উত্তর নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, তাঁরা বলে থাকেন, ৬৪টী উপাদান আছে আর তার সব গুলিই হাইড্রোজেনের বিভিন্ন আকার প্রকার মাত্র! কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়—এ হাই-ড্রোজেন টা কি? কোথেকে আর কেমন করে ওর আবির্ভাব ঘটে? তখন আর তাঁরা কোন উত্তর দেন না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা যোরে শোরে বলে থাকেন, তাঁরা বড় গলায় বলেন, আপেল ফল এই মাধ্যাকর্ষণের বলেই মাটিতে পড়ে, সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে আবার পৃথিবীও সূর্যকে আকর্ষণ করে থাকে। সবই স্বীকার করা গেল কিন্তু আকর্ষণ, বিক-র্ষণ, অভিকর্ষ, মহাকর্ষ, ধারণ এ সমস্ত কি? কোন জওয়াব নেই! তাঁরা ইথরের আলোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেন, বায়ুর চাইতে তরল ও সূক্ষ্ম। এই ইথরের স্পন্দন ও কম্পনের ফলেই আমরা আলোর মুখ দেখি,—উত্তম কথা! কিন্তু এ ইথর বস্তুটা কি? তখন আর উত্তর মেলেনা। ফলে লায়েগের মত ব্যক্তিকেও স্বীকার করতে হলো যে, বস্তুর ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত কিন্তু বস্তুর তত্ত্ব আমরা কিছুই অবগত নই।

* * * * * * *

পরবর্তী সন্ধায় আমি পুনরায় বল্লুম,— তুমি কি বিশ্বাস কর যে, পরমাণু থেকে সর্বাপেক্ষা উন্-নত প্রাণী, এমন কি মানুষ পর্যন্তের মাঝখানে যত গুলি স্তর আছে, তার কোনটাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়নি?

বন্ধু বল্লো,—

নিশ্চয়ই না! অবশ্য প্রোফেসর ওয়েল্স বলে-ছেন যে, নেচরে এমন অনেক অন্তরবর্তী যুগ কেটেছে যাতে বাইরের প্রভাব ওর সংগে যথেষ্ট মিশ্রিত হয়ে পড়েছে কিন্তু ডারুইন একথা অস্বীকার করেছেন। ওয়েল্সের অভিমতের পিছনে কোন প্রমাণ নেই!

আমি,— ওয়েল্স কি এ কথাও বলেননি যে, সংগীত-কলা, অংক-বিদ্যা, প্রজ্ঞা আর অনুশোচনার ভাব মানুষ তার পূর্বপুরুষ জন্তুদের কাছ থেকে—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কথ্খোনো উত্তরাধিকার স্বত্রে লাভ করেনি?

সে বল্লো,— তাঁর এ কথারও কোন প্রমাণ নেই!

আমি,— ওয়েল্স আরও কি বলেননি যে,— মানুষের মধ্যে একটা বিশিষ্ট যোগ্যতা আছে, যা তার অন্তরস্থ বিশিষ্ট আত্মা ও স্বভাবের সন্ধান দিয়ে থাকে?

সে বল্লো,— কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই!

আমি বল্লুম,— যদি ওয়েল্সের সমস্ত কথাই তুমি উড়িয়ে দিতে চাও, তা হলে তোমাকে অবশ্যই স্বীকার কর্তে হবে যে, তোমার নেচর এক অন্ধ মৃতবৎসা বৃদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার পেটে কতকগুলি মৃত ও অন্ধ বস্তুর পরমাণু বোঝাই ছিল আর সেগুলি অন্ধকারে আকস্মিক ভাবেই— বর্ধিত হয়ে উঠেছে! ওয়েল্স এই কথাই বলেছেন যে, জড়জগতে প্রাণ বলে আর একটা দুনয়া আছে, যা পরমাণুগুলোকে সাহায্য করে আর তাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকে।

সে বল্লো,—

কিনতু ওটাও ভিত্তিহীন উক্তি!

আমি বললুম,—

তোমরা দাবী করে থাক যে, সমুদয় অবিভাজ্য বা বিভাজ্য খণ্ড আর পরমাণুগুলিই সৃষ্টির প্রথম উপাদান, ওইগুলোই প্রথমে হয়েছে আর ওইগুলো থেকেই বিশ্ব চরাচরের উদ্ভব ঘটেছে, অধিকনতু তোমরা এ কথাও স্বীকার কর যে, উল্লিখিত খণ্ডগুলো তাদের সক্রিয়তা ও পরিপুষ্টির জন্য আর একটী উর্ধতন শক্তির মুখাপেক্ষী ছিল অথচ সেই উর্ধতন শক্তির পরিচয় যখন তোমাদের জিজ্ঞেস— করা হয় তখন তোমরা কোনই জওয়াব দিতে পার না। কিন্তু ওয়েল্স বলেন—"প্রাণহীন অংগ অবয়ব শূন্য উপাদান থেকেই প্রাণ শক্তির সঞ্চার হয়েছিল আর তাই থেকে অনুভূতিশীল প্রাণীর জনন কার্য্য ঘটেছিল, পরে এই অনুভূতিশীল প্রাণীই ক্রামশিক ভাবে বুদ্ধিমান মানুষের আকার পরিগ্রহ কর্লো। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, অন্তরবর্তী যুগগুলো এক অসামান্য প্রজ্ঞা আর অদ্ভুত স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থার দিকে ইংগিত কর্ছে। মহিমা ও শৃংখলার— এ রহস্য যতই বুঝ্তে যাওয়াযায়, ততই এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়ে উঠে যে, একটী আধ্যাত্মিক জগত নিশ্চয় বিদ্যমান রয়েছে আর যার বিপুলতার তুলনায় জড়জগত অকিঞ্চিৎকর!

বন্ধু বল্লো,— কিন্তু তোমার কথিত এই আধ্যাত্মিক জগতের প্রমান কি? যদি তুমি এর প্রমাণ দিতে পার তাহলে আমি বাধিত হব।

*　　*　　*

পরের সন্ধায় আমি বন্ধুকে বল্লুম,—

দেখ ডক্টর, তুমি কি একথা মানো যে, সৃষ্টির সূচনা থেকে সমস্ত অনুন্নত জাতির মধ্যেই ধর্ম বলে একটা জিনিষের অস্তিত্ব ছিল?

সে বল্লো,— হাঁ।

আমি,— তাহলে তুমি একথাও মানো যে,— পাখীদের নীড় বাঁধা আর মৌমাছির মৌচাক তৈরীকরা যেমন প্রকৃতিগত, তেমনি ধর্মকে স্বীকার করাও মানুষের প্রকৃতিগত?

সে বল্লো,— তাই মনে হয়।

আমি,— মানুষের প্রকৃতিতে ধর্মের এ ধারণা কি করে সৃষ্টি হলো?

সে বল্লো,— উন্নতি ও বিবর্ত্তনের সাহায্যে।

আমি,— অর্থাৎ যেমন বুনো আম থেকে— গোপালভোগ, চিনে বাদাম থেকে কাঠ বাদাম উন্নতি লাভ করেছে, সেই ভাবেই মানুষ বানরের শ্রেণীথেকে উন্নতি লাভ করেছে— তুমি কি এই কথা বল্তে চাও?

বন্ধুবর বল্লো,— বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা তাই বলে থাকেন।

আমি বল্লুম,—

মানুষ যখন বানরেরই উন্নত সংস্করণ, তাহলে বানরের মধ্যেও অনুন্নত ধরণের নৈতিক জ্ঞান— আর বিবেক বিদ্যমান রয়েছে? নিম্ন শ্রেণীর পশু পাখীর মধ্যে বিবেকের অনুভূতি না থাক্লে তাদের উন্নত সংস্করণ মানুষের মধ্যেও ওর অস্তিত্ব পাওয়া

www.ahlehadeethbd.org

যেত না। আর এ কথা মান্‌তে গেলে এও স্বীকার কর্‌তে হবে যে, মানুষের নৈতিক জ্ঞান বানর থেকেই উদ্‌ভূত ও উন্নতি প্রাপ্ত হয়েছে, তারপর সে ক্রমশিক ভাবে ধর্ম আর মতবাদ সম্বন্ধে চিন্তা কর্‌তে লেগে গিয়েছে, অবশেষে সে তওরাৎ, ইন্‌জীল ও কোর্‌আন লিখে ফেলেছে আর এই ভাবে জগত জুড়ে ধর্ম প্রচারলাভ করেছে। তাই নয় কি?

বন্‌ধু বল্‌লো,— নিশ্চয়!

আমি বল্‌লুম,—

তাহলে এবারে বানরের চাইতেও নিম্নস্তরে নেমে সাপ, বিছে আর মাছদের সম্বন্‌ধেও আমাদের মেনে নিতে হবে যে, ওদের মধ্যেও ধর্মপরায়ণতার ভাব বিদ্যমান রয়েছে, তারপর প্রাণশক্তির প্রথম উপাদান কাদা আর তার পরমাণুগুলি—— সম্বন্‌ধেও আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, ওগুলিও অল্প বিস্তর ধর্মবুদ্‌ধি সম্পন্ন। কেমন? এর পর আরও কয়েক ধাপ নেমে আমাদের হাইড্রোজেন—অর্থাৎ সেই বিচিত্র ডিমের সম্মুখে হাতজোড় করে দাঁড়ান উচিত আর ভক্তিভরে স্বীকার করে নেওয়া কর্তব্য যে, ঐ ডিমটীও ধর্মীয় অনুভূতিতে ভরপুর ছিল, নয় কি? ভাই নছীম, আল্‌লাহর কছম! তোমাদের এই ডিম কিনতু সমস্ত পীর পয়গম্বরদের মুজ্জে যার ঠাকুর দাদা!

বন্‌ধুবর আমার মুখ থেকে মু'জেযা শব্দ উচ্চারিত হতে শুনে বিষম চটে গেল। বল্‌লো,— জ্ঞান-রাজ্যে অলৌকিকতা বা মুজেযার কথা মূর্খরাই বলে থাকে, তুমি মওলানা, ও শব্দটা আমার কাছে উচ্চারণ করোনা। তুমি নেচরেল্‌ প্রকৃতিকে অদ্‌ভুত বল্‌তে পার!

আমি বললুম,—

আচ্ছা, আচ্ছা! মুজেযা শব্দটা যখন তোমার এতই অরুচিকর আমি ওর পরিবর্তে অদ্‌ভুত শব্দটাই নাহয় মেনে নিচ্ছি! কিন্‌তু ডক্টর, তুমি যাই বল, চট্‌লে চল্‌বেনা। তোমাকে বল্‌তেই হবে যে,— হার্বার্ট স্পেন্‌সরের অনুগামীদের এ মতবাদ তুমি স্বীকার কর কিনা যে, প্রকাশ্যমান আকাশ ও পৃথিবী সমস্তই এক গোপন ও অজ্ঞাত শক্তির প্রতীক? যা সমস্তের পিছনে কার্যকরী হয়ে রয়েছে? আমার— পরিভাষায় আমি ওই শক্তিকেই "আল্‌লাহ" বলে থাকি! এতে তোমার আপত্তি করার কিছু আছে কি?

বন্‌ধু কোন উত্তর কর্‌লোনা।

আমি বল্‌লুম,— আচ্ছা! নিজের কর্মে ও আচরণে মানুষের কিছু স্বাধীনতা আছে কি? না সে মেশিনের ক্ষুদ্রতম অংশের ন্যায় নিজের ইচ্ছা ও রুচি ছাড়াই সবকিছু করে যেতে বাধ্য হচ্ছে?

সে বল্‌লো,—কল্‌ভিনের মত হচ্ছে যে, মানুষের কর্মে ও আচরণে তার একটুকুও স্বাধীনতা নেই! হত্যাকারী হত্যা কর্‌তে বাধ্য বলেই সে হত্যা করে থাকে। মানুষ যা কর্বে তা পূর্বেই নির্ধারিত হ'য়ে রয়েছে, সে একেবারেই নিরুপায়!

আমি বল্‌লুম,— যারা এরকম মত পোষণ করে, তাদের সবগুলোকে একত্রিত করে ফাঁসীকাঠে— ঝোলান উচিত! এ উপায় অবলম্বন না কর্‌লে জগতে শান্‌তি প্রতিষ্ঠা হতে পার্‌বে না!

আচ্ছা ডক্টর, এইবারে আমি তোমায় একটা শেষ প্রশ্ন কর্‌বো। আমরা সব্বাই যাচ্ছি কোনদিকে?

বন্‌ধু বল্‌লো,—মৃত্যুর দিকে! আমরা সকলে মরণের দিকেই এগিয়ে চল্‌ছি! যেদিন তুমি মর্‌বে, সেদিন থেকে তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অবশ্য— দেহের অণুপরমাণুগুলো চিরঞ্জীবী, ওগুলি কোনদিন লুপ্ত হবেনা কিন্তু যাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বা বিবেক বলি, চিরকালের মত তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি কিয়ামৎ অর্থাৎ পুনর্জীবনের কথা আদৌ বিশ্বাস করিনা, পরবর্তী জীবনের সুখসম্ভোগের আমার কোন আশা নেই। মরার সঙ্গে সঙ্গে নেতির রাজ্য— আর কিছুই নেই, কিছুই থাক্‌বেনা! তুমি নিত্যই লোকদের মর্‌তে দেখ, তাদের জীবনের বাতি নিভে যায়, শেষ নিশ্বাসের সাথে সাথে তাদের জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গুলির বিলুপ্তি ঘটে, মানুষ মাটিতে মিশে যায়, যে মাটি থেকে তার উত্‌থান ঘটেছিল, সেই মাটিই তার সর্বশেষ পরিণতি!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমি বল্‌লুম,—

তা হলে তোমার এই বিবর্তনবাদ একটা অভিশপ্ত মতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। পরিণামেও এই মতবাদের কোন সার্থকতা নেই! কত শীগ্‌গীর সে মানুষকে নিঃশেষ করে ফেলে! গোড়ায়—মানুষকে অনন্তজীবনের প্রলোভন দেখাতে থাকে, তারপর হতভাগা যখন তার ফাঁদে একবার পা দেয় অমনি তাকে একদম নিরাশ করে পরিত্যাগ করে। তোমার বিবর্তনবাদের জালে একবার যে আট্‌কা পড়েছে তার জন্য আশা আর বিশ্বাসের কোন—ক্ষীণ রেখাই নেই!

সে বললো,—

যা বাস্তব, আমাদের তারই অনুসরণ কর্‌তে হবে, ফলাফলের কথা চিন্‌তা করা নিরর্থক!

আমি বল্‌লুম,—

তাহলে তুমি বিশ্বাস কর যে, বয়স ফুরোবার সংগেই মানুষের দেহের অংশ ও উপাদানগুলি—নিশ্চেষ্ট হয়ে তাদের কাজ ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ প্রকৃত প্রেরণাশক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়ে আর সমস্ত কলকারখানা থেমে যায়। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহলে আমরা আবার সেই তেলেছমাতী ডিমের সম্মুখীন হয়ে পড়্‌ছি! স্বাভাবিক ভাবে একথা মান্‌তেই হবে যে, ডিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন শক্তি নিহিত ছিল, তবেই তো নির্ধারিত সময়ের পর তার শক্তি উবে গেল! এর পর মাত্র দুটী ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা যেতে পারে—হয় অনন্ত মৃত্যু, নয় পুনর্জীবনের সূচনা! বন্‌ধুবর, তোমার যে **নেচার** একবার সেই তেলেছ্‌মাতী ডিমকে তার অসামান্য শক্তির প্রতীক করে নিয়েছিল, কিছুকাল বিশ্রামলাভ করার পর আবার নূতনশক্তিতে কি তা আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারে না? আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পক্ষে এটা ভয়াবহ রূপে হানিকর নয়কি যে, সৃষ্টি ঘট্‌লো আমাদের বানরের বীর্য্য থেকে আর আমাদের পরিণতি হলো চরম বিলুপ্তি? এ জীবন আর এ মরণ উভয়ই অত্যন্ত কুৎসিত আর ন্যক্কার জনক! কত বড় আশ্চর্য কথা যে, মানুষের মধ্যে যেগুলি বস্তু সব চাইতে উৎকৃষ্ট ও গৌরবজনক অর্থাৎ তার প্রতিভা, তার বিবেক, তার ব্যক্তিত্ব, তার প্রজ্ঞা সেগুলির তো অনন্তকালের মত বিলুপ্তি ঘটে গেল আর তার হাড়, মাশ, গু-গোবর এ সমস্ত অমর হয়ে থাক্‌লো! এ কেমন ন্যায়শাস্ত্র, কি রূপ যুক্তিবাদ আর কোন্‌ ধরণের—দর্শন—তা তুমি ভাবতে পার কি?

আমার শেষ কথাগুলো শুনে বন্‌ধুবর ডক্টর—নছীমের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, সে গভীর চিন্‌তায় ডুবে পড়লো। আমি অনুভব কর্‌লুম একটা বড় রকম দীর্ঘশ্বাস সে চাপা দেবার চেষ্টা করছে।—আমি গভীর স্নেহভরে আমার বাল্য বন্ধুর দুখানা হাত চেপে ধর্‌লুম, বল্‌লুম— তুমি আজ বিশ্রাম কর কিন্‌তু মানব জীবনের এই দুরপনেয় কলংক আর তার ভাবী নৈরাশ্যের চরম আঁধারকে কালকার—প্রভাতের আলোর সংগে ঝেড়ে ফেলে দিও।

আজ বিদায়ক্ষণে ডক্টর নছীম ডি, এস, সি-এফ, আর, এস গুড্‌নাইটের পরিবর্তে আমাকে বলে গেল,— আছ্‌ছালামো আলায়কুম!

www.ahlehadeethbd.org

জাগো মুস্‌লিম

মোঃ আবদুল গফুর
সাহানগর—বগুড়া।

লক্ষ জীবের রক্ত দিয়ে গড়া পাকিস্তান,
গরব ইহার রাখতে হবে, জাগ্‌রে মুসলমান।
ঘুমের ঘোরে অলসতায়, ক্ষয়ে জীবনখান,
এম্নিভাবে আন্‌বি ডেকে, তোদের অপমান?
পুষ্প হয়ে থাকলে তোরা, বিঁধবে কাঁটা বুকে,
ঝরবে আঁসু নয়ন কোণে, পড়্‌বি বিষম দুখে।
মিরজাফর আর উমিচাঁদ, ঘুরছে অনিবার,
নানান ছলে শিশুরাষ্ট্রে সদা ধ্বংসিবার।
নয়ন খুলে দেখ্‌না চেয়ে, কোন যে পথে তারা,
চুপে চুপে চল্‌ছে ধেয়ে, মারতে বুকে ছোরা।
হস্তে ধরে জুলফিকার, আয়রে ধেয়ে আয়,
কাট্‌তে হবে মিরজাফরে, নাইকো কোন ভয়।
রাষ্ট্র-অরি উমিচাঁদে, পরিয়ে গলায় ফাঁস,
যমালয়ে পাঠা তারে, রুদ্ধ করে শ্বাস।
হায়দরী হাঁক ছাড়ি সবে, আয়রে ধেয়ে আয়,
ঐ দেখনা চুপে চুপে শত্রু মোদের যায়।

আবুবকর, ওছমান আলী, জগজ্জয়ী বীর,
নাইকি কারো তোদের মাঝে, অমন উঁচু শির?
শিরায় তোদের রক্ত তাদের বইছে অবিরল,
সিংহসাবক ভয় করে কি, দেখে শিয়ালদল?
শৌর্য্য তোদের বিশ্বজোড়া, তোরাই মহান বীর,
নাম যে তোদের শুন্‌লে পরে, নোয়ায় সবে শির।
বজ্র তোরা, প্রলয় তোরা, তোরাই প্রবল ঝড়,
উপ্‌ড়ে দেরে জগত থেকে মিরজাফরের জড়।
চোর বাজারের অবাধ গতি, ঝরায় চোখে জল,
নিঃস্ব যারা কেঁদেও তারা, পায়না কোন ফল।
তুফান তোরা, প্রলয় তোরা, তোরা মহাকাল,
ছিন্ন ক'রে উড়িয়ে দে সব, চোরাবাজীর জাল।
দুর্নীতি সব তুড়তে তোরা ছাড়্‌রে বিষের তীর,
যাক্ উড়ে যাক্ তাহার চোটে, দুষ্ট লোকের শির।
দুষ্ট লোকের সাথে তোরা, দে সবে পাল্লাহ,
ভয় কি তোদের সঙ্গে আছে, লাশরীক আল্লাহ!

www.ahlehadeethbd.org

মোছ্‌লেম জগতে ইছ্‌লামের স্বরূপ।

মোহাম্মদ মওলাবখ্‌শ নদ্‌ভী।

(৩)

গত বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যায় নজ্‌দ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় তথাকার সাধারণ জীবন যাত্রা-পদ্ধতি, শিল্প এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাস (عقيدة) এর মোটামুটি আভাষ দিয়া হেজাযের অবস্থা বর্ণনা করিব। সেখানকার রাজ পরিবার এবং আমীর ওমারাহ্‌গণ লেবাছ পোষাকে নজ্‌দী হইলেও তাঁহাদের চালচলন ক্রমশঃ ইউরোপীয় হইয়া উঠিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের আভ্যন্তরীণ সাজ সজ্জা দেখিলে নব্য রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী গাদ্দা ও দস্তরখানের স্থান চেয়ার, টেবিল এবং ছুরি কাঁটা প্রায় দখল করিয়া লইয়াছে। যে ছোলতানের দ্বার জন-সাধারণের জন্য সদা সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত, আজকাল তাহা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

প্রাইভেট সেক্রেটারীর অনুমতি সংগ্রহ করার বিড়ম্বনা সহ্য করা সাধারণের সামর্থ্যের বাহিরে—হওয়ায় এবং রাজ দেওড়ীতে অভাব অভিযোগ—শ্রবণের জন্য ছোলতানের যে খাছ লেটার বাক্‌স ছিল তাহাও উঠাইয়া লওয়ায় রাজা প্রজার মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে রাজ্য-পরিচালনার সকল বিভাগে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়া তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। ছোলতানের নিরপেক্ষ বিচারের এবং কঠোর শাস্তির প্রভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম হওয়ায় সরকারী কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত অনেকটা বেপর্‌ওয়া হইয়া উঠিয়াছে, একজন সাধারণ কেরাণী হাবভাবে, চালচলনে নিজেকে একজন সোলতান সমতুল্য লোক মনে করিয়া থাকে এবং নিজে কৃত্রিম সম্মান রক্ষার জন্য আয় অপেক্ষা অতিরিক্ত বাহুল্য ব্যয় করিয়া থাকে। এই আয় ব্যয়ের অসমতাই দুর্নীতির মূল কারণ।

সাধারণ মানুষ একটী আজানুলম্বিত কোর্‌তা-পরিধান করিয়া মাথায় রুমাল বাঁধিয়া এবং কোমরে পেটী কষিয়া মেষ ও উট চরায় বা মজুরী করিয়া বহু কষ্টে দিন গোজরাণ করে। তাহারা স্বপ্নেও কখনও রকমারি খাবারের ডিস দেখে নাই, দুই এক টুক্‌রা যবের রুটী কিম্বা ছাতু, কএকটী খেজুর বা খানিকটা মধু অথবা মসলাবিহীন উটের অর্দ্ধ-সিদ্ধ মাংস গলাধঃকরণ করিয়া দিন অতিবাহিত করে। ভ্রাম্যমাণ বেদুইনরা সাধারণতঃ উষ্ট্রীর ও ছাগীর দুগ্ধের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাদের ভাগ্যে ভাত কিংবা গমের রুটী খুব কমই জোটে। কাপড় চোপড় পরিষ্কার করার অভ্যাস বা অভিরুচি তাহাদের নাই। একই কোর্‌তা ময়লা হইয়া শত-ছিন্ন হইয়া যায় কিন্তু পানির সহিত তাহার কোনও দিন মোলাকাত হয় না, তাহারা—গোছলেরও বিশেষ ধার ধারেনা। যদি কখনও গোছলের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে কোন কূপের নিকটে যাইয়া সেখানে স্ত্রীলোক বা পুরুষলোক যাহারাই থাকুক না কেন, সে দিকে দৃকপাত না করিয়া কোর্‌তাটী খুলিয়া রাখিয়া শরীরে ২।৪ বালতী পানি ঢালিয়া দিয়া পুনরায় কোর্‌তা পরিয়া চলিয়া যায়। অবশ্য এই বেদুইন গোত্রের মধ্যে এমন গোত্রও আছে যাহারা পাক নাপাকের যথেষ্ট খেয়াল রাখে এবং লজ্জা শরমও তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে কিন্তু অধিকাংশই এ বিষয়ে উদাসীন বা অন্ধ। বেদুইনদের ১০।১৫ রিয়াল (১ রিয়াল পাকিস্তানী ১টাকার সমান) হইলেই বিবাহ খরচ সঙ্কুলান হইয়া যায়। তাহাও অনেকে সংগ্রহ করিতে নাপারিয়া বাদশাহ্‌ বা শাহ্‌জাদাদের শরণাপন্ন হয়।

মানুষে মানুষে এত বৈষম্য-ব্যবধান, জীবন যাত্রার মানের এত পার্থক্য বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোথাও

www.ahlehadeethbd.org

নাই। যেখানে বাদশাহ্, এবং শাহ্জাদাগণের এক একটী ভোজের জন্য দশ দশ হাজার পর্য্যন্ত ব্যয় করা হইয়া থাকে সেখানকার সাধারণ মানুষের অবস্থা এই। এই দীন হীন অবস্থার ভিতরেও তাহাদের যে কএকটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সদগুণ—আজও বিদ্যমান আছে তাহাও আবার দুনিয়ার কোন দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাহাদের আত্ম-সম্মান-বোধ অত্যন্ত জাগ্রত। অপমান, অপবাদ তাহারা মোটেই সহ্য করিতে পারেনা। 'হারাম-খোর' 'কাপুরুষ' 'নেমক হারাম' এবং 'বখীল' এসব গালি তাহাদের নিকট অতি ভয়াবহ। কেহ তাহা-দিগকে উপরোক্ত গালি দিলে আর রক্ষা নাই। আরবদের অতিথি সেবার যে সব কাহিনী ইতিহাসে লিখিত আছে বাস্তবিক আজও তাহা এই সব সাধারণ বেদুইনদের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। আপনি অসময়ে এমনকি রাত্রিকালে একজন অতি গরীব বেদুইনের আশ্রয়প্রার্থী হউন না কেন, সে তৎক্ষণাৎ আপনাকে অতি আনন্দে সমাদর সহকারে গ্রহণ করিবে এবং তাহার সারা দিনের শেষ আহার্য্য আপনাকে আহার করাইয়া এবং স্বয়ং ভূখা থাকিয়া গর্ব্ব অনুভব করিবে। অনেকে আবার বিদেশী পথিকের সাহায্যের জন্য নিজের বাটীর দরজায় রাত্রিকালে আগুণ জ্বালাইয়া আলো করিয়া রাখে। আরবে ছখী দানশীল ব্যক্তির জন্য একটী নাম আছে كثير الرماد 'অধিক ছাই ওয়ালা' অর্থাৎ ছখী লোকেরই বাটীতে মেহমানের বেশী সমাগম হয় এবং তজ্জন্য তাহার জ্বালানী কাঠ পুড়িয়া অধিক ছাই হয়।

অনেকস্থানে মধ্যাহ্নকালে যখন পরিবারের পুরুষ লোক হাটে মাঠে থাকে, কোন বিদেশী মোছাফিরকে গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে দেখিলে স্ত্রীলোকরাই তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়া আহার করাইয়া বিদায় দেয়। কারণ মধ্যাহ্ন ভোজনই তাহাদের মূল ভোজন, সকাল সন্ধ্যায় খাওয়ার বিশেষ গুরুত্ব নাই। ঠিক দুপুর বেলার আহারের সময় মুছাফিরকে নাখাওয়া-ইয়া বিদায় দিলে এবং পরবর্ত্তী গ্রামের লোক তাহা জানিতে পারিলে কি দশাটা হইবে! লোকে বলিবে খাবার সময় মুছাফিরকে অনাহারে ছাড়িয়া দিয়াছে ওরা ছোটলোক এবং বখীল। তখন সমাজের নাক কাটা যাইবে। তাই মুছাফিরের এত যত্ন। উচ্চ শিক্ষার বিস্তার এখনও হয় নাই কিন্তু সউদী গভর্ণমেণ্ট দ্রুত প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করি-তেছে। গ্রাম ও নগরী সমূহে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাহাতে প্রধানতঃ আকায়েদ ও জরুরী মছায়েল শিক্ষা দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ বেদুইনদের মধ্যেও ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। উল্লেখ-যোগ্য উচ্চাঙ্গের দীনী মাদ্রাছাহ্ নাথাকিলেও—রিয়ায, ওনায়যাহ্, প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানগুলিতে বিশিষ্ট ওলামা দ্বারা তফ্ছির ও হাদিছের শিক্ষাদান কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে। সেখানে বোজর্গানে দীনের পুরাতন তরীকামত রেওয়ায়েত উল্লেখ পূর্ব্বক ছনদ প্রদান করা হইয়া থাকে। নজ্দের ওলামা সম্প্রদায় আল্লাহর ফযলে এখনও ছল্ফে ছালেহীনের তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। সুলতান ও ওমরাহ্গণের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। নজ্দী—ওলামা সম্বন্ধে এদেশে নানাবিধ কল্পিত কাহিনী এবং অনেকগুলি মিথ্যা মছায়েল প্রচার করা হইয়া থাকে। সেইজন্য এদেশের বহু শিক্ষিত লোকও বিনা প্রমাণে সেগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, আমি তাঁহাদের মূল বিশ্বাসগুলি নিম্নে উল্লেখ করিলাম। সেগুলি মনো-যোগ দিয়া পাঠ করিলে আশাকরি সকলের ভুল বোঝার অবসান হইবে।

১। আল্লাহর একত্বের (তওহিদ) দাবী—কেবল মৌখিক কলেমা উচ্চারণে সার্থক হইবেনা; এবাদত, বিপদে সাহায্য-প্রার্থনা, রোগে শোকে সান্ত্বনা-তলব, মাল দৌলত, রুযী, সন্তান সন্ততি-যাচ্ঞা, মোট কথা প্রত্যেক বিষয়ে তওহিদকে—প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

২। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর আখেরী পয়গম্বর এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রছুল। তাঁহার মহব্বত এবং তাবেদারী ছাড়া মুক্তির অন্য কোনই পথ নাই।

www.ahlehadeethbd.org

গোনাহ্‌গার উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার অনু-মতি লাভে তাঁহার শাফাআত করার কথা বরুহক্‌। তাঁহার প্রদত্ত মোজেযাসমূহ সত্য।

৩। যদি আওলিয়া ও বোজর্গানে দীন শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রদর্শিত কেরামতও সত্য।

৪। শের্ক ব্যতীত অন্যান্য কবিরা গোনাহ্‌র জন্য কোন মোছলমানকে কাফের বলা চলিবেনা।

৫। কোন মুছলমানের কবরকে পাকা করা ও তাহার উপর গম্বুজ উঠান না-জায়েয। প্রচলিত কোন মযহাবেই ইহা সিদ্ধ বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

৬। মৃত ব্যক্তির নিকট—তিনি যত বড়ই হউন না কেন, কিছু প্রার্থনা করা শেরক্‌। হাঁ ছুন্নত—মত কবর যিয়ারত এবং মৃতের জন্য দোআ করা জায়েয ও উত্তম।

যে সব অভিযোগগুলিকে অবলম্বন করিয়া—তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা হইয়া থাকে, আমি কেবল সেই সব সম্বন্ধে তাহাদের মতামত সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে পাঠক পাঠিকাগণ তাঁহাদের সম্যক্‌ পরিচয় পাইলেন। এই সব সর্ব্বদল-স্বীকৃত মতামতের বিকৃত অর্থ করিয়া অন্যায় ভাবে তাহাদের ঘাড়ে নানারূপ দোষ চাপাইয়া দিয়া তাহা দিগকে নজ্‌দী ওয়াহাবী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এ কথা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, নজদবাসীদের মধ্যে হেজাযের তুলনায় ধর্ম্মভাব বহু গুণ বেশী ও ধর্ম্মীয় আচরণ পালনেও তাহারা অধিকতর অভ্যস্ত এবং ধর্ম্মীয় অবনতিতে তাহারা বেদনা এবং উন্নতিতে আনন্দ—অনুভব করিয়া থাকে। বেদআত ও শের্ক এর নাম গন্ধ তাহারা সহ্য করিতে পারে না।

ক্রমশঃ

একখানা শিলালিপি।

সৈয়েদ মোর্ত্তযা আলী,
এ·ভি, এম—চট্টগ্রাম।

প্রচলিত ইতিহাসে হজরত শাহজালালের শ্রীহট্ট আগমনের তারিখ ১৩৮৪ খৃঃ বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রমাণিত বিবরণপূর্ণ একখানা শিলালিপি শ্রীহট্ট সহরের আম্বরখানা মহল্লার সেখ আবদুল হক সাহেবের বাসভবনে পাওয়া যায়। শমসুল ওলামা মৌলানা আবু নসর ওহীদ উহা ঢাকা মিউজিয়ামে প্রেরণ করেন। ঐ শিলালিপির লেখন ও তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—

اول فتح اسلام شهر عرصه سرلهت بدست
سکندر خان غازی در عهد سلطان فیروز شاه
دهلوی سنة ثلاث و سبعماية - این عمارت
رکن خان که فتح کننده هشتم گامهاریان
و زیر ولشکر بوده - شهرها وقت فتح کامرو وکامتا
وجاجنگر و اریشا لشکری کرده با شند جا بجا
بن فیال پادشاه سنة ثمان وعشر سبعماية -

"মুহম্মদের পুত্র মজরর্দ (চিরকুমার) শেখুল মশায়েখ জালালের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে সুলতান—

ফিরোজশাহ দেহলবীর সময়ে ৭০৩ হিজরীতে সিকন্দর খান গাজী কর্ত্তৃক প্রথম শ্রীহট্টে মুসলমান বিজয় হয়। হস্ত (হশ্‌ত !) গামারিয়ান * বিজয়ী রুকুন খান কর্ত্তৃক এই ইমারত নির্ম্মিত হয়। রুকুন খান বাংলার সুলতান হোসেনশাহের উজির ও সেনাপতি ছিলেন ও কামরু (কামরূপ), কামতা (রঙ্গপুর জেলার কামতাপুর), জাজিনগর (ত্রিপুরা) ও উড়িষ্যা বিজয়ের সময়ে সুলতানের বাহিনীতে সেনাপতি ছিলেন। ৯১৮ হিজরী (১৫১১ খৃঃ) অব্দে লিখিত।"

এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া J. R, Stapleton ১৯১৩ ইংরাজীতে ঢাকা রিভিউতে এক প্রবন্ধ লেখেন। পরে ১৯২২ খৃঃ J. A. S. B এ তিনি আরও একটী প্রবন্ধ লেখেন। শমসউদ্দীন ফিরোজ শাহের নামাঙ্কিত দুইটী মুদ্রা শ্রীহট্ট সহরের খাসদবীর ও—কালীঘাট মহল্লায় পাওয়া গিয়াছে [vide Catalogue of Assam Provincial Coin Cabinet] এই মুদ্রা দুইটীর মধ্যে একটীর তারিখ ৭০৪ হিজরী। শমসউদ্দীন ফিরোজ শাহের পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলার সুলতান রুকুনউদ্দীন কৈকউসের (১২৯১—১৩০১ খৃঃ)ও একটী মুদ্রা শ্রীহট্ট শহরের কালীঘাট মহল্লায় পাওয়া—গিয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সুলতানের মুদ্রা শ্রীহট্টে পাওয়া যায় নাই। ইহাতে স্পষ্ট অনুমান হয় শমসউদ্দীন ফিরোজ শাহের সময়ে শ্রীহট্ট মুসলমান অধিকারে আসে। যাহারা এই বিজয় অভিযানে শ্রীহট্টে আসেন তাহাদের সঙ্গে রুকুনউদ্দীনের মুদ্রা শ্রীহট্টে আসিয়া থাকিবে।

হুগলী জেলায় ত্রিবেণীতে জফর খার মসজিদে সংলগ্ন একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯১১ হিজরীর রজব মাসের পহেলা দিনে (৩১—১০—১৫০৫) আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে হোসেনাবাদ ও সাজলা মনখাবাদের উজীর এবং সরলস্কর ও লাউবলা থানার সরলস্কর উলুগ রুকুনখাঁ কর্ত্তৃক একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল (J. A, S. B-New Series Vol V P 260)। ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদের এক শিলালিপি অনুসারে ইহার পর বৎসর (৯১২ হিজরীতে) বড় হোসেনাবাদ সহরের, ও শাজলা ও মনখাবাদের উজীর ও সেনাপতি, হাদীগড় নগর ও লাউবলা থানার সেনাপতি উলুগ মজলিস-ই-মজালিস মজলিশ ইখ্‌তিয়ার শ্রীহট্টের আলাউদ্দীনের পুত্র রুকুনউদ্দীন রুকুন খান এক মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (Epigraphica Indo-Moslemica,—1915-16)—গউড়ের নিকটবর্ত্তী গঙ্গারামপুরে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯১৮ হিজরাতে—(১৫১২ খৃঃ) আলাউদ্দীন হোসেনশাহের রাজত্বকালে শ্রীহট্ট নিবাসী আলাউদ্দীনের পুত্র খাঁ-ই-আজম রুকুন খান শেখ আতার মাজারের সম্মুখে একটী মসজিদ ও একটী মিনার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রুকুন খাঁ মুজফ্‌ফরাবাদের উজীর, ফিরোজাবাদ নগরের সেনাপতি ও প্রধান কোতোয়াল এবং উক্ত নগরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। (E. I. M 1929-30)

রুকুন খান সম্বন্ধে আর কোন বিবরণ পাওয়া যায়না। শ্রীহট্টে তাঁহার পিতা আলাউদ্দীনের মাজার আছে। সম্ভবত শেষ বয়সে রুকুন খাঁ শ্রীহট্টের—ফৌজদার ছিলেন *

* শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের সীমান্তে অবস্থিত অষ্টগ্রাম পরগণা,—তর্জুমান সম্পাদক।

* শিলালিপির বঙ্গানুবাদে "মুহম্মদের পুত্র—মুজর্‌দ (চিরকুমার) শেখুল মশায়েখ জালালের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে"— কথাগুলি কি করিয়া সন্নিবেশিত হইল বুঝিতে পারিলামনা। মূল লিপির যতটুকু ফার্ছী লেখন ছৈয়েদ ছাহেব আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন এবং যাহা নিবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে হয্‌রত শাহ্‌জালালের উল্লেখ নাই। যাহা-হউক ছৈয়েদ ছাহেব পূর্ব্বপাকিস্তানের একজন প্রত্নতাত্ত্বিক, গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্য্যের ভিতরেও তিনি পূর্ব্ববাংলার ইছলামি ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁর মূল্যবান দফ্‌তর হইতে চয়ন করিয়া বাংলায় ইছ্‌লাম প্রচারের ইতিহাসের কিছুটা অংশ তর্জুমানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে দিলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব,—তর্জুমান-সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান।

(বিতর্ক ও বিচার)

আল্-মোহাম্মদী।

নবীও রছুলগণের একচ্ছত্র অধিনায়ক মোহাম্মদ মুছ্তফা ছল্লল্লাহোআলায়হে ওয়াছল্লমকে সর্বশেষ নবী স্বীকার করা ফর্য! তাঁহার শুভ—আবির্ভাব বৈজ্ঞানিকতার যুগ-সন্ধিক্ষণে সূচিত হওয়ায় উহা অপরিণত যুগের এবং অপরিপক্ক মানব গোষ্ঠির জন্য নিত্যনূতন নবীগণের আগমন ব্যবস্থাকে চিররুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, মুছলমান—থাকিতে হইলে এই মতবাদে অতি অবশ্য ঈমান স্থাপন করিতে হইবে। উম্মতে-মুছলিমার এই বিশ্ববিশ্রুত এবং সর্বজনবিদিত মতবাদের অকাট্য দলীলরূপে আমরা কোর্আনে-আযীমের ছুরত-আল্-আহ্যাবের যে সুপ্রসিদ্ধ আয়ৎ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম তার আভিধানিক ও তফ্ছীরী আলোচনা এবং ভাষাবিদ ও ভাষ্যকারগণের অভিমত ও—সাক্ষাদির উল্লেখ আমরা তর্জুমানের বিগত সংখ্যায় সমাপ্ত করিয়াছি। রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের এই চিরন্জীবী অভিনবত্ব এবং তদীয় উম্মতের এই যুগান্তকারী শ্রেষ্ঠত্ব যাহাদের সংকীর্ণ হৃদয়কে পরিতুষ্ট করিতে পারে নাই, তাহারা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সাধারণ শ্রেণীর নবী এবং তাঁহার উম্মতকে ইছ্রাইলীদের ন্যায় একটী সাময়িক জাতি প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে নবীগণের নিত্যনূতন আগমনের পরিত্যক্ত ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। যে পূর্ণ ও পরিণত ইছ্লাম দীনে-মোহাম্মদী রূপে প্রলয় উষার উদয়-কাল পর্য্যন্ত সময়ের জন্য বিশ্বমানবের একমাত্র অনুসরণীয় জীবনপদ্ধতীরূপে মনোনীত হইয়াছে, তাহাকে উহারা অন্যান্য সাময়িক, সীমাবদ্ধ ও প্রক্ষিপ্ত ধর্মের পর্য্যায়ভুক্ত করার সাধনায় লিপ্ত হইয়াছে। শতধাবিচ্ছিন্ন বিশ্ব-মুছ্লিমের জাতীয় মেরুদণ্ডরূপী খত্মে-নবুওতের আকীদাকে মিছ্মার করিয়া জাতির সংহতি ও একত্বকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাহারা দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে। তাহারা অজ্ঞ ও নির্বোধদিগকে বুঝাইতে চায় যে, ছুরত-আল্আহ্যাবের আলোচ্য আয়তের অন্তরভুক্ত 'খাতমুন্-নবীঈনে'র তাৎপর্য নবীদলের সমাপ্তকারী বা শেষ নয়! তাহারা যে সকল উক্তিকে সম্বল করিয়া—তাহাদের অভিসন্ধি চরিতার্থ এবং মূর্খদের মনে কুহেলিকা ও সন্দেহের জাল রচনা করিতে সমুৎসুক, সেগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে মাকড়সার জাল অপেক্ষাও দুর্বল এবং অকিঞ্চিৎকর! আমরা এই নিবন্ধে তাহাদের প্রামাণিকতার প্রকৃত স্বরূপ সর্বাগ্রে উন্মোচন করিব!

তাহাদের বক্তব্যের সারাংশ এই যে, 'খাতমুন নবীঈনে'র অর্থ চতুর্বিধ, প্রথম, নবীগণের সীল বা আংটি। আংটি উহার ধারকের পক্ষে সৌষ্টবের কারণ হইয়া থাকে এবং যেহেতু রছুলুল্লাহ (দঃ) নবীগণের গৌরব ও সৌষ্টব, তজ্জন্য কোর্আনে—তাঁহাকে খাতমুন-নবীঈন বলা হইয়াছে। খাতমুন-নবীঈনের দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে শ্রেষ্ঠতম নবী। যদি সর্বশেষ নবীর তাৎপর্য সর্বশ্রেষ্ঠ নবী গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে খাতমুন-নবীঈনের তৃতীয় অর্থ শেষ নবীও করা যাইতে পারে। অর্থাৎ সর্বশেষ বলিতে যা বুঝায় খাতমের অর্থ তা নয়, সর্বশ্রেষ্ঠকেই রূপক ভাবে সর্বশেষ বলা হইয়াছে! চতুর্থ, খাতমুন্ নবীঈনের অর্থ—শরীআত্-বাহী [Lawgiver] নবীগণের শেষ।

আমরা বলিতে চাই যে, নবুওতের চরম বিকাশ তার শেষ পরিণতি, সুতরাং নবুওতের চরমত্ব এবং পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে যাঁহার দ্বারা, তিনি তাঁহার এই বিশিষ্টতা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন অবশ্যই অধিকার করিয়াছেন, এই হিসাবে সৌষ্টব ও শ্রেষ্ঠত্বকে খাতমের আনুসংগিক অর্থরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

আফ্যলীয়ত বা শ্রেষ্ঠত্ব খতমীয়ত বা চরমত্বের অন্যতম নিদর্শন, কিন্তু সকল আফ্যলীয়ত্ কদাচ খতমীয়তের নিদর্শন নয়। কোর্আনে কথিত হইয়াছে, আল্লাহ বলিয়াছেন, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض — রছুলগণের মধ্যে— কতিপয়কে আমি অপরাপর রছুলগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি,—— আল্বাকারাহ ২৫৩ আয়ৎ। আল্লাহ যে সকল রছুলকে আফ্যলীয়ত্ দিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে কোনদিন খতমীয়তের অধিকারী করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে শুধু একজনকেই খতমীয়ত দান করিয়াছেন, সুতরাং আরাবী সাহিত্য ও কোরআনের প্রকাশভঙ্গীর সাথে যাদের মোটামুটি পরিচয় আছে,—তারা কখনও সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব, গৌরব বা শ্রেষ্ঠত্বকে খাতমের প্রকৃত ও মুখ্য অর্থ রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। খ-ত-ম ধাতুর মধ্যে সকল সময়ে ও সর্ব অবস্থায় 'চরমত্ব' বা 'রুদ্ধতা' অর্থের ভাব বিদ্যমান থাকিবেই। 'খাতম'কে সীল বলার তাৎপর্য এই যে, পুস্তক বা পত্রের লেখা শেষ হইলে অথবা লেফাফা বন্ধ করার কাজ শেষ হইলে তবেই— উহাতে সীল করা হইয়া থাকে। আংটির নক্শা বা লেখা দ্বারা সীলের ছাপ মারা হয় বলিয়াই খাতমের অন্যতম অর্থ হইল সীল বা আংটি। শাহ রফীউদ্দীন মুহাদ্দিছ কদাচ খাতমুননবীঈনের অর্থ নবীগণের আংটি লেখেন নাই, ইহা সর্বৈব মিথ্যা! তিনি উল্লিখিত শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"এবং সমাপ্তকারী সমুদয় নবীর। * اور ختم کرنے والا تمام نبیوں کا — শাহ রফীউদ্দীনের পিতা শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ—— অবশ্য 'খাতমুন্ নবীঈনে'র অর্থ পয়গম্বরগণের সীল লিখিয়াছেন কিন্তু و مہر پیغمبران ست، সংগে সংগে উহার بعد از وے ہیچ پیغامبر বিশ্লেষণ করিয়াছেন نباشد — —তাঁরপর আর কোনই পয়গম্বর হইবেন না। †

* ১২৮৪ হিজ্রীতে হাশেমী প্রেসে মুদ্রিত তর্জমার ৪৩৯ পৃঃ ও তাজ কোম্পানীর মুদ্রিত তর্জমার ৭০০ পৃষ্ঠা।

† ফত্হুর রহমান, ৪৩৯ পৃঃ (হাশেমী)।

আংটি সৌন্দর্যবর্ধক, উহা অলংকার, স্বয়ং সৌন্দর্য নয়! অলংকার বা সৌন্দর্যবর্ধক খাতমের গৌণার্থ হইতে পারে কিন্তু উহা যেমন খাতমের নির্দিষ্ট অর্থ নয়, তেমনি অলংকারকে খাতমের প্রত্যক্ষ ও মুখ্য অর্থরূপে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি কখনও প্রয়োগ করিতে পারেনা। পুস্তকের মিথ্যা বরাত এবং সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অর্থকে গোপন করিয়া অভিসন্ধিমূলক গৌণ ও পরোক্ষ ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা চালাকির পরিচায়ক হইতে পারে কিন্তু কোনক্রমেই সততার প্রমাণ নয়। আমরা লিছানুলআরব,— যমখশরীর আছাছ, ছিহাহ, কামুছ, মুনতহাল আরব, ছুরাহ, মুনজিদ, মুফ্রদাতুলকোর্আন,— নয্হাতুল কলুব এবং উইলিয়ম লেনের লেক্সিকন এই দশখানা প্রামাণ্য এবং জগত-প্রসিদ্ধ অভিধানের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণিত করিয়াছি যে খাতমুননবীঈনের প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট অর্থ "সকল নবীর শেষ"। ইমাম রাগিব ইছ্ফিহানী তাঁহার মুফ্রদাতুল কোর্আনে ক্রিয়াবিশেষ্যরূপে খতমের অর্থ করিয়াছেন,— সীলের নক্শা করা বা উহার লেখা— প্রকট করা, দ্বিতীয় অর্থ করিয়াছেন — সীলের ছাপ। তিনি বলিয়াছেন,—উল্লিখিত অর্থ অনুসারে সরাসরি ভাবে খতম শব্দ কোন বস্তুর নিরোধ এবং উহার নিষিদ্ধতার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পত্রে বা দ্বারে সীল দিলে উহাদের উন্মোচন নিষিদ্ধ হইবার ভাবকে লক্ষ রাখিয়া খতমের এই অর্থ করা হই-

الختم والطبع يقال على وجهين : مصدر ختمت وطبعت وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع، والثاني : الأثر الحاصل عن النقش - ويتجوز بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه، اعتبارا بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب، نحو ختم الله على قلوبهم، وتارة في تحصيل أثر عن شيء اعتبارا بالنقش الحاصل، وتارة يعتبر منه بلوغ الآخر - وقوله تعالى :

www.ahlehadeethbd.org

যাছে। যেমন কোর্‌আনে কথিত —— হইয়াছে – আল্লাহ অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে সীল অংকিত করিয়াছেন। কখনও বা সীল করার যে ফল বা পরিণতি অর্থাৎ—

اليوم نختم على افواههم اى نمنعهم من الكلام – وخاتم النبيين لانه ختم النبوة اى تمها بمجيئه' وقوله عز وجل ختامه مسك انما معناه منقطعه وخاتمة شربه –

নিরোধ ও চরমত্ব— খতমের জন্য সেই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কখন শেষপর্যন্ত পৌছার অর্থে খতম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লাহর উক্তি—আজ কিয়ামতের দিনে আমি উহাদের মুখে সীল লাগাইব। মুখে সীল লাগাইবার অর্থ হইতেছে আমরা উহাদিগকে বাক্‌রুদ্ধ করিব, (মুখ বন্ধ হইলেই বাক্‌রুদ্ধ হইতে হইবে)। আর রছুলুল্লাহ (দঃ) কে খাতমুন নবীঈন বলার কারণ এই যে, তিনি নবুওতে সীল লাগাইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার আগমন দ্বারা নবুওতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। বেহেশ্‌তীদের পানীয় সম্বন্ধে আল্লাহর উক্তি "খিতামুহু মিছ্‌কুন" এর অর্থ পানীয়ের শেষ কস্তুরীযুক্ত হইবে অর্থাৎ প্রতি ঢোকের শেষে কস্তুরীর সুবাস উপলব্ধ হইবে। *

ইমাম রাগিব স্বয়ং খাতমুন্নবীঈনের প্রত্যক্ষ অর্থ করিয়াছেন "নবুওতের পরিসমাপ্তিকারী, কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) নবুওতে সীল লাগাইয়াছেন।" যাহারা বলিয়া বেড়ায় যে, রাগিব খাতমের প্রত্যক্ষ অর্থ "সর্বশেষ" স্বীকার করেন নাই, তাহারা যে কিরূপ সত্যবাদী, তাহা তাঁর সমুদয় কথা পাঠ করিলে সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সীল বলার যে ব্যাখ্যা রাগেব তাঁহার অভিধানে প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বে সংক্ষেপে আর আজ বিস্তৃত ভাবে উদ্‌ধৃত—করিলাম। উদ্‌ধৃত অংশ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, সীলের সাহায্যে পত্র বা গৃহদ্বারের উন্মোচন যেরূপ বন্ধ করা হয়, যেহেতু রছুলুল্লাহর (দঃ) আগমন দ্বারাও সেই ভাবে নবীগণের আগমন বন্ধ করা হইয়াছে সুতরাং তিনি (দঃ) নবীগণের সীল। রছুলুল্লাহ (দঃ) কে রূপকভাবেই সীল বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম রাগেব কোন স্থানে 'সর্বশেষ নবী'র অর্থকে রূপক ও অপ্রত্যক্ষ স্বীকার করেন নাই, তিনি তাঁহার অভিধানের কুত্রাপিও খাতমের অর্থ সৌন্দর্য বা অলংকার গ্রহণ করেন নাই। রছুলুল্লাহর (দঃ) ফয়েয এবং প্রেরণা তাঁহার উম্মতে প্রবর্তিত থাকাকে খাতমুন্নবীঈনের প্রকৃত তাৎপর্য্য—বলিয়া ইমাম রাগেব স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ অলীক কথা যাহারা উচ্চারণ করে তাহাদের তুল্য মিথ্যুক ভূভারতের কোন স্থানে খোঁজ করিয়া পাওয়া যাইবেনা।

রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তিকে যারা উড়াইয়া দিতে চায়, তারা শাহ রফীউদ্দীন, শাহ ওলীউল্লাহ ও ইমাম রাগিবের ন্যায় আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক হছন খাঁর নামেও অপবাদ রটনা করিতে ক্ষান্ত হয়নাই, তাহারা তাঁর তফ্‌ছীর—ফত্‌হুলবয়ানের একটী উক্তির মস্তক ও নাসিকা ছেদন করিয়া নিজেদের মনোমত আকারে গড়িবার প্রয়াস পাইয়াছে, অথচ সেই মনগড়া উক্তিটুকুরও সঠিক এবং পূর্ণ অনুবাদ প্রদান করিতে সাহসী হয়নাই। আমরা প্রথমে নওয়াব মর্‌হুমের উক্তি আগাগোড়া পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি। আলোচ্য আয়ত প্রসংগে নওয়াব ছাহেব তাঁর—আরাবী তফ্‌ছীর ফত্‌হুলবয়ানে লিখিয়াছেন,—

কোর্‌আনের বেশীর ভাগ পাঠক আয়তের অন্তরভুক্ত খাতেমকে তা অক্ষরের কছ্‌রা সহকারে পাঠ করিয়াছেন এবং উহা ফত্‌হাযুক্ত তা এর উচ্চারণেও পঠিত হইয়াছে। প্রথম প্রকার পাঠের অর্থাৎ খাতেমুন্নবীঈনের অর্থ হইল,—

وقرء الجمهور وخاتم بكسر التاء وقرئ بفتحها' و معنى الاولى انه ختمهم اى جاء آخرهم' و معنى الثانية انه صار كالخاتم لهم الذى يختمون به و يتزينون بكونه منهم – قال ابو عبيدة : الوجه الكسر لان

* মুফ্‌রদাতুল কোর্‌আন ১৪২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

التا ويل انـه ختمهم فهو خاتمهم' قال : انا خاتم النبيين وخاتم الشئ آخره ــ وقال الحسن : الخاتم هو الذى ختم به والمعنى ختم الله به النبوة' فلا نبوة بعده ولا معه ـــ

তিনি নবীগণকে সমাপ্ত করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি সর্বশেষে আসিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রকার পাঠের অর্থ হইল— তিনি নবী-গণের জন্য সীলরূপী, যঁাহাদ্বারা তাঁহাদিগকে সমাপ্ত করা হইয়াছে এবং তিনি (দঃ) নবীগণের অন্তরভুক্ত হওয়ায় তাঁহা-দের সৌষ্টবের কারণ হইয়াছেন। আবুউবায়দা বলেন, যেহেতু রছুলুল্লাহ (দঃ) নবীদিগকে সমাপ্ত করিয়াছেন সুতরাং তিনি তাঁহাদের খাতিম হই-লেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন,— আমি খাতিমুন্নবীঈন। কোন বস্তর খাতিম তাহার শেষ কে বলা হইয়াথাকে। হছন-বছ্‌রী বলিয়াছেন, যঁাহার দ্বারা শেষ করা হয় তিনি খাতিম। আয়তের তাৎপর্য হইতেছে যে, আল্লাহ তাঁহার দ্বারা নবুওৎ শেষ করিয়াছেন, সুতরাং রছুলুল্লাহর (দঃ) পর অথবা তাঁহার সংগে আর নবুওত্‌ নাই। *

'খত্‌মেনবুওতে'র শত্রুরা নওয়াব মরহুমের—

صار كالخاتم لهم الذى يختمون به و يتزينون بكونه منهم –

এই সুদীর্ঘ উক্তির সমস্তটাই হযম করি-য়াছে এবং শুধু— "রছুলুল্লাহ (দঃ) নবীগণের জন্য সীলরূপী হইলেন" এবং মধ্যবর্তী (الذى يختمون به) বাক্যের তর্-জমাকে গিলিয়া খাইয়া পরবর্তী বাক্য "এবং তাহাদের অন্তরভুক্ত হইয়া নবীগণের সৌষ্টবের কারণ হইলেন" অনুবাদ করিয়াই নিজেদের মত্‌লব সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। ইহাই হইতেছে এই দলের সততার নমুনা এবং প্রমানপ্রয়োগের ভঙ্গীমা! এরা এই— উপায়ে সাব্যস্ত করিতে চায় যে, নওয়াব ছিদ্দীক হাছান খানও খাতিমুন্‌নবীঈনের প্রকৃত অর্থ নবী-গণের সৌষ্টব স্বীকার করিয়াছেন, 'সর্বশেষ নবী'র অর্থ গ্রহণ করেননাই!

* ফত্‌হুল বয়ান (৭) ২৮৬ পৃঃ।

খাতেমুন নবীঈনের সঠিক অর্থ "নবীগণের সৌষ্টব" সাব্যস্ত করার মত্‌লবে পয়গম্বরীর দাবীদাররা একটী আরাবী কবিতাও উদ্ধৃত করিয়া থাকে, যথা—

طوق الرسالة' تاج الرسل خاتمهم
بل زينـة لعبـاد الله كلـهم !

অর্থাৎ— রিছালতের মাল্য তিনি, রছুলগণের মুকুট, তাঁহাদের সকলের খাতিম। বরং সমগ্র মানবজাতির তিনি সৌষ্টব!

এই কবিতার সাহায্যে খাতিমের অর্থ যে কেমন করিয়া সৌষ্টব বা সৌন্দর্য প্রমাণিত হইল, তাহা 'খত্‌মে নবুওতে'র শত্রুরাই বলিতে পারে। আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত কবিতায় রছুলুল্লাহ (দঃ) কে "যীনতুল ইবাদ" বা মানব জাতির সৌষ্টব বলায় খাতিম এর অর্থ "সৌষ্টব" হওয়া বাতিল হইয়া যাইতেছে, কারণ কবি যাঁহাকে "যীনতল ইবাদ" বলিয়াছেন তিনি "খাতিমুল ইবাদ" নন। পৃথিবীর কোন গ্রন্থে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে মানব জাতির খাতিম বলা হয়নাই। অতএব খতমিয়ত্‌ ও যীন-তের বৈষম্য লক্ষ রাখিয়া কথা বলা উচিত!

ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী তাঁহার তফছীরে লিখি-য়াছেন যে, খাতিমের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক, তোমরা— দেখিতেছ যে, আমা-দের রছুল (দঃ) যেহেতু সকল নবীর খাতিম, সুতরাং তিনি সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও বটেন এবং মানুষ— সকল জড়-জীবের— খাতিম হওয়ার ফলে সকল জড়-জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই রূপ জ্ঞান আল্লাহর প্রদত্ত খিলআত্‌ সমূহের খাতিম হওয়ার দরুণ অপরাপর সমস্ত— খিল্‌আত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম। *

والخاتم يجب ان يكون افضل' الاترى ان رسولنا صلے الله عليه وسلم لما كان خاتم النبيين كان افضل الانبياء والانسان لما كان خاتم المخلوقات الجسمانية كان افضلها' فكذلك العقل لما كان خاتم الخلع الفائضة من حضرة ذى الجلال كان افضل الخلع واكملها ـ

* কবীর (৬) ৩১ : পৃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাহার সামান্য মাত্রও স্বাভাবিক ও অবিকৃত জ্ঞান আছে, সে ইহা বুঝিতে অক্ষম হইবেনা যে, ইমাম রাযী তাঁহার উপরিউক্ত বাক্যে খাতমের অর্থ কিছুতেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেন নাই। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, যে ব্যক্তি বা যে বস্তু যাহাদের খাতেম হইবে, তাহার বা সেই বস্তুর পক্ষে তদীয় আনুসংগিক ব্যক্তি বা বস্তুসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বিদ্যা—শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইলেও যেমন বিদ্যার অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব নয়, তেমনি খতমিয়ৎকে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ স্বীকার করিলেও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি খতমিয়তের অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব মান্য করিবে না, কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) সর্বশেষ নবী হওয়া যাহারা সহ্য করিতে পারেনা তাহাদের কথা স্বতন্ত্র! তাহারা ইমাম রাযীর কথিত উক্তিকে উদ্ধৃত করিয়া মূর্খদিগকে ভুল বুঝাইতে চায় যে, দেখ— ইমাম রাযীও 'খাতেমুন নবীঈনে'র অর্থ 'সর্বশেষ নবী' বলেন নাই তিনি উহার অর্থ করিয়াছেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ নবী'! অথচ এই ইমাম রাযী স্বয়ং আলোচ্য আয়তের ব্যাখ্যায় 'খাতমুননবীঈনে'র অর্থ স্পষ্টভাবে করিয়াছেন—"যাঁহার পর আর কোন নবী নাই!" তাঁহার পর অন্য নবী নাহওয়াকে তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) তদীয় উম্মতের প্রতি সর্বাধিক স্নেহশীলতা ও মমত্বের কারণ বলিয়া নির্দেশিত—করিয়াছেন। ✝

"খাতেমুন্নবীঈনে"র অর্থ 'সর্বশেষ নবী' না হওয়ার আর একটী অকাট্য দলীল 'খত্মে-নবুওতের শত্রুরা' আবিষ্কার করিয়াছে, তাহারা বলিতে চায় যে, খাতেমুল আওলীয়া, খাতেমুল মুফাছ্ছিরীন ও খাতেমুল মুজ্তাহিদীন ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা যেমন কোন ব্যক্তির সর্বশেষ ওলী, সর্বশেষ ভাষ্যকার বা সর্বশেষ মুজ্তাহিদ হওয়া সাব্যস্ত হয়না, তেমনি 'খাতেমুন্নবীঈন' শব্দদ্বারা রছুলুল্লাহর (দঃ) সর্বশেষ নবী হওয়া প্রমাণিত হয়না। খাতেমুল আওলীয়ার অর্থ মোটামুটি ভাবে যেরূপ শ্রেষ্ঠ ওলী গ্রহণকরা হইয়াথাকে, তেমনি 'খাতেমুন্নবীঈনের' অর্থও শ্রেষ্ঠ নবী (সর্বশ্রেষ্ঠ নয় কিন্তু!) স্বীকার করা হইবে মাত্র! 'খত্মে নবুওতের শত্রুরা' তাহাদের এই হাস্যকর দলীলের প্রামাণিকতায় বড়ই আত্মপ্রসাদ লাভ—করিয়া থাকে, তারা একথাও বলিয়া বেড়ায় যে, এই অবিসম্বাদিত (!) প্রমাণ লইয়া তাহারা মুছ্লিম জগতকে নাকি চ্যালেঞ্জ করিয়াছে!

پری نهفته رخ و دیو درکرشمه وناز
بسوخت عقل زحیرت که این چه بوالعجبی است

এই সকল ধুরন্ধরকে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেকি যে, তাহারা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে টানিয়া হেঁচ্ড়াইয়া যেমন সাধারণ নবীদের শ্রেণীতে দাঁড় করাইয়া দিতে চায়, তেমনি আল্লাহর নির্দেশকেও কি তাহারা সাধারণ মানুষের উক্তির পর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে? মানুষেরা যাহাকে খাতিমুল আওলীয়া বা খাতিমুল মুহাদ্দিছীন উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিয়াছে, তাহাকে শুধু শ্রেষ্ঠ ওলী বা শ্রেষ্ঠ হাদীছশাস্ত্র বিশারদ মনে করিয়াই কি 'খাতিম'—বলিয়া অভিহিত করিয়াছে? যদি তাই হয় তাহা-হইলে আফ্যলের পরিবর্তে তাহাকে খাতিম বলার হেতুবাদ কি? প্রকৃতপক্ষে যেসকল বিদ্বান বা সাধু-পুরুষদের সম্বন্ধে জনসাধারণ এই ধারণা পোষণ করে যে, তাঁহাদের তুল্য বিদ্বান, ফকীহ, মুহাদ্দিছ, মুফাছ্ছির, ওলী বা দরবেশের ভবিষ্যতে জন্ম-লাভ করা সুদূরপরাহত, তাঁহাদিগকেই তাহারা খাতিমুল উলামা, খাতিমুল মুজ্তাহিদীন, খাতিমুল মুহাদ্দিছীন, খাতিমুল মুফাছ্ছিরীন, খাতিমুল আও-লীয়া ইত্যাদি বলিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা যেমন অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ, তেমনি সে ভবিষ্যদ্বক্তা—আলিমুল গয়েবও নয়, অধিকন্তু—তাহাদের কথিত খাতিমুল মুজ্তাহিদীন বা খাতিমুল আওলীয়াদের খত্মীয়তের ভিত্তি ভাবুক [illegible] খিয়াল ছাড়া ওয়াহী অর্থাৎ [illegible] উপর স্থাপিত নয়, ফলে কাল [illegible] সর্বশেষ ওলী ধারণা করা হইয়াছিল, আজ তাঁহার তুল্য অথবা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আলিম [illegible] ওলীর আবির্ভাব ঘটিয়া [illegible] এতদ্ব্যতীত বিদ্যা, [illegible]

✝ তর্জুমানুল হাদীছ ১১শ সংখ্যা (১ম বর্ষ) ৪৯৪পৃঃ।

১৯৬৬ খোর্দ মোহনপুর, রাজশাহী

www.ahlehadeethbd.org

সাধনাসাপেক্ষ বস্তু, চেষ্টাদ্বারা কাহারো পক্ষে ওগুলি অর্জন করা অসম্ভব নয়, সুতরাং পরবর্তী কোন বিদ্বান বা ওলীর সাধনা যদি সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে পূর্ববর্তী খাতিমুল মুজ্‌তাহিদীন বা খাতিমুল আওলীয়ার পক্ষে শুধু শ্রেষ্ঠত্বের আসনে পরিতুষ্ট থাকা ছাড়া গত্যন্তর কি?

কিন্তু নবুওত মুখ্‌তারী পরীক্ষায় ফেইল করার নাম নয়! উহা আদালতের কেরানীগিরিও নয়! সাধনা ও অধ্যবসায় দ্বারা ও পদ লাভ করার উপায় নাই! যে রছুল ও যে নবীকে আল্লাহ যেরূপ পদমর্যাদা দান করিয়াছেন, বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র দ্বারাও তাহা লাঘব করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। শুধু শুধু গলাবাযী করিয়া নবুওতের রুদ্ধ কপাট ভাংগিবার দুরাশা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশার চাইতেও হাস্যকর!

نه هم سمجھے نه تم آئے کهیں سے !
پسینه پونچهئے اپنی جبیں سے !

আল্লাহ মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কে—কোর্‌আনে-আযীমে 'খাত্‌মুন্‌নবীঈন' ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার খত্‌মীয়তের ছনদ অকাট্য ও নির্ঘাত 'নছুছে কত্‌ঈয়ার' উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, কোন আলিম, পীর ও ওলীর খতমীয়তও কি ঐরূপ অকাট্য ভাবে এবং সন্দেহাতীত প্রণালীতে প্রমাণিত আছে? فاين هذا من ذاك ? কাহারো নাম আছাদ—শুনিয়া যদি কেহ তাহার দেহে বাঘের লেজ এবং দাঁত ও নখ অনুসন্ধান করে তাহা হইলে খাতিমুল আওলীয়া ও খাতিমুল আম্বীয়ার সমশ্রেণী ভুক্তকারীদের চাইতে তাহাকে বেশী নির্বোধ বলা—চলিবে কি?

فاين الثريا واين الثرى ?
واين معاوية من على ?

মোটকথা, আল্লাহ কোন নবীকে স্বীয় খিল্লৎ দ্বারা, কাহাকেও কালাম, কাহাকেও রুহের সাহায্যে গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং নবুওতের সমুদয়—গৌরবকে 'খাতমুন্‌নবীঈন' মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) জন্য নিঃশেষিত করিয়াছেন, ইহাতে যদি কাহারো অন্তর শতধাবিদীর্ণ হয়, তাহা হইলে সে স্বচ্ছন্দে সেই একদেশদর্শী (!) আল্লাহর সংগে সমুদয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, কিন্তু মানুষের অসম্পূর্ণ ও অলীক ধারণার সহিত আল্লাহর উক্তি ও প্রতিশ্রুতিকে সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া তাহাকে অলীক ও অসত্য প্রতিপন্ন করা ও আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত 'খাতিম'কে মানুষের কল্পিত খাতিমগণের শ্রেণীভুক্ত করার হীন ষড়যন্ত্র মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) সর্বাপেক্ষা অধম ও পাপিষ্ঠ উম্মতিও কদাচ সহ্য করিবে না।

محمد عربی کابروئے هردو سراست'
کسیکه خاک درش نیست خاک برسراو !

'খাতমুন নবীঈনে'র প্রকৃত ও মুখ্য অর্থ "সর্বশেষ নবী বা নবীগণের সমাপ্তকারী"—কে উড়াইয়া বা ধামাচাপা দিয়া যাহারা নবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, নবীগণের সৌষ্টব বা তাঁহাদের সীল ইত্যাদি খতমীয়তের আনুসংগিক অর্থের অবতারণা করিয়া অজ্ঞদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চায়, তাহাদের বিদ্যাবত্তা, সততা ও ঈমানদারীর পরিচয় তর্জুমানের পাঠক পাঠিকাগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে খাতেমুন্ নবীঈন সম্বন্ধে তাহাদের চতুর্থ গবেষণার স্বরূপও অবগত হউন।

* * * *

এক চমৎকার ব্যাপার এই যে, এতক্ষণ পর্যন্ত 'খত্‌মে নবুওতে'র শত্রুরা ঢোল পিটিতেছিল যে, 'খাতিমে'র অর্থ কোন ক্রমেই সর্বশেষ হইতে পারে না, আর কথিত অর্থের প্রামাণিকতাকে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করার জন্য তাহারা নানারূপী আনুসংগিক ও অপ্রত্যক্ষ ব্যাখ্যার অবতারণায় ব্যতিব্যস্ত ছিল, কিন্তু চতুর্থ ব্যাখ্যার বেলায় হঠাৎ তাহারা স্বীকার করিয়া ফেলিল যে, 'খাতিমে'র অর্থ বাস্তবিক সর্বশেষ ছাড়া অন্য কিছুই নয়! পক্ষান্তরে মুছলমানদের বিরুদ্ধে আর এক নূতন অভিযোগ তাহারা এই মর্মে গঠন করিল যে, এই হতভাগাদের কেহই বিগত দেড় হাজার বৎসরের ভিতর কোর্‌আনের আলোচ্য আয়তের অন্তরভুক্ত 'নবীঈনে'র তাৎপর্য

Contents
www.ahlehadeethbd.org

Contents

বুঝিতে পারে নাই কারণ নবীগণ বলিতে এই—আয়তে সমুদয় নবী বুঝাইবে না, কেবল শরীঅত্‌-বাহী নবীর দলকে বুঝাইবে!

عمرش درازبادا که این هم غنیمت است!

তাহাদের কল্‌পিত এই অপরূপ ব্যাখ্যা সূত্রে 'খাতমুন্‌ নবীঈনে'র অর্থ দাঁড়াইল—শরীঅত্‌বাহী—নবীগণের সমাপ্তকারী বা শেষ! আমরা বলিতে চাই যে, এই ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা মানিয়া লওয়ার পর, খাতেম শব্দের সৌষ্টব, সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি ব্যাখ্যার অসত্যতা প্রমাণিত হইল কিনা? যদি প্রমাণিত হইয়া থাকে তাহা হইলে 'নবীঈন' শব্দের যে কাল্‌পনিক অর্থ তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে তাহাই বা কেমন করিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে?

প্রকাশ থাকে যে, সমুদয় রছুল নবীও ছিলেন, কিন্তু সমস্ত নবী রছুল ছিলেন না। আল্লাহ যদি মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কে খাতিমুল মুর্ছালীন বলিয়া অভিহিত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার—খতমীয়ৎকে কেবল রছুলগণের জন্যই সীমাবদ্ধ রাখা চলিত এবং নবীগণের আবির্ভাবকে অবারিত—রাখা সম্ভবপর হইত, কিন্তু আল্লাহ মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কে রছুল ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাঁর খতমীয়তকে শুধু রছুলদের জন্য সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সমুদয় নবীর জন্য ব্যাপক করিয়াছেন। যাহার—ফলে রছুলুল্লাহর (দঃ) খতমীয়ত রছুল ও নবী সকলের উপরেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক রছুল নবীও ছিলেন। এক্ষণে নবী শব্দের ব্যাপকতাকে খর্ব করিয়া উহার অর্থকে পুনরায় শরীঅত্‌বাহী রছুলদের জন্য সীমাবদ্ধ করার হেতুবাদ কি? নবীর এরূপ সংকুচিত অর্থ আবিষ্কার করার কোন সাহিত্যিক বা শারায়ী প্রমাণ 'খত্‌মে নবুওতে'র শত্রুদের কাছে আছে কি? আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, ছুরত আল্‌-আহ্‌যাবের আলোচ্য আয়তের অন্তরগত ব্যাপক 'নবীঈন' শব্দকে সংকুচিত করার পোষকতায় আল্‌-লাহর গ্রন্থ, নবীর (দঃ) ছুন্নৎ, আছারে ছাহাবা এবং বিশ্বস্ত আরাবী সাহিত্য হইতে প্রলয়কাল পর্যন্ত কেহ কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিবে না। 'খত্‌মে নবুওতে'র শত্রুরা রছুলুল্লাহর (দঃ) পরও নবীদের আমদানী চালু রাখার মত্‌লবেই—কেবল 'নবীঈনে'র এই অপরূপ ব্যাখ্যা আমাদিগকে শুনাইতে চাহিয়াছে।

নবীঈনের সীমাবদ্ধ অর্থের জন্য যে দু একটী উক্তির সাহায্যে তাহারা শূন্যে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে, আমরা প্রথমঃ তাহার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিব।

এই প্রসংগে হয্‌রত আলী মুর্তযার একটী উক্তি শুনান হইয়া থাকে। তিনি রছুলুল্লাহ (দঃ)—সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق — পূর্বে যাহা বিদ্যমান ছিল তিনি তাহার খাতিম—সমাপ্তকারী এবং অবরুদ্ধ দ্বারের উন্মোচনকারী। অর্থাৎ হযরত আলী বলিয়াছেন যে, যাহা অবরুদ্ধ ছিল তাহা রছুলুল্লাহ (দঃ) মুক্ত করিয়াছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং নবী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে নবুওতের দ্বার মুক্তই ছিল এবং তিনি উহাকে অবরুদ্ধ করিয়া-দিয়াছেন বলিয়াই খাতিম হইয়াছেন। তিনি (দঃ) নবুওতের দ্বারকে মুক্ত করেন নাই। হযরত আলীর এই উক্তির সাহায্যে রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক—নবুওৎকে অবারিত করা যে কোন ক্রমেই সাব্যস্ত হয় না তাহা সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু 'খত্‌মে নবুওতে'র শত্রুদের জ্ঞান উপভোগ্য যে, তাহারা এই উক্তির সাহায্যে অভিনব নবুওৎকে বাযারে চালু রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। অথচ এই হয্‌রত আলীই রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র জানাযাকে গোছল দিবার সময়ে বলিয়া যাইতেছিলেন,— আমার পিতা, মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হউন! — কাহারো মরণে যে-গুলি বিচ্ছিন্ন হয় নাই, আপনার মৃত্যু দ্বারা সে সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল:—নবুওত, অভিজ্ঞান এবং আকাশের সংবাদ! *

بابی انت وامی' لقد انقطع بموتک مالم ینقطع بموت غیرک : من النبوة والانباء واخبار السماء —

* নিহিজ্‌জুল বলাগত (১) ৪৯১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

পাঠক, পাঠিকা, আপনারা দেখিলেন যে, নূতন নবুওতের দালালরা কি রূপ সত্যবাদী এবং অপবাদ রচনা করিতে তাহারা কতদূর সিদ্ধহস্ত?

এই সকল ধনুর্ধররা একাদশ শতকের ফকীহ মোল্লা আলী কারীর নামেও এক অদ্ভুত অপবাদ রটনা করিয়াছে। হযরত ঈছা, খিয্‌র ও ইল্‌য়াছ আলাইহিমুছ্‌ছালামের পুনরাগমনের আলোচনা— প্রসংগে মোল্লা— ছাহেব লিখিয়াছেন, তাঁহাদের পুনরাগমন কার্য্যকরী হইলেও— উহা দ্বারা আল্লাহর উক্তি খাতমুন্নবীঈন খণ্ডন হয় না, কারণ খাতেমুননবীঈনের অর্থ হইতেছে, **রছুলুল্লাহর পর** কোন নবীর আগমন ঘটিবে না, তাঁহার তরীকাকে মনছুখ করিবে এবং তাঁহার উম্মতের অন্তর ভুক্ত হইবে না— এরূপ কোন নবীর আগমন সম্ভাবনীয় নয়। *

فلا يناقض قوله تعالى خاتم النبيين اذ المعنى انه لا يأتي نبي بعده ينسخ ملته ولم يكن من امته —

মোল্লা ছাহেব বলিতে চাহিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) পর কোনই নবী আসিবেন না। ঈছা, খিয্‌র ও ইল্‌য়াছ আলাইহিমুছ্‌ছালাম— ইঁহাদের কেহই রছুলুল্লাহর (দঃ) পরবর্তী নবী নহেন, ইঁহারা পুনরাগমন করিলেও রছুলুল্লাহর (দঃ) শরীআৎ মন্‌ছুখ করিতে পারিবেননা, তাঁহাদিগকে— রছুলুল্লাহর (দঃ) বিশিষ্ট উম্মতী রূপেই দীনে-মোহাম্মদীর অনুসরণ করিয়া যাইতে হইবে। এখন— 'খত্‌মে নবুওতে'র শত্রুরা চালাকী— করিয়া মোল্লা ছাহেবের উক্তি হইতে بعده অর্থাৎ **রছুলুল্লাহর (দঃ) পর** কথাটি বেমালুম হযম করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে যে, "মোল্লা আলী কারী বলিয়াছেন খাতেমুন নবীঈনের তাৎপর্য্য শুধু এইটুকু যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) শরীঅতের মনছুখ-কারী এবং তাঁহার উম্মতের বহির্ভূত কোন নবীর আগমন ঘটিবেনা।" অর্থাৎ তাঁহার শরীঅৎ মান্যকারী নূতন নূতন নবীদের অভ্যুদয় রছুলুল্লাহর (দঃ) পরও ঘটিতে থাকিবে। কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিতরেই মিথ্যাচার ও প্রক্ষেপ কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সহ্য করিতে পারেননা কিন্তু 'খত্‌মে নবুওতের' শত্রুদলের ইহাই হইতেছে বিশিষ্ট রীতি, ইহারা শাস্ত্রীয় আলোচনার ভিতর তহ্‌রীফের— বিদ্যায় ইয়াহুদদিগকেও মাৎ করিয়াছে। মিথ্যার এই বেছাতী লইয়াই তাহারা ইছ্‌লাম জগতকে চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকে আর মুছলমানদিগকে তাহাদের নূতন নবীর কলেমা পড়াইবার দুরাশা পোষণ করে। যে মোল্লা আলী কারীকে 'খত্‌মে নবুওতের' শত্রুরা তাহাদের কাল্পনিক মতবাদের সমর্থকরূপে দাঁড় করাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তিনি স্বয়ং তাঁহার "শর্‌হে ফিক্‌হে আক্‌বর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,— আমাদের নবীর (দঃ) পর অন্য কাহারো নবুওতের দাবী সর্ব্বসম্মতিক্রমে কুফর! মোল্‌লা আলী কারীর সাক্ষ্যকে নূতন নবুওতের দাবীদাররা যখন প্রামাণিক স্বীকার করিয়াছে, তখন তাঁহার উল্‌লিখিত সাক্ষ্যও — তাহাদের মানিয়া লওয়া উচিত।

ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالاجماع †

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں
لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا !

* মওযুআতে কবীর মোহাম্মদী লাহোর ৬৯ পৃঃ ও ছিদ্দীকি— লাহোর (১৩০৪ হিঃ) ১১০ পৃঃ।

† শর্‌হে ফিক্‌হে আক্‌বর, ২০২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ঈদে-মীলাদুন্নবী (দঃ),

রছুলুল্লাহর (দঃ) আগমন সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা যুগান্তকারী ঘটনা। অজ্ঞানতা ও অন্ধবিশ্বাসের তমিস্রা রজনীর চিরঅবসান ঘটাইয়া তাঁহার পুণ্য আবির্ভাব বৈজ্ঞানিকতা ও যুক্তিবাদের প্রভাত উদিত করিয়াছে। আর্থিক বৈষম্য, ভৌগলিক তারতম্য, গোত্র ও বর্ণের হঠকারিতা, ভাষা ও রুচির একদেশদর্শিতা, বিশ্বাস ও মতবাদের গোঁড়ামি এবং পরধর্ম ভয়াবহতার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ মানবের সন্তানদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে ও গণ্ডিতে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল; এই জাতি বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া মানব পরিবারকে ভেদহীন—মানবত্বের মহাতীর্থকেন্দ্রে মিলিত করিবার উদ্দেশ্যে মহামিলনের অগ্রদূতরূপে রছুলুল্লাহ (দঃ) পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন। অত্যাচার, অবিচার, অসাম্য এবং শোষণ ও পীড়নের নিষ্করুণ আঘাতে যখন মানবজাতির আত্মা ও শরীর বিষাক্ত, জরাজীর্ণ ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল, সেই নিদারুণ সংকটমুহূর্তে শান্তি, প্রীতি, সাম্য, ন্যায়বিচার,—স্বাধীনতা ও প্রাকৃতিক সমানাধিকারের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছিলেন রছুলুল্লাহ (দঃ)! তাঁহার আগমন ছিল বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহর রহমত্ এবং তিনি স্বয়ং ছিলেন রহমতুল্লিল আলামীন—সমগ্র বিশ্বচরাচরের জন্য প্রত্যক্ষ রহ্মত্!

আল্লাহুম্মা ছল্লে ওয়া ছাল্লিম ওয়া বারিক আলায়হে ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আছ্হাবিহ্।

মানব পরিবারের মুকুটমণি, নবী এবং রছুলগণের সম্রাট মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) অনন্তমুখী কর্মসাধনার সূচনা হইয়াছিল তাঁর পরিপক্ক যৌবনে—প্রৌঢ়ত্বের উষায়, কিন্তু ধরিত্রীবক্ষে তাঁর আগমন ঘটিয়াছিল ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্বে, রবিউল আওওয়ালের কোন এক সোমবারের প্রভাতে, সেদিন চন্দ্রের কোন্ তিথি ছিল মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও ঐতিহসিকগণ সে সম্বন্ধে একমত হইতে—পারেননাই। ইছ্লামী আদর্শবাদে শুধু জন্ম বা মৃত্যু দিবসকে কোন গুরুত্ব প্রদান করা হয়নাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) নবীরূপে ভূমিষ্ঠ হননাই, তাঁর পবিত্র বয়সের চল্লিশ বৎসরকালকে মুছ্লিম জাতির জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় করা হয়নাই, তাঁর যে কর্মময় জীবন পৃথিবীতে মহাবিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাঁর যে জীবনকে পৃথিবীর জন্য রহ্মত্ এবং মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে তাঁর নবী-জীবন। আদর্শবিহীন স্মৃতি প্রতিপালন করার রীতি অনৈছ্লামিক, কাহারো জন্ম বা মৃত্যু মানুষের জন্য আদর্শ নয়—এ-দুই বস্তুই প্রাকৃতিক বিধানের নামান্তর মাত্র। ইছ্লামে যে দুইটী উৎসবদিবস নির্ধারিত করা হইয়াছে সেগুলির সংগে কর্মকে জড়িত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঈদুল ফিত্রের উৎসব নযুলে কোর্আনের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরিত করে কিন্তু রামাযানের ছিয়াম সাধনার পর ছদকতুল ফিত্রের আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের সংগে এই উৎসবের অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। দশম যুলহিজ্জাহ ইছ্লামের পূর্ণতালাভ এবং মুছ্লিম জাতির জন্য ইলাহী ন্যা'মতের ভাণ্ডার নিঃশেষিত ভাবে বিতরিত হইবার দিন, কিন্তু এই উৎসব দিবসকে ঈদুল আয্হা রূপে আল্লাহর জন্য রক্তদান অর্থাৎ কোর্বানীর অনুষ্ঠানের সংগে জড়িত করিয়া রাখা হইয়াছে।

সময় এবং মুহূর্ত আগুনের শিখা এবং নদীর জলস্রোতের ন্যায়, অগ্নিশিখা যেমন অবিরাম জ্বলিতে থাকে, জলস্রোতও তেমনি উপর্যুপরি প্রবাহিত—

www.ahlehadeethbd.org

হইতে থাকে। পরবর্তী অগ্নিশিখা ও জলস্রোত পূর্ববর্তীর অনুরূপ মনে হইলেও যে শিখা জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়াছে আর যে স্রোত বহিয়া গিয়াছে, সে শিখা আর সে স্রোত আর কোন দিন ঘুরিয়া আসিবেনা। দিবস, সময় এবং মুহূর্তের অবস্থাও এইরূপ। যে দিন আর যে সময় চলিয়া গেল, তাহার পুনরাগমনের ধারণা ও প্রতীক্ষা কল্পনাবিলাস মাত্র, বাস্তবতার সংগে ইহার কোনই কম্পর্ক নাই। ইছ্লামে নিছক কল্পনাবিলাসকে কোনদিন প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই, সমস্ত গুরুত্ব অর্পণ করা করা হইয়াছে দৃঢ়বিশ্বাস (ঈমানে কামিল) এবং সদাচরণের (আমালে—ছালিহা) উপর। ফলে মুছ্লিম জাতির জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুরাগ ও ভক্তিকে অনিবার্য এবং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণকে অপরিহার্য করা—হইয়াছে কিন্তু তাঁর জন্ম বা মৃত্যু দিবসকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় নাই।

چون غلام آفتابم همه زآفتاب گویم
نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم !

ইছ্লামি আদর্শের সংগে আজিকার প্রচলিত জন্মতিথি পালন করার কোন সুসংগতি থাকিলে রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ থাকিতনা। ছিয়ামের মাস, এবং ঈদুল-ফিত্র ও ঈদুল আযহার দিবসগুলির ন্যায় রবিউল আওওয়ালেরও একটী দিবস অবিসম্বাদিত ভাবে—সুরক্ষিত থাকিত। আবুবক্র, উমর, উছ্মান, আলী এবং আল্লাহর রছুলের (দঃ) শতসহস্র উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ছাহাবার দল (রাযিয়াল্লাহো আন্হুম) উক্ত দিবসকে ঈদে-মীলাদরূপে রক্ষা ও প্রতিপালন করিতেন আর মহামতি ইমামগণ যথা আবুহানিফা, মালেক, শাফেয়ী, আহ্মদ, ছুফ্য়ান, আওযায়ী, লয়েছ, বুখারী, মুছ্লিম তিরমিযি প্রভৃতির (রাহেমাহুমুল্লাহ) মধ্যস্থতায় সেই ঈদে মীলাদের—উৎসব এবং উহার সঠিক দিবসের রেওয়ায়ৎ আমরা ইছ্লামের অন্যান্য অনুষ্ঠানের ন্যায় সহজেই লাভ করিতে পারিতাম। রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ইঁহাদের অনাবিল শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় অনুরাগ এবং অনবদ্য আনুগত্য সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিতে পারে কি?

প্রকৃতপক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) যথার্থ অনুরাগ এবং সত্যকার আনুগত্যের ভাব যতদিন পর্যন্ত মুছলমানদের জাতীয় জীবনকে সুরভিত রাখিয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত জন্মতিথি প্রতিপালন করার রীতি তাহাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, যেদিন হইতে ছিব্গতুল্লাহ অর্থাৎ ইছ্লামি রূপ ও রসের মাধুর্য হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদ্লাইয়া গিয়াছে, বিজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কারের প্রভাব ইছ্লামী তহ্যীবের গৌরবান্বিত শিখর হইতে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, সেইদিন হইতে আদর্শপ্রীতি এবং কর্মসাধনার স্থানে অবাস্তব কল্পনাবিলাসের—পূজা তাহাদের জাতীয়তার উপাদানে পরিণত হইয়া চলিয়াছে। আজ জাতীয় দেহের প্রতি রন্ধ্রে ও রক্তবিন্দুতে এই গায়ের-ইছ্লামী সংস্কার ও অনুষ্ঠানগুলি কিরূপ বিষাক্ত হইয়া দেখা দিয়াছে, পাকিস্তানের সরকারী অনুষ্ঠানগুলির দিকে তাকাইলেই তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। যে মানব মুকুট রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুরাগ ও ভক্তির নামে আজ তাঁর জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইতেছে এবং যাহা পাকিস্তানের সরকারী উৎসবেও পরিণত হইতে চলিয়াছে, খ্রীষ্টানদের মীলাদে-ঈছা এবং হিন্দুদের মীলাদে কৃষ্ণ বা জন্মাষ্টমীর অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে উহা পাকিস্তানে রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইছ্লামী-রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন এবং তাঁহারই প্রচারিত অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ ইছ্লামের—নবঅভ্যুত্থান সূচনাকরুক, আমরা রবিউল-আওওয়ালের এই চান্দ্র মাসে আমাদের উদ্বেলিত হৃদয়ের সেই আকুল প্রার্থনা বিশ্বপতির দরবারে নিবেদন করিতেছি আর হযরত মহ্বুবে ছুবহানী শয়খ আবদুল কাদির জিলানীর ভাষায় আমরা রছুলুল্লাহর (দঃ) গৌরবের অমর ভাস্বরতা ঘোষণা—করিতেছি—

افلت شموس الاولين وشمسنا
ابدا على افق البقا لاتغرب !

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের শাসন তন্ত্র,

মূলনীতি নির্ধারণ কমিটী ও মৌলিক অধিকার নির্ধারণ কমিটী পাকিস্তানের শাসন সংবিধানের জন্য যে সকল ছুফারিশ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, গণপরিষদের সদস্যবৃন্দের মোটামুটি স্বীকৃতি এবং ছুফারিশ সমূহের সমর্থনে তাঁহাদের নানারূপ অসংলগ্ন ওকালতী সত্ত্বেও দেশ ব্যাপী বিক্ষোভ এবং—তুমুল প্রতিবাদের ফলে পাক-প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খান ছাহেব শাসন সংবিধানের—আলোচনা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মুলতবী প্রস্তাবের সমর্থনে গণপরিষদের সভায় যে বিপুল উৎসাহ ও আনন্দ স্বয়ং ছুফারিশ সমূহের সমর্থকগণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উপভোগ্য! এই সংশ্রবে প্রধানমন্ত্রী প্রতিবাদকারী এবং সমালোচকগণ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন সে সমস্তের সহিত একমত হইতে না পারিলেও ছুফারিশ সমূহের আলোচনা স্থগিত হওয়ায় আমরা—বাস্তবিক আনন্দিত হইয়াছি। তাড়াহুড়া নাকরিয়া এবং জনমতকে অবহেলা করার রীতি পরিত্যাগ করিয়া যদি পূর্ব হইতেই সদ্‌বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া হইত এবং পাকিস্তানের সংবিধান সম্বন্ধে রাষ্ট্রের নাগরিকমণ্ডলীর অভিমত গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচিত হইত, তাহা হইলে রাষ্ট্রের কর্ণধারদিগকে যে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইত না, তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে।

পাক-প্রধান মন্ত্রী প্রতিবাদকারীদের নিকট—হইতে বিকল্প প্রস্তাবাবলীর খসড়া তলব করিয়াছেন। তিনি ক্রোধের বশবর্তী হইয়া এ রূপ অযৌক্তিক দাবী করিয়াছেন কিনা, তাহা বলা কঠিন, কারণ গোড়াতেই তিনি প্রতিবাদকারীদিগকে তিনটী দলে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, প্রথম নির্বোধের দল, যাহারা ছুফারিশগুলির মাহাত্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়াই মিছামিছি চেঁচামেচি জুড়িয়া দিয়াছে। দ্বিতীয় শত্রুর দল, যাহারা শুধু নষ্টামির জন্যই ভিত্তিহীন অপব্যাখ্যার সাহায্যে জনমণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিতেছে। তৃতীয়, যাহারা সততার সহিত উদ্‌দেশ্য প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্র রচনা করার পক্ষপাতি। নির্বোধ আর শত্রুদের নিকট হইতে বিকল্প প্রস্তাব দাবী করা ক্রোধের পরিচায়ক ছাড়া আর কি হইতে পারে? আমরা কিন্তু সংবিধানের রচয়িতা এবং উহার সমর্থকদিগকে যে রূপ মূর্খ ও স্বার্থসর্বস্ব মনে করি না, তেমনি সমালোচকদিগকেও নিরেট বেওকুফ বা পাকিস্তানের—শত্রু বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। যে বা যাহারাই কর্তৃপক্ষ ও নেতাদের উক্তি ও আচরণের বিরুদ্ধে মুখ খুলিবে, অমনি তাহার মস্তকোপরি—রাষ্ট্রদ্রোহিতার খড়্গ উত্তোলন করিতে হইবে, এই নীতিকে আমরা পাকিস্তানের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া বিশ্বাস করি। আল্লাহ এবং রছুলের (দঃ)—বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিবেক এবং উক্তির স্বাধীনতা ইছলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকেই পাল্টা সংবিধানের খস্‌ড়া ইতোমধ্যেই প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু আমরা এ রীতিরও সমর্থক নই। আমরা হল্যাণ্ডে প্রস্তুত আর আমেরিকায় প্রস্তুত প্রসাধন দ্রব্যের পার্থক্য চিনি এবং উভয়ের মধ্যে যে কোয়ালিটি উত্তম তাহাও বাছিয়া বাহির করিতে পারি, কিন্তু আসল বস্তুর কোন কোয়ালিটিরই আমরা নির্মাতা নই, কারণ দ্রব্য প্রস্তুত করার উপকরণ এবং ফ্যাক্টরী আমাদের কাছে নাই। আমরা যেরূপ মাল যে ধরণের এবং যে কোয়ালিটির দাবী করিব, ফ্যাক্টরীর কারীগর এবং মিস্ত্রীদিগকে আমাদিগকে তাহাই সাপ্লাই দিতে হইবে। আমরা ঢাকার মছ্‌লীন চাহিয়াছি বলিয়াই কি আমাদিগকে নারায়নগঞ্জের চট্ কিনিতে হইবে? আর চট কিনিতে অস্বীকার করিলেই কি আমাদিগকে স্বয়ং মছ্‌লীন প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে হইবে?

সর্বাপেক্ষা চমৎকার ব্যাপার এই যে, যাঁহারা ইছ্‌লামি সংবিধান রচনা করিবার পবিত্র ব্রত লইয়া পাকিস্তান গণপরিষদে বিরাজমান রহিয়াছেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং খসড়া ছুফারিশগুলিতে তাঁহাদের পূর্ণসম্মতি প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, আজ প্রধান-মন্ত্রীর সুর পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ ইছ্লামী শাসনতন্ত্রের জটিলতা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ইছ্লামীনীতি ও বিধিগুলিকে যুগোপযোগী করিয়া সংবিধানের (Constitution) আকার প্রদান করার পথে যত প্রকার অসুবিধা আছে, তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একদল আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিতেছেন বিগত চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে দুনুয়ায় যতগুলি রাষ্ট্র মুছলমানরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে. তার কোনটাই ইছলামী রাষ্ট্র ছিলনা, কোন রাষ্ট্রেই কোর্আন—ও ছুন্নতের মৌলিক বিধান অনুসরণ করা হয়—নাই বরং বিপরীত ব্যবস্থার অনুসরণ করা হইয়াছে, অধিকন্তু ঐ সকল রাষ্ট্রের দ্বারা ইছলামের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। তাঁহারা নাকি ইতিহাসের মধ্য দিয়া কোন সুবিন্যস্ত ইছলামি শাসন বিধানের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আলী মুর্তযার খিলাফতকেও কোন কোন ফকীহ যে আদর্শ ইছলামী হুকুমত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই, সে অসুবিধার কথাও আমাদিগকে শুনান হইতেছে। ইছলামী সংবিধানের রচনা কার্যে কতিপয় উলামার সমবায়ে তা'লীমাতে ইছ্লামীয়া নামে যে বোর্ড গঠিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট পরম নিশ্চিন্ততার সহিত ধামাচাপা দিয়া শুধু আলিম সমাজের অকর্মণ্যতার জন্য বিলাপ করা হইতেছে। সংগে সংগে কেহ কেহ এ মহাসত্যও উদ্ধার করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য শাসন পদ্ধতী সমূহের কোনটাই ইছলামের সহিত সুসমঞ্জস না হইলেও সর্বত্র সংগ্রামশীল নয়।

ইছলামী শাসনতন্ত্রের রচনা সম্পর্কে এই রূপ এবং ইহা ব্যতীত আরও অনেক বাধা বিঘ্নের কথা আমরা অনেকের মুখে বরাবর শুনিয়া আসিতেছি। ইছ্লামী দছ্তুর রচনা করার কার্যকে ইচ্ছাকৃত ভাবে যতটা দুরূহ ও জটিল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হইতেছে প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা উহাকে অত খানি দুঃসাধ্য বলিয়া স্বীকার না করিলেও ইছ্লামের নাম বেচিয়া নেতৃত্বের গদ্দী অধিকার করার চাইতে যে এই কার্য অধিকতর আয়াসসাপেক্ষ—তাহা মানিয়া লইতে আমাদের আপত্তি নাই। এই দুঃসাধ্য ব্যাপারকে সুসাধ্য করিয়া তোলার জন্যই বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া পাক গণপরিষদের জন্য কোটি কোটি টাকা পাকিস্তানের জনমণ্ডলী ব্যয় করিয়া আসিতেছে। এই বিপুল আর্থিক ক্ষতিস্বীকারের—বিনিময়ে এতকাল পর তাহাদিগকে ইছলামী সংবিধান রচনা করার অসুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইলে চলিবে না, তাঁহাদের এই পর্বতের মূষিক-প্রসব রূপী গবেষণার বিবরণ অবগত হইয়া পাকিস্তানের জনমণ্ডলী পরিতুষ্ট হইবেনা। ইছ্লামের দোহাই দিয়াই পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করার দাবী-উত্থাপিত হইয়াছিল আজ হাতে কলমে পাকিস্তানকে ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার দাবী—শুনিয়া ক্রুদ্ধ হওয়া অনুচিত, মুছ্লিম রাষ্ট্রের দাবীদারদিগকে মুছলিম সংহতির শত্রু এবং তাহাদের দাবীকে দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া অভিহিত করা—অযৌক্তিক এবং ইছ্লামী দছতুর রচনা করার দুরূহতা বিশ্লেষণ করা অতিশয় অন্যায়।

আমরা মুজাদ্দিদে-মিল্লৎ দূরে থাক, ইছ্লামিয়াতের বিশেষজ্ঞ হইবারও দাবী রাখি না, কিন্তু নিরক্ষর বেদুইনদের পক্ষেও ইছলামের যে রুহ্ [spirit] এবং ভাবাদর্শ [Ideology] বুঝিয়া ফেলা অসম্ভব হয় নাই, ইছ্লামকে অন্ততঃ ততটুকু বুঝিতে পারার দাবী আমরা পোষণ করি। ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য প্রস্তাব বিঘোষিত হইবার এক বৎসর পূর্বেই আমরা ইছলামী শাসন তন্ত্রের প্রধান প্রধান সূত্রগুলির বিশ্লেষণ করিয়া একখানি পুস্তিকা সংকলিত ও মুদ্রিত করিয়াছিলাম। সন্দেহবাদীর দল উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পরিবর্তে উক্ত পুস্তিকার গ্রহণযোগ্য অংশগুলিকে ভিত্তি করিয়া আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে যদি গবেষণা চালাইয়া যাইতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাদের অক্ষমতার স্বীকারোক্তি দেশ বাসীকে শুনিতে হইত না। তর্জুমা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নের পৃষ্ঠাতেও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে এক বৎসর যাবৎ অনেক কিছু লেখা হইয়াছে কিন্তু যাহারা—নিজেদের মহান ব্যক্তিত্বের জয়ঢাক পিটিতেই সব সময়ে ব্যতিব্যস্ত, তাহাদের পক্ষে অন্য কাহারো আবেদন নিবেদনকে যাচাই করিয়া দেখার অবসর কোথায়?

আমরা আজো আমাদের দুর্বল কণ্ঠের সবটুকু শক্তি একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এক নিশ্বাসে মুছ্‌লিম রাষ্ট্রগুলিকে কোর্‌আন ও ছুন্নতের মূলনীতির শত্রু বলিয়া ঘোষণা করার সংগে সংগে পাশ্চাত্যের শাসন পদ্ধতিগুলির ইছলামী নীতির সহিত সংগ্রামশীল না হওয়ার অসমঞ্জস উক্তি পাগলের প্রলাপ মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপ ও—আমেরিকার সমুদয় শাসন সংবিধানের ভিত্তিটাই কাফেরানা-অনৈছলামিক! খিলাফতে রাশিদা ছাড়াও উমাভী ও আব্বাছী এমন কি পাঠান ও মুগলদের মলুকীয়ৎ,—সেগুলি যতই দোষত্রুটীপূর্ণ হউক না কেন,—ওগুলিকে হুকুমতে কাফেরা বলা চলিবে না। আমরা স্বয়ং আদর্শের দিক দিয়া পাকিস্তানে খিলাফতে রাশিদার পুনঃ প্রতিষ্ঠা দাবী করি কিন্তু মুছলিম রাজ্যগুলিকে ইছ্‌লামী রাজ্য স্বীকার না করার যে ন্যায়শাস্ত্র পান্‌জাবের মওলানা আবুল আ'লা—মওদুদী ছাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। স্বয়ং আল্‌লাহ মুছলমানদিগকে যালিম, মুক্‌তাছিদ ও ছাবিক-বিল্‌খয়রাত্‌ নামে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, ঈমানের শ্রেণী বিভাগও কোর্‌আনে স্বীকৃত হইয়াছে, এ রূপ অবস্থায় যালিমানা শাসন পদ্ধতির আমরা প্রতিবাদ করিতে পারি, উহার বিরুদ্ধে অবস্থা বিশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারি—কিন্তু মুছলমান রাষ্ট্রাধিনায়কদের মধ্যে যাহারা যালিম, তাহাদের হুকুমত্‌কে ইছলাম হইতে খারিজ করার শুভ—বুদ্ধি খারেজী, রাফেযী ও মু'তাযেলী ছাড়া অন্য কাহারো মস্তিষ্ক গ্রহণ করিবে না

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ লিখিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণী বহু হাদীছে পৌনঃপুনিক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হযরত আলীর খিলাফতে উম্মত এক মত হইবে না—অধিকন্তু রছুলুল্লাহর আর একটী ভবিষ্যদ্বাণী যে, খিলাফত মদীনায় এবং মলুকীয়ৎ শামে থাকিবে, ইহার উপর নির্ভর করিয়া শাহ ছাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিয়াছেন যে, খিলাফতের অবসান হযরত উছ্‌মানের পরেই ঘটিয়া গিয়াছে। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, হযরত আবুবক্‌র ও উমরের খিলাফতে শেষ পর্যন্ত যে শান্তি ও আনুগত্যের ভাব বিদ্যমান ছিল, হযরত আলীর—খিলাফতে তাহা ছিল না, শামের গভর্ণর আমীর মুআবীয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিলেন, খারিজীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, রাফেযীরাও তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এক ভয়াবহ ফিত্‌নার দারোদ্‌ঘাটন করিয়াছিল, রছুলুল্লাহর (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী এই সকল ঘটনার দিকেই ইংগিত—করিতেছে। এই সকল দুর্ঘটনা যতই দুঃখের কারণ হউক না কেন, আলী মুর্তযার শাসন যুগকে খিলাফতে-রাশিদার বহির্ভূত প্রমাণিত করার দলীলরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। হযরত উছ্‌মানের শাসনকালেও অশান্তি ও অন্তর-বিদ্রোহের পরিমাণ কম ছিল না এবং সকল গোলযোগের—পরিণতি হযরত উছ্‌মানের শাহাদৎ পর্যন্ত গড়াইয়াছিল। শামে আমীর মুআবীয়ার রাজধানী ছিল, আলী মুর্তযার নয়, তাঁহার খিলাফত্‌ মদীনাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রছুলুল্লাহর (দঃ) মদীনা ও শাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আলীর শাসন যুগ খিলাফতে রাশিদার—অন্তরভুক্ত আর মুআবিয়ার রাজত্ব ইছ্‌লামের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা! রাফেযীরা আবুবক্‌র উমর ও উছমানের খিলাফতকে উড়াইয়া দিবার ব্যর্থ আকাংখায় যে সকল অলীক অভিযোগের অবতারণা করিয়া আসিতেছে সেগুলির প্রতিবাদে যিনি যাহাই বলুন না কেন, হযরত আলীর খিলাফত—অস্বীকার করার কোনই উপায় নাই। আহমদ, আবুদাউদ ও তিরমিযী প্রভৃতি বিশ্বস্ত সূত্রে রেওয়া-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

য়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) খিলাফতে-রাশিদার যুগ ৩০ বৎসর পর্যন্ত গণনা করিয়াছেন, হযরত উছমান পর্যন্ত খিলাফতে-রাশিদার পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকিলে এই খিলাফতের-মীআদ ত্রিশের পরিবর্তে ২৪ বৎসর হইয়া পড়িতেছে। শাহ্ ওলীউল্লাহর খাতিরে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের ব্যর্থতা কেমন করিয়া মানিয়া লওয়া হইবে? যে বিশিষ্ট শাসন পদ্ধতীর জন্য আবুবক্র ছিদ্দীক ও উমর ফারুকের শাসনকাল খিলাফতে-রাশিদা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, আলী মুর্তযার শাসন পদ্ধতীতে তাহার কোনই ব্যতিক্রম সাধিত হয়নাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) খলীফারূপে ছিদ্দীককে হাদী ও আমীন, ফারুককে শক্তিশালী ও আমীন এবং মুর্তযাকে হাদীও মহ্দী বলিয়াছেন এবং আমীরুল মুমেনীন আলী মুর্তযার সহিত সংগ্রামশীল মুআবীয়ার দলকে রছুলুল্লাহ (দঃ) স্পষ্ট ভাষায় বিদ্রোহী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

হযরত আলীর খিলাফত তাঁর পূর্ববর্তীগণের ন্যায় সফল ও সার্থক হয় নাই—এ কথা আমরাও স্বীকার করিতেছি কিন্তু বর্তমানে এ প্রশ্ন উপস্থিত হয় নাই যে, কাহার যুগে পাকিস্তানের গৌরব ও সমৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক সাধিত হইয়াছে, এ প্রশ্নের জওয়াব ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকরাই লিপিবদ্ধ করিবেন। খিলাফতে রাশিদার আদর্শে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করার প্রশ্নই হইতেছে আমাদের আলোচ্য। অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া জটিলতা বৃদ্ধি করায় কোনই লাভ নাই।

হুকুমতে কাফেরা ও হুকুমতে ইছ্লামীয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যবধান এই যে, নিরীশ্বরবাদী গণতন্ত্রে চরম প্রভুত্ব ও চরম মীমাংসার অধিকার রাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করা হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের নামেই তাহারা শপথ গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য হয়। কিন্তু ইছ্লামী রিয়াছতে প্রভুত্ব ও মীমাংসার চরম অধিকার সকল সময়ে আল্লাহ ও তদীয় রছুলের হস্তে সমর্পণ করা হইয়া থাকে। ইছ্লামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক এবং কর্তৃপক্ষ ইলাহী-বিধানের প্রযোক্তা—মাত্র। কর্তৃপক্ষদের আনুগত্য আল্লাহ ও তদীয় রছুলের আনুগত্যের অধীন এবং উহার দ্বারা সীমাবদ্ধ। সাধারণ নাগরিকের ন্যায় রাষ্ট্রাধিনায়কের উপরেও কোরআন ও ছুন্নতের বিধান যেমন তুল্যভাবে প্রযোজ্য হইবে, তেমনি তাঁহার ও হুকুমতের অন্যান্য কর্মকর্তাদের এমন কোন আদেশ, যাহা কোরআন ও ছুন্নতে ছহীহার বিরুদ্ধ, জনগণের জন্য তাহা প্রতিপালনীয় হইবেনা। ইছ্লামী রিয়াছতে শপথ কেবল আল্লাহর নামেই (রছুলেরও নয়) গ্রাহ্য হইবে এবং রিয়াছতের সমস্ত শক্তি ইছলামের জন্যই উৎসর্গীকৃত থাকিবে।

মুছলমানরা পৃথিবীতে যতগুলি রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ সেগুলি যতই দোষত্রুটীপূর্ণ হউকনা কেন, নীতিগত ভাবে ইছলামী রিয়াছতের উপরিউক্ত বৈশিষ্টগুলি তাহাদের কোনটাতেই অস্বীকৃত হয় নাই। যেসকল স্থলে অন্যথাচরণ করা হইয়াছে, সেগুলির কোনটার পরোক্ষ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কোনটা পৈশাচিক শক্তির সাহায্যে বলবৎ করা হইয়াছে, কিন্তু ইছ্লামী দছ্তুর বা সংবিধানের উল্লিখিত নীতিগুলি কদাচ অস্বীকৃত হয় নাই।—উমাভী সাম্রাজ্যবাদ খিলাফতে রাশিদার কবরের উপর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল এবং তাহারা যে ইছ্লামী গণতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়াছিল, আব্বাছীরাও তার পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করেনাই, তথাপি উভয় যুগেই নীতিগত ভাবে ইছ্লামী রিয়াছতের উল্লিখিত বিশিষ্টতা মানিয়া লওয়া হইয়াছিল বলিয়াই এই রাজ্যগুলি হুকুমতে কাফেরার পর্যায়ভুক্ত নয়। আমাদের উক্তির অকাট্য প্রমাণ এইযে, উমাভী ও আব্বাছী শাসকগণের মধ্যে কেহই রাজা, সম্রাট, শাহান্শাহ, মালিক ইত্যাদি উপাধি ধারণ করেন নাই, সকলেই নিজদিগকে মুছলিম প্রজাপুন্জের প্রতিনিধি (খলিফাতুল মুছ্লিমীন) বলিয়া পরিচয় দেওয়াকেই গৌরবজনক মনে করিতেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিনায়ক যদি আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলেন যে, তিনি কোরআন ও ছুন্নতের বিধান—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমূহের প্রযোক্তা মাত্র, তাঁহার আনুগত্য কোর্‌আন ও হাদীছের আনুগত্যের অধীন হইবে, কোর্‌আন ও হাদীছের বিধানের প্রতিকূল কোন আইন রাষ্ট্রে বলবৎ করা হইবেনা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্‌লাহর হস্তে থাকিবে এবং তাঁহার বিধান অর্থাৎ কোর্‌আন ও ছুন্নতের নির্দেশ এই রাষ্ট্রের আইন এবং শাসক ও নাগরিকদের সমুদয় মতভেদ ও কলহের চরম মীমাংসাকারী হইবে, তাহা হইলে প্রত্যেক মুছলমান পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইছ্‌লামী—রিয়াছত বলিয়া এবং উহার অধিনায়ককে ইমাম, আমীরুল মু'মেনীন ও খলীফাতুল মুছ্‌লিমীন রূপে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবে। অবশ্য এই পদবীগুলির বাস্তবতা শুধু পাকিস্তানের জন্যই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

গণপরিষদের যুগান্তকারী উদ্‌দেশ্য প্রস্তাব এই পথের দিকেই ইংগিত করিয়াছিল, কিন্তু মূলনীতি নির্ধারণ কমিটীর ছুফারিশসমূহের প্রথম দফাতেই উহাকে এমন ভাবে কোণঠাশা করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার এবং সংবিধান উদ্‌দেশ্য প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিরচিত এবং নিয়ন্ত্রিত হইবার পরিবর্তে উদ্‌দেশ্য প্রস্তাবকেই সকল সময়ে—ভিত্তিহীন ও কাল্‌পনিক মৌলিক অধিকারের তাবেদার করিয়া রাখা হইয়াছে।

কোর্‌আন ও ছুন্নাহর (রঃ) এই অবমাননা অতীতের কোন ইছ্‌লামী রাষ্ট্র আইন করিয়া মুছলমানদের ঘাড়ে চাপাইতে সাহসী হইয়াছিল কি? আর সর্বাপেক্ষা লজ্‌জার বিষয় এইযে, কেহ কেহ এরূপ মিথ্যাকথা প্রচার করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছেন না যে, মূলনীতি নির্ধারণ কমিটী যথাযথ ভাবেই উদ্‌দেশ্য প্রস্তাবকে তাঁহাদের সংবিধানের খসড়ায় স্থান দিয়াছেন! স্বয়ংসিদ্ধ নেতার দল দেশবাসীকে কিরূপ বেওকুফ মনে করিয়া থাকেন, এইকথা হইতেই তাহা অনুমান করিয়া লওয়া উচিত। আমরা এই সকল কারণে মূলনীতি কমিটীর প্রস্তাবিত প্রথম ধারায় আমূল সংশোধন দাবী করিয়া আসিতেছি।

মর্‌হুম মওলানা শিরওয়ানী ও মর্‌হুম মওলানা ইছ্‌লামাবাদী,—

উনবিংশ শতকের শেষ দশক হইতে বিংশ—শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত হিন্দ উপমহাদেশে স্যর সৈয়দ আহ্‌মদের পর ইছ্‌লামী সংস্কৃতি ও উর্দু সাহিত্যের সংরক্ষণ কার্যে যাঁহারা নেতৃত্বের আসন অধিকার করিয়াছিলেন আলীগড় যিলার ভিখমপুর স্টেটের রঈছ মওলানা হবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী তাঁহাদের অন্যতম। আল্‌লামা শিব্‌লী-নুমানীর অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্মী, নদ্‌ওয়া বিদ্যাপীঠের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, আন্‌নদ্‌ওয়া মাসিক—পত্রের অন্যতম সম্পাদক, হায়দ্রাবাদ উছমানীয়া য়ূনিভার্সিটীর ভাইস চান্সলার এবং হায়দ্রাবাদের ছদ্‌রুছ্‌ছদুর রূপে মওলানা ছাহেব অনন্যসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৯৫০ সালের ১১ই আগস্ট তারিখে ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার জন্মভূমি আলীগড়ে মানবজীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুকে তিনি বরণ করিয়াছেন। বিদ্যা, অর্থ ও যশের এমন সমাবেশ অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। বাংলার কৃতীসন্তান মওলানা মুনিরুয্‌যামান ইছলামাবাদী ধনবানের পুত্র ছিলেন না, বরং আজীবন দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন কিন্তু সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বিংশ শতকের মুছলিম বাংলায় যে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে, তার প্রত্যেকটী আন্দোলনের সহিত—মওলানা ইছ্‌লামাবাদীর নাম অচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত রহিয়াছে। বিগত ২৪ শে অক্টোবর তারিখে মওলানা ইছ্‌লামাবাদী ছাহেব পরিপক্ক বয়সে তাঁহার জন্মভূমি চট্টগ্রামে শেষ নিশাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। মওলানা শিরওয়ানী ও মওলানা ইছ্‌লামাবাদী যে বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু না থাকিলেও তাঁহাদের তিরোধানে জ্ঞান ও কর্মসাধনার দুইটী জ্যোতিষ্ক যে ভাবে খসিয়া পড়িল, তার জন্য আমরা গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি। আল্‌লাহ মর্‌হুমদিগকে আ'লা ইল্লীনে স্থান দান করুন, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানের আত্মকথা ও শোকরীয়া,

যাহাতে প্রতিমাসের তর্জুমান অন্ততঃ সেই মাসের মধ্যে পাঠক পাঠিকাদের হস্তগত হয়, এই আশায় মুহার্‌রম ও ছফরের যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই ব্যবস্থার দরুণ যাহাতে গ্রাহকগণ—নিজেদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে না করেন, তজ্‌জন্য পত্রিকার কলেবর প্রায় দ্বিগুণ করা হইয়াছে কিন্তু—আমরা যাহাই বলি আর যাহাই করি, পত্রিকার অনিয়মিত প্রকাশ জনিত ত্রুটীর কোন কৈফীয়তই গ্রহণযোগ্য নয় বরং কৈফীয়তের বাহুল্য অযোগ্যতাই প্রমাণিত করিয়া থাকে। আল্‌লাহ সাক্ষী আছেন যে, এই অযোগ্যতার জন্য আমাদের লজ্জা ও দুঃখের পরিমাণ তর্জুমানের পাঠক-পাঠিকাদের অসন্তুষ্টির তুলনায় অনেক বেশী। মোটের উপর আগামী দুই সংখ্যার মধ্যেই যাহাতে তর্জুমান—নিয়মিতভাবে প্রকাশ লাভ করিতে পারে, আমরা তজ্‌জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছি। গ্রাহক ও হিতৈষীবর্গ দোআ করিবেন, যাহাতে আমাদের আশা—পূর্ণ হয়।

তর্জুমানুল হাদীছ যে মহান আদর্শের অগ্রদূত স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার বশবর্তী হইয়া অনেকেই ব্যবস্থার ত্রুটী—বিচ্যুতিগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং তর্জুমানের প্রতি স্নেহশীল হইয়া উহার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। যদি পুরাতন গ্রাহকগণ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া তর্জুমানকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন এবং তর্জুমান-সুহৃদগণের স্নেহদৃষ্টি যদি —অবিচলিত থাকে, তাহা হইলে এই বৎসরেই তর্জুমানুল হাদীছ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। আমরা তর্জুমানুল হাদীছের অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের একটী ক্ষুদ্র তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি এবং তাঁহাদের খিদ্‌মতে আমাদের আন্তরিক শোকরগোযারী জ্ঞাপন করিতেছি :

পাবনা,— আলী জনাব মওলানা রশীদুল হাছান, ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ ; মওলানা মোঃ ইয়াকুব, চর বড়ধুল ; মওঃ শয়খ ছুলাইমান, গান্ধাইল ; প্রোফেসর মওঃ হাছান আলী, সিরাজগন্‌জ।

বগুড়া,— মওলানা মোঃ ওয়াক্‌কাছ, কমর গ্রাম ; মওঃ রহীমুদ্দীন, অডিটর সিভিল সাপ্লাই ; মওঃ মোঃ উছমান গণি, সিচারপাড়া ; মওঃ যবেদ আলী, প্রেসিঃ মধুপুর ইউনিয়ন ; মওঃ মোঃ মক্‌ছদ আলী, তেকানী ; মওঃ মোঃ ইউছুফ আলী, তেকানী।

রংপুর,— হারাগাছ ইয়ংম্যান এসোসিয়েশন (ইঁহারা তর্জুমানের জন্য নগদ ১৯৮৷৵১০— সাহায্যও করিয়াছেন); হারাগাছ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ (ইঁহারা তর্জুমানের জন্য নগদ ১৫৯৷৵০ সাহায্যও করিয়াছেন); মওলানা শম্‌ছুর রহমান বোনার পাড়া; হাজী রহীমবখ্‌শ ছরদার, মতরপাড়া ; চৌধুরী ছাহেব, যাদুরতাইড় ; মওঃ আযীযুর রহমান পাঁচপুরী ; মওঃ রফীকুদ্দীন, চিনিরপটল ; মওলানা আফাযুদ্দীন, বখ্‌শীগন্‌জ ; মওঃ মোহাঃ ইছহাক, হলদীয়া ; মওঃ মীরুলহাছান, বগারভিটা ; মওঃ—হেকীম মুজিবর রহমান, বসন্তেরপাড়া ; মওঃ মিয়াঁ মোঃ আবদুল হামীদ আমীনপুরী।

দিনাজপুর,— মওলানা মুজীবর রহমান, রামপুর ; মোঃ আবদুল জব্বার প্রামাণিক, ভ্যারাইটী স্টোর, পার্বতীপুর ; মওঃ কেরামতুল্লাহ, পার্বতীপুর; মওলানা মোহাম্‌দ আবদুল্লাহ্‌, ছালেককুড়ী।

রাজশাহী,— মওঃ মোহাঃ আতিকুল্লাহ, দুয়ারী; এম, এম, শম্‌ছুল আলম মিয়াঁ, দরগাহপাড়া ; মওঃ মোঃ আব্‌দুছ্‌ছত্তার, পাঁচগাছিয়া ; মওঃ—মোঃ তাবারকুল্লাহ, দাস্তানাবাদ ; প্রোফেসর মওলানা মীর আবদুছছালাম, নওগাঁ ; মওঃ হেকীম মোঃ কুতুবুদ্দীন, নারায়ণপুর, মওলানা মোহাম্‌মদ হুছইন বাসুদেবপুর ; মওঃ মোঃ ওজাউদ্দীন,—বাসুদেবপুর ; মওঃ মোহাম্‌মদ হুছইন, মাউড়ীশংকরবাটী ; আলহাজ মওঃ আবদুল মান্নান, আলাতুলী; হাজী মুঃ ইয়ার মুহাম্‌মদ, গোদাগাড়ী ; হাফিয—মোহাঃ ইদ্রীছ, রাধাকান্তপুর।

ময়মনসিংহ,— মওলানা মোহাঃ রামাযান, আরামনগর ; মওঃ মোঃ আইনুদ্দীন,—আরামনগর ; মওঃ নিযামুদ্দীন, আরামনগর; মওঃ আবুল ফযল রঈছুদ্দীন, হরীপুর ; মওঃ আবদুল—মান্নান, জামুকী ; মওঃ কফীলুদ্দীন আহ্‌মদ, ওয়াডাংগা ; মওঃ তমীযুদ্দীন আহ্‌মদ, সাতপোয়া ; মওঃ উবায়দুল্লাহ এম, এ, ডিঃ জেলর ; মওঃ মুহাঃ আবদুল গণি, সরিষাবাড়ী।

www.ahlehadeethbd.org